বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জনগনের অংশগ্রহনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

সত্যকে গোপন করে রেখে দিয়েছে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা। যারা প্রশাসন করতেছে তাদেরকে দেশের বড় বড় একশ্রেণীর প্রশাসক তাদের অনেক দূরদর্শী পরিকল্পনা বাস্থবায়নে দেশের প্রশাসকদের খুব বেশি করে লোভ-লালসা দেখিয়ে রাজি হতে বাধ্য করে। আর তাদেরক দিয়েই আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্প দ, গ্রাস করে তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী যেখানে সড়ক হওয়ার প্রায়োজন ছিল না সেখানে সড়ক হয়েছে। যেখানে হাওর খাল-বিল রেখে আমাদের জীবন-জীবিকা করা হইতেছিল, তা নষ্ঠ করে সেখানে বড় বড় সড়ক তৈরি করতে হয়েছে। সেই সব এলাকার লোকজন আমাদের দেশীও গ্রামীন অর্থনীতির মধ্যে জীবন-যাপন করতেছিল। যেখানে আমরা মোটামুটি অভ্যস্থ হইতে ছিলাম, সেই ছিল নিজের কাজ নিজে করে নিজের উৎপাদন দিয়ে জীবিকা করতে হতো। বিলাসিতা খুব বেশি ছিল না এবং আয়ও খুব বেশি হতো না। তারপরও মানুষ স্বাধীন ভাবে জীবন-যাপন করতো। এই স্বাধীনতাকে নষ্ঠ করে দেওয়ার জন্য কর্মকর্তারা হাওরের মধ্যে সড়ক তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।কারণ একবার একটি সড়ক তৈরি করলেই, এই চিত্র পরিবর্তন হতে থাকবে, জলাবদ্ধতা তৈরি হতে থাকবে। তারপর শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠবে, ছোট বড় অনেক সড়ক হবে, হাট-বাজার হবে, এখন রিক্সা, টেম্পু ইত্যাদি যানবাহন চলবে।স্বাধীন অর্থনীতি থাকা আর মুক্ত অর্থনীতি গ্রহণ করা সহজ বিষয় নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে একের পর এক মুক্ত অর্থনীতি বা মুক্ত বাজার ব্যবস্থা, সব কিছু অর্থ বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং হতে থাকবে। আমাদের গ্রাম-গঞ্জের মানুষ তা বুঝতে আর শত বৎসর লাগবে বা হাজার বৎসরও লাগতে পারে| কারণ সেই অঙ্ক বুঝানোর জন্য শিক্ষা দেওয়া হবে না, হইতেছে না এবং কি হবেও না। যদি না মানুষ তাদের নিজের ইচ্ছায় না শিখে অথবা কোন দেশ প্রেমী মানুষ না আসা পর্যন্ত দেশ ও জাতিকে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা কেউ বুঝাতে আসবে না। আমাদের দেশে যে সব উন্নয়ন হতে দেখা যাচ্ছে, তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়।এই উন্নয়ন সাধারণ মানুষের শ্রম বিক্রয়ের উত্তম ব্যবস্থা হবে। বড় বড় সড়ক দিয়ে মুক্ত বাজার ব্যবস্থার পরিসর বাড়বে। যারা যানবাহন বিক্রয় করবে তাদের লাভ হবে বেশি। আর যারা আমদানি করবে তারা লাভবান হবে বেশি| কিন্তু আমাদের সমাজে যারা গৃহস্থ পরিবার ছিল, তাদের সমস্যা হয়ে যাবে এবং হতে থাকবে। যারা শ্রম বিত্রয় করবে, তারা যে নূন্যতম পারিশ্রমিক পাবে তার নিরাপত্তা নেই | গৃহস্থ পরিবারের উৎপাদিত পন্যের দাম পাওয়ার বা পন্য বিক্রয়ের চুক্তি নাই | আর এই সবের জন্য চিন্থা-ভাবনা করে এমন একটি সরকার এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা চাই| বর্তমান সরকার গুলো দেশ শাসন শুধুমাত্র

কিছু মানুষকে সন্তুষ্ট রেখে শাসন কাজ পরিচালনা করার জন্য| এইজন্য দেশের আনাচে-কানাচে যেসব সড়ক হয়েছে, তা স্থানীয় জনগনের কাছ থেকে কোন মতামত গ্রহণ করা হয় নাই| স্থানীয় জনগনের মতামতকে প্রাধান্য দিলে আমাদের জাতির জন্য এই সর্বনাশ হতো না| সেই ৩০ বৎসর, ৫০ বৎসর আগ থেকে কত লেখকগন লিখেছেন| সমস্যা তুলে ধরেছেন, তা'ছিল আকাশে ও বাতাশে| কারণ একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কোন কর্তৃপক্ষ আছে বলে মনে হয় না| এক লেখা পড়েছিলাম, আমাদের দেশ আজ সড়কের দেশ| দেশ আজ জলাবদ্ধতার দেশ| আজ যে লেখাটি পড়লাম তা ৩০ বৎসর পর আবার পড়লাম চলনবিলের মূল পানির উৎসহ হলো আত্রাই ও বড়াল | আজ চলনবিল তার গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই | তারমধ্যে কত রকমের পরিবর্তন এনে সড়কের পর সড়ক তৈরি করতে চলতেছি আমরা | যদি আমাদের প্রাশাসনিক ব্যবস্থার সকল ক্ষমতা জনগনের কাছে থাকতো, তা হলে তা ইউনিয়ন পরিষদের কাছে থাকতো সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং তারা জনগনকে সাথে নিয়ে জীবন-যাপন সহজ করার জন্য উন্নয়ন কর্মসুচি গ্রহণ করতেন | তখন চলনবিলের মধ্যস্থলে সড়ক হতো না | চারপাশ দিয়ে সড়ক তৈরি হতে পারতো এবং পানি চলাচলের জন্য অনেক বড় বড় প্রস্থতা রেখে কাঠের ব্রীজ তৈরি করে রাখতে পারতাম, এতে আমাদের পরিবেশ বান্ধব হয়ে থাকতো | আজ এই হাহাকারের মধ্যে পড়তো না | যে কোন উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগনের পরামর্শ জরুরি | কর্তৃপক্ষ ভাল-মন্দ কিছুই জানে না | তারা চায় প্রকৃতিকে নষ্ঠ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা শুনে টাকা নিয়ে হাওর, খাল-বিল, নদী-নালা ভরে ফেলী, আয় দেশকে মরুভূমি বানিয়ে দেই | পরে শুধু মোটর গাড়ি চালাবো মরুভূমির মধ্যে | যদিও মুক্ত বাজার অর্থনীতির মধ্যে থাকতে হবে ।এক ঘরে হয়ে থাকা যায় না, যাবেও না| তাই অর্থবিজ্ঞানকে আরও বুঝানোর দরকার আছে | শুধু আমেরিকান অর্থবিজ্ঞান পড়ালে ভাল হবে না| আর অন্যান্য দেশ ও জাতির কাছ থেকে জানতে হবে | তারপর আমাদের প্রাকৃতিক সম্প দ নিরাপদ রেখে আমরা প্রতিযোগিতা করবো শহরে-বন্দরে থেকে| আমাদের গ্রাম-গঞ্জকে হাওর, খাল-বিল, নদী-নালা সবগুলোকে প্রাকৃতিক সম্প দ বলে নিরাপত্তার জন্য উন্নয়নের ধারা থেকে বাহিরে রাখবে| আর যে গুলো হবে শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে হতে থাকবে | একেই বলে স্থানীয় সরকার| একেই বলে জনগন দেশের মালিক| যখন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য স্থান নির্ধারণ করা হবে| তখন শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ ও সাধারণ জনগন দ্বারা স্থান নির্ধারণ করা হবে| কারণ ভাল-মন্দ, লাভ- ক্ষতি তাদেরকেই বহন করতে হবে| সরকার বহন করবে না | শুধু পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করে বাকী লাভ গুলো বিদেশে নিয়ে যাবেন বা দেশের কোথাও অট্টালিকা বানিয়ে বসে থাকবেন| মানুষের দুঃখ দূরদর্শী দেখে লাগব করার মতো কাজ তারা করতে আসবেন না| পরিকল্পনা হতে হবে শত বৎসরের জন্য, শুধু আজকের জন্য কাজ করে লাভ নিয়ে গেলে দেশ ও মানুষের ড়্গতি আর ড়্গতি হতে থাকবে| আমরা আমাদের স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিসর্জন দিয়ে পরাধীন হতে চাই না| সকল লেখার মধ্যেই ছিল অভিজ্ঞ মহলের ও অনেক লেখকের আহবান

দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করার জন্য| গ্রাম-গঞ্জ এলাকার কৃষি জমি তার সাথে সকল প্রকার জলাশয় ডোবা, হাওর, বিল, নদী-নালা ইত্যাদি যা আমরা তৈরি করি নাই| প্রাকৃতিক পরিবেশে উজান থেকে পানি এসে তৈরি হয়েছে| তার মধ্যে আমরা উপকৃত হইতেছিলাম| সড়ক তৈরির জন্য সকল সময় দেখা গেল হাওর বা জলাশয়, ডোবা ইত্যাদির মধ্যস্থল দিয়ে সড়ক তৈরি করে চলে গেল| আমরা জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা ও করলো না| আমাদের জমি আমাদের এলাকা আর ক্ষতিগ্রস্থ হবে আমরা মুখ বুঝে সইতে থাকবো আর কতদিন| আমরা প্রতিবাদ করতে হলে কার কাছে করবো| কে বাধা দিবে এই বেপরোয়া কাজ| আর বার বার প্রতিবাদ, বার বার যুদ্ধ করাটাও কি সহজ| কিন্তু সব থেকে মুক্তি পেতে হলে একমাত্র উপায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা| আর এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা একমাত্র আমার পক্ষে সম্ভব এইজন্য আমি একটি দল গঠনের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আহ্বান জানাইতেছি এবং এককোটি কর্মী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে চাই| রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে চাই আগামী দিনের জন্য| আমি যে প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইতেছি তা আমাদের জন্য নতুন বিষয়বস্তু| কিন্তু এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিবে এবং কি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিবে| আমাদের দ্বারপ্রান্তে আমাদের প্রশাসন থাকবে তা হলো ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় মহাপরিষদ| একবার তৈরি করতে হলে আমাদেরকে প্রচলিত ধারায় সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচনে আমাদের দলকে জয়ী হতে হবে| সমস্যা হলো বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ টাকা খরছ করে আসন ক্রয় করতে হয় এবং এটাই হয়ে গেছে আমাদের দেশের প্রথা| যতদিন পর্যন্ত বাংলার বিশ কোটি মানুষ উপলব্দি করতে না পারবে, এই সংসদীয় ব্যবস্থা হলো তাদের কতৃর্ত্ব জনগনের কোন কর্তৃত্ব নেই| জনগন শুধুমাত্র দেখার অধিকার রাখে| এইজন্য প্রয়োজন হলো সারা বাংলার জনগনের কার্য পরিচালনা করার অধিকার আদায় করার নামই হলো গণতন্ত্র| আজ আমাদের দেশে উন্নয়নের নামে যে ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে তা হলো দেশের একটি বড় অঙ্কের অপচয় এবং দেশকে ধ্বংষ করে নিয়ে যাচ্ছে| এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে হবে, তারজন্য শিক্ষিত শ্রেণীকে পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড দেখা এবং অনুভব করার প্রয়োজন করি| হরেক রকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে| সে সব থেকে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন, শিক্ষাবদ্ধতা থেকে বের হওয়া প্রয়োজন| কবির ভাষায় বলে.. থাকবো না কো বন্ধ করে, দেখবো একবার জগৎ টাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ, যুগান্তরের ঘুন্নি পাকে| এইজন্য আমি আহ্বান করতেছি অর্থ ব্যয় না করে সকল শ্রেণীর জনগণের স্বার্থে আমাদের জনগণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে হবে এবং তা হবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে| এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হবে| শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, আইনি ও বিচারিক নিরাপত্তা, সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হবে ইউনিয়ন পরিষদ| এইজন্য আমি আহ্বান করি, আমাদের দলে যোগ করাতে

পারলেই তা সম্ভব| আমার উদ্দেশ্য একটি কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি করতে পারলে আমাদের যত অভাব অভিযোগ আছে তা সমাধান করার মত পরিস্থিতি আসবে| আর তা আসবে নাগরিকদের নিজ নিজ আন্তরিকতার মধ্য থেকে| আর আমি সেই মহৎ পরিবেশ তৈরি করার জন্য, জনসেবা করা জন্য, রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন| রাজনৈতিক দল না হলে দেশ ও সমাজের সৃষ্টিশীলতা আসে না| দেশ ও জাতিকে নিয়ে গৌরব করার সুযোগ থাকে না| এইজন্যই আমাদের সকলের রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রচুরভাবে নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়| তা না করা হলে কোন দিনও আমরা সমাজে শান্তি পাবো না| এর জন্য অনেক বৎসর কাজ করতে হবে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে দিতে সহজ হয়ে আসবে| আমাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর মানুষকে আগাইয়া আসতে হবে| ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে| গণজাগরণ তৈরি করে শৃঙ্খলা বন্ধ হয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে| নিজের দেশের জন্য নিজের এলাকার মানুষের জন্য| নিজের এলাকার সৌন্দর্য রক্ষা করার জন্য| মানুষের কত মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, অন্ধব্যক্তি শিক্ষক হয়ে শিক্ষা দিতেছেন কিশোরদেরকে| আর এক ব্যক্তি গ্রামবাসীর জন্য লাইব্রেরী দিয়েছেন,| আরও এক ব্যক্তি লক্ষ মানুষকে জীবন যুদ্ধ করা শিখিয়েছে| আরও কতজন কত প্রকার মহৎ কাজ করে সমাজের সাহায্য করতেছেন| আর আমি চাই শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করি| মহৎ কাজ করার জন্য যে কাজ সকলের জন্য মঙ্গল হবে| রাজনীতির মধ্যে দিয়েই করতে হবে| রাজনীতির মধ্যে দিয়ে করিলে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি কাজ হয় এবং চলতে থাকে| আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোন দল সংঘটিত হয় নাই| আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারে| আমার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা করিবার জন্য এমন সব নেতা তৈরি করতে চাই যারা অভাব গ্রস্থ নয়, যাদের চাহিদা খুব সীমিত এবং লোভ-লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন| এইসব ব্যক্তি দ্বারা হতে পারে নেতৃত্বে | কারণ তাদের হাতে থাকবে জনগনের আমানত এই আমানত জনগনের জন্য ব্যয় করতে হবে নিজের জন্য নয়| আর এই কাজ হতে হবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে| গ্রামবাংলার মানুষ নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে না| গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিজমি ক্ষেত খামার, হাওর-বিল, ডোবা, জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল সবকিছুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে| বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে নিজেরা নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চক্ষু বন্ধ করে দাঁড়াতে থাকবে যুগ যুগ| তা হতে দেওয়া যায় না আমাদের জাগাতে হবে| ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে| ব্যক্তি প্রভাবকে বিসর্জন দিতে অভ্যস্থ হতে হবে| ব্যক্তি বিশেষের লোভ-লালসা, সামাজিক প্রভাবশালীতা, ব্যক্তি স্বার্থ| এই প্রকার অনেক অভ্যাস সমাজের অন্য অংশের মানুষকে অসুস্থ করে রাখে| দেশও সমাজের স্বার্থে তাদেরকে এই সব অভ্যাস বিসর্জন দিলে দেখবেন সমাজ কত সুন্দর, কত আনন্দময় মানব সমাজ| প্রাকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকা এক আনন্দ| বার মাসের চিত্র মনে করে চিত্র অঙ্কন করে দেখেন, কত সুন্দর পৃথিবী| এই পৃথিবী থাকবে ব্যক্তি থাকবে না, ব্যক্তি বিশেষ থাকবে না| নিজের শান্তি নিজেকে ধরে রাখতে হবে অন্যকে ব্যতিত করা যায় না| অন্যকে আক্রান্ত করা যায় না| সমাজ বাঁচতে হবে, দেশও

সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে এবংকি শান্তিতে থাকতে হবে| গত ৩০ বছর থেকেই কত বড় বড় ব্যক্তিবর্গ লেখালেখি করেছেন সকল সময়ই একটি দুচিন্তায় থাকার কথাই প্রকাশ পাইয়াছে| আজও সেই দুচিন্তার কথাই পড়িতেছি| কোন সরকারই দেশও জাতিকে নিজের মত করে স্বাধীন হয়ে থাকতে দিবে না| এইজন্য কথা আসে বিড়ালের গলায় ঘন্টা কে পরাবে| আসলে জনগনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারলেই বিড়ালের গলায় ঘন্টা পরানো যাবে| তারপূর্বে জনগনকে নিজেদের অধিকার ও করনীয় সম্বদ্ধে জানতে হবে| গণতান্ত্রিক ভাবে কাজে কর্মে অভ্যস্থ হতে পারলে| সকলের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কাজ সমাধান করা সম্ভব হবে| কুটনৈতিক ব্যাপার হবে আসল, আমরা নাগরিকগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের রূপরেখা প্রকাশ করে ব্যাখ্যা দিতে থাকলেই আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হবে| ইউনিয়ন পরিষদের নেত্রীর্ত্বে আমাদেরকে থাকতে হবে| এখন থেকে সকল উন্নয়ন মূলক কাজে এলাকার জনগনের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে| নেত্রীবৃন্দকে প্রতিটি গ্রাম থেকে নেতৃর্ত্বের জন্য আসতে হবে| চড়ুা বন্ধ করে থাকলে সুদিন আসবে না| নিজেদের চেষ্ঠায় সুদিন আনতে হবে|

সারা বাংলার সকল গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কাছে আহ্বান জানাই আগামী যেকোন সময় যদি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আসে, তা হলে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের জন্য সংগ্রামী পদড়্গেপ গ্রহণ করুন| নিজেদের মধ্যে নেত্রীর্ত্বে গড়ে তুলুন এতে টাকা খরছ করার কিছু নাই| আর যদি হয় সকলের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে সদস্য ফি গ্রহণ করেন এবং একটি একাউন্টে জমা করুন| নিজের মধ্যে সমতা গড়ে তুলার মধ্যে সমাজে শান্তি বজায় থাকে| এইজন্য প্রয়োজনের বাহিরে টাকা ব্যয় না করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কাজে যুক্তি যুক্ত তর্থ্যগুলো নিয়ে আলোচনার প্রশিড়্গণ নিতে থাকেন এবং লড়্গ সামনে রাখেন গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকার গঠন করিবেন| কি প্রকার নাগরিকদের অংশগ্রহনে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা করিবেন তা যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে| তারপরও আমি আছি সারাড়্গণ আপনাদের পাশে| এইটা হবে বাংলার মানুষের জন্য স্বাধীনতার প্রথম প্রাপ্তি| এখন থেকে সকল ড়্গমতা আদায় করার একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ| এই সুযোগ হাত ছাড়া করিবেন না| প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে যোগ্যতা সম্প র্ণ ব্যক্তিবর্গ আছেন| যারা লোভ-লালসা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে গ্রাম-গঞ্জের মানুষের তথা নিজের ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নতুন রূপে বাস্তবায়ন করিবেন| প্রথমে সবকিছু পাইবেন না| কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে পারিবেন| ইউনিয়ন পরিষদকে জয় করতে পারলেই গ্রামবাংলার মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ এবং অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক দল গঠনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করিবেন| এই প্রকার সংগঠন আমাদের দেশে কোনদিন অতীতে হয় নাই| যাহা হয়েছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করা হয়েছে| দেশের প্রাকৃতিক সম্প দ ধ্বংষ করে দেশের জনগনের উপর কত প্রকার কর আদায় করে হরিলুট করা হইতেছে| তাই জনগনের অংশগ্রহনে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধ্য থাকিবে ইউনিয়ন পরিষদ| জেলা পরিষদ, জাতীয় পরিষদ ও

জাতীয় মহাপরিষদ| লাগাম টেনে ধরার একমাত্র প্রশাসনিক পন্থা ইউনিয়ন পরিষদ| এখানে আমার লিখিত সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হবে| বর্তমান ব্যবস্থায় টাকা দিয়ে ড়্গমতা ক্রয় করা হয়| আমি চাই মহৎ কাজ করিবার জন্য ক্রয় -বিক্রয় এবং বাহিরে থাকা বাঞ্ছনীয়| ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মহৎ কাজ করা সম্ভব হবে না| এটা মাত্র ৫/৭ জনের স্বার্থ আদায়ের ব্যাপার| আমি বলছি নিজের ও নিজের এলাকার মানুষের দূরদর্শাগ্রস্থ জীবন-যাপনকে উন্নয়নের আওতায় আনা| আবাসন ব্যবস্থা, শিড়্গা, চিকিৎসা, সামাজিক, বিচারিক, আইনি নিরাপত্তা, আর্থিক নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক সম্প দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা পরিকল্পিত জনগনের অনুমতিক্রমে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড সাধন করা ইউনিয়ন পরিষদের নেত্রীর্ত্ব দেওয়ার জন্য জেগে উঠো বাংলার মানুষ| আমি মনেকরি আমাদের গ্রামীন সমাজে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার জন্য হাজার হাজার শিড়্গিত নাগরিককে প্রশিড়্গণ ও ব্যায়াম শিড়্গা দিয়ে সৈনিকের মতো করে গড়ে তুলিতে পারলে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারতাম| সকল গ্রামে-গঞ্জে অনেক মহৎ কাজ করার লোক গড়ে উঠবে এমনই একটি প্রতিড়্গা| শিড়্গিতদের মধ্যে গ্রামীণ সকল প্রকার অভ্যাস থাকাসহ উচ্চ শিড়্গা গ্রহণ করে মহৎ কাজ করা ভাল| এতে যেসব অভিজ্ঞতা থাকবে সেটা জীবন পরিপূর্ণ করে তুলবে| মানব-জীবন মানবদের সাহয্যের জন্য বাড়াইয়া দিলে অন্যরা যে সাবলম্বী হয়ে থাকবে অন্যের উপর বোঁঝা হয়ে থাকবে না বা পরিবার কাহারও উপর নিরর্ভরশীল হবে না| মানুষের অলসতা দূর করার জন্য সৈনিকদের মতো প্রতিদিন নাগরিকদের প্রশিড়্গণ দিয়ে নাগরিকদের উচ্চ মনোমানসিকতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব| আমাদের কৃষি ভিত্তিক জীবন জীবিকা করতে না চাইলে ও প্রাকৃতিক কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন জীবিকা ধ্বংশ করে দিতে পারেন না| আমি চাই এই ব্যবস্থা নিরাপদ রাখা| আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে জীবন জীবিকা করি তাতে অসুবিধা নেই| প্রাকৃতিক সম্প দ আমরা বাহিরে বিক্রয় করিব না, বিশেষ করে আমাদের দো-আঁশ মাটি|
এইজন্য দেশের সর্বস্থরের মানুষের কাছে আবেদন করি| আসুন আমার কর্মসুচি বাস্থবায়ন করে দেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি করি|

আপনারা ভাবতে বসবেন এটা আবার কি? কত বড় বড় শক্তিশালী বিজ্ঞ রাজনীতিক থাকতে, আমি কেন নতুন করে দেশও সমাজকে নিয়ে ভাবতেছি| আমি সেই ছোট বেলা থেকেই ভাবতেছি এবং গবেষণা করতেছি| আমি কিন্তু প্রকাশ করতে পারি নাই| আমি কাউকে অনুসরণ করতে ও পারি নাই| তাই আমি আমার মত করে দেশ ও সমাজকে ভালবাসি| তাই আমাকে ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করতে হইতেছে| যদি আমার ভাবনাকে বুঝাবার চেষ্ঠাই না করলাম, তাহলে বুঝতে পারবেন কিভাবে? আর যারা বলবে এখানে টাকার গন্ধ নেই| এখান থেকে কিছু পাওয়ার ও নেই| তারা হয়তো কোনদিন বুঝার চেষ্ঠা করতে আসবে না| আর আসলে অনেক অনেক দিন অপেড়্গা করতে

হবে| আর সমাজে যারা সত্যিকারের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে চান তারাই এখানে এসে নতুন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাইবেন| তাদেরকে নিয়ে আমি কাজ করব| বলবেন পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা নেই, কেমন করে তা হতে পারে| হা... আমি ছোট ব্যবসা করি গত ৪০ বৎসর ধরে| আমার ছোট ব্যবসাকে বড় করি নাই| এইজন্য যে আমার লেখাপড়া করার সময়টা কমে যাবে এবং অপ্রয়োজনে টাকার সংখ্যা বাড়াতে থাকবো| তা না করে আমি গবেষণায় মগ্ন থাকি| আজও সেইভাবে আছি| আমার রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকলেও দেশও সমাজের অনেক অনেক ব্যক্তি আছে| গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সকলের অভিমত গ্রহণে এবং আলোচনা করে মত প্রকাশে দ্বিধা-ধন্দ্ব বের করতে হয়| সভা কড়্গো ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্থ নিতে পারাটাই গণতন্ত্র| মূল প্রশাসন থেকে বিদ্বেষ মূলক ও প্রতি হিংসা মূলক অবস্থাকে সহনশীল অবস্থায় এনে বিচার প্রক্রিয়াকে সহজ করে আনা হবে আমার সরকারের প্রথম কাজ| সমাজে শান্থি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার সকল প্রচেষ্ঠা| রাজনীতির খেলা আমি চাই না| প্রশাসনিক ভিত্তিস্থাপন করাটাই হবে প্রথম কাজ| সাথে সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সরকার থেকে ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়া এবং তার যথাযথ সদ্ব ব্যবহার| জবাবদিহিতা এবং শান্থি প্রতিষ্টা করার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, পৌর-করর্পোরেশন তাদের দায়িত্বে সমাজে শান্থি প্রতিষ্ঠার কাজ করা হবে| প্রশাসনের মধ্যে জনপ্রতিনিধি দিয়ে শান্থি প্রতিষ্ঠা করা হবে| প্রতি হিংসা থেকে বের হতে হবে আমাদেরকে| ব্যক্তি স্বার্থ হয় নিজ পরিবারে চাহিদা পূরণ করা এবং নিরাপত্তা দেওয়া| নিজ পরিশ্রমে উপার্জন করে সংসার চালানো| আমার সরকার সকল মানুষকে উপর্জনের সুযোগ করে দেবে| কর্মসংস্থান গড়ে তুলবে| রাষ্ট্রের কাছে অঘাত সম্প দ হলে তা জনগণকে তার স্বাদ পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে| তাই ওকে বলা যাবে কল্যাণ রাষ্ট্র| কল্যাণ রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রতিহিংসা দূর করা যাবে এবং সার্বজনিন প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা হবে| তারজন্য এককোটি শিড়্গিত নাগরিক প্রয়োজন| যারা প্রতিদিন সৈনিকের মতো ব্যায়াম শিড়্গা নিতে পারে নিজেকে সচেতন করে রাখতে পারে এবং শিড়্গা অর্জন করতে পারে| আমার লেখা থেকে কিভাবে ইউনিয়ন পরিষদকে পরিচালনা করতে পারেন|

প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্প র্কে

গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দলের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকরতর দায়িত্ব দিয়ে সকল স্থরের নাগরিদের আর্থিক সাহায্য বা আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং ধীরে ধীরে ভিড়্গাবৃত্তি কমে আসবে| এতে সকল নাগরিদের সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন| আমরা সকলে গঠন মূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে একটি সঠিক পথ নিদর্শন গ্রহণ করা সম্ভব হবে| সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য অনেক মানুষের প্রয়োজন এবং অধিকতর মানুষকে প্রশিড়্গণ দিয়ে দেশ ও জাতিকে ভালবাসার সাথে একটি শক্তিশালী মনোভাব তৈরি করতে পারলেই আমরা একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে পারবো| আর আমি এই কল্যাণ রাষ্ট্র আমাদের মত করে গঠন করার জন্য বিগত ৫০ (পঞ্চাশ) বছর ধরে গবেষণা করে আসতেছি| যদি দেশের সাধারণ মানুষ আমাকে প্রশাসনের শীর্ষস্থানে গিয়ে জনগণের অংশগ্রহনে সকল প্রকার প্রশাসনিক কাজ করে একটি সমাজ ও দেশ গড়ে তোলার কাজ করতে পারতাম| সবকিছুর মুলে লোভ সংবরণ করে প্রশাসনিক কাজ সকল স্থরে চালাতে পারলে সকল শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য সহণশীল একটি সমাজে পরিনত করিতে পারবো|

আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় সম্প দ অপচয় করা হইতেছে এইসকল সম্প দ জনগনের বলে জনগন মেনে নিতে পারে না| কারণ জনগণ সরকারী সম্প দ থেকে কোন প্রকার আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাইতেছে না| কাজেই এই সরকারী সম্প দের প্রতি মানুষের কোন ভালবাসা তৈরি হয় না| আমি চাই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পূণগঠন করে ড়্গমতার বিক্রেীকরন করে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও পৌরকরর্পোরেশন তাদেরকে সকল সম্প দ রড়্গনাবেড়্গণের দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই| এতে করে জনগণের অংশগ্রহনের তাদের আদায় করা অর্থগুলো কিভাবে ব্যয় করা হবে তারা সকলেই মিলে সিদ্ধান্থ নিবেন| এইটা তাদেরই অর্থ এবং পরিষদগুলো তাদেরই| তারাই এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করবে| এইজন্য আমাদেরকে বিশাল আকারে শিড়্গাব্যবস্থাকে আরও উন্নত মানের করে তুলতে হবে| যাতে করে শিড়্গার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করতে সম্ভব হবে| এইজন্য আমি ৪ (চার) স্থরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করার আহ্বান জানাইতেছি| আমার ৪ (চার) স্থরের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ : ১| ইউনিয়ন পরিষদ :- প্রত্যক গ্রাম থেকে একজন যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ইউনিয়নের একটি সদস্য সভা বসে এক বছরের জন্য একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার পর ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে| এতে করে সকল কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ করার সুযোগ তৈরি করা হবে| তারপর সকল

কর্মসুচির পরিকল্পনা নেওয়ার এবং দেয়ার অধিকার তৈরি হবে| (চষধহহরহম চবৎসরংংরড়হ ভড়ৎ ধষষ শরহফ ড়ভ উবাবষড়ঢ়সবহঃ)

রিং রোড় তৈরির জন্য গাছ কাঁটা নিরাপদ হবে না| গাছ কাঁটার পর সড়ক হলে, পরে গাছ লাগালে ও পানির জোরে সড়ক ভাঁঙ্গিয়ে যাবে| গাছ বড় হতে ৫ (পাঁচ) থেকে ৭ (সাত) বৎসর লাগবে| এই সময় গুলোর মধ্যে সরকারী অর্থ অপচয় হবে বিরাট আকারে| জনগনের দূরভোগ হবে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে না| তারপর সমস্যা সমাধানের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা কর্জ করে এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হবে| এই ফাঁদে উক্ত প্রকল্পকে ডুবিয়ে দেয়া যায় না| এই গাছের সারি গুলোর ভিতরে ৩০০ (তিনশত) গজ দুরত্ব রেখে সড়ক তৈরি করা হলে রিং রোড় স্থায়ী হয়ে থাকবে| এতে করে গাছ গুলো প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রিং রোড়কে রড়্গা করতে সহায়তা করবে| মাইকিং করে জনগনের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া যায় না| অনুমতির জন্য জনসাধারণের সাথে বৈঠক করে ভাল-মন্দ ব্যাখ্যা করে ১ (এক) বৎসরের মত সময় নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন| যেহেতু এই এলাকার মানুষের জন্য মঙ্গলের জন্যই হবে|

প্রিয় ইউনিয়নবাসী আমাদের দেশে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত না নিয়ে যেসব পরিকল্পনা বাস্ত্মবায়ন করা হয়, তাতে আমাদের প্রাকৃতিক সম্প দ নষ্ট করা হয়, উক্ত সম্প দ আমাদের জীবন জীবিকা, যেমন নদী নালা হাওর বিল এর মধ্য স্থান দিয়ে সড়ক তৈরি করে ফেলা হয় এতে পানি চলাচল এর পথ বন্দ হয়ে পড়ে কিছু দিনের মধ্যে| এতে আমাদের কৃষি কাজ, মাছ, উৎপাদন, গরম্ন-মহিষ রড়্গানা বেড়্গাণ ঘাস উৎপাদন ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকিলে, বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিল্প-কলকারখানায় কাজ খুজতে হবে এবং অনেক দুরে গিয়ে কাজ করতে হবে, এবং এত কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা যদি কেউ করতে না পারে| তবে স্বাধীনভাবে যে কাজ গুলো করে জীবন-জীবিকা করা হয়েছে, তা আমরা ধংস করতে চাই না| আমাদেরকে এইসব সম্পদ রড়্গা করে রাখতে হবে| আজকের জন্য নয় আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য রাখতে হবে| আর তা একমাত্র উপায় হল ইউনিয়ন পরিষদের নেত্রীত্বে তাদের নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা অনুমোদন নেওয়ার আইন করে চলতে হবে| সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান তৈরীর পূর্বে অনুমোদন নিতে হবে, রাস্ত্মা তৈরীর পূর্বে

পরিকল্পনার চিত্র অঙ্কন করে দেখতে হবে, এবং জন সম্মুখে ব্যাখ্যা দিতে হবে| আজ-কাল যতগুলো পুল তৈরী হইতেছে তার নীচ দিয়ে আর কোন দিন নৌকা চলাচল করিতে পারবে না| অথবা যদি অতিরিক্ত পানি নদীতে হয়ে যায় তখন নৌকা আটকে পড়বে| আমাদেরকে এই নৌকা চলাচল এর পথ উম্মুক্ত রাখতে হবে| সড়ক হলেও নৌপথ খোলা রাখা আমাদের জন্য অত্যন্ত্ম জরম্নরী| আমি সকলের কাছে আবেদন জানাই, চিন্ত্মা শক্তি অর্জন করে, আলাপ কর, আলোচনা কর এটাই সকলের জন্য মঙ্গল হবে| সকল এলাকার জন্য পরিকল্পনার প্রস্ত্মাব অনুমোদন নিতে হবে| ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যেখানে বড় কোন সড়ক হবে তা চিত্র অঙ্কন করে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত্ম দেখাতে হবে| ইউনিয়ন পরিষদ অথবা জেলা পরিষদকে বিল বোর্ড আকারে নোটিশ দিয়ে জনগনের অবগতির জন্য রাখতে হবে| জনগণের মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কোন আপত্তি থাকিলে তা লিখিত ভাবে রাখিতে হইবে| এই তথ্য গুলো লিপিবদ্ধ করে রাখিতে হইবে ভবিষতের জন্য| এই প্রস্ত্মাব জেলা পরিষদে যেতে হবে| জেলা পরিষদকে দেখতে হবে উক্ত সড়ক হলে প্রাকৃতিক সম্প দ ড়্গাতিগ্রস্থ হবে কিনা| বাধার সম্মূখীন হবে কিনা, তা হল নদ-নদী হাওর ইত্যাদি, হাওরে মধ্য দিয়ে কোন সড়ক হলে তা মানায় না এ জন্য হাওরের এক পাশ দিয়ে সড়ক নিতে হবে, হাওরকে রড়্গা করা আমাদের প্রয়োজন সড়কে আমরা পরিবর্তন করে নিতে পারবো| নদীকে রড়্গা করার জন্য নদীর পানি চলাচলের জন্য পুল গুলো প্রশস্থতা দিয়ে তৈরী করতে হবে, এবং নৌকা চলাচলের জন্য উচ্চতা রাখতে হবে| আজ যদিও নৌকার প্রয়োজনীয়তা মনে করা হইতেছে না| তবুও রাখিতে হইবে ভবিষতের আগামী প্রজন্মের জন্য| বালিতে নদী ভরাট হয়ে গেছে তা তুলতে গেলে ব্রিজ ভেঙ্গে পড়ে বা পার ভেঙ্গে পড়ে ইত্যাদি| খবর পড়িতে পাই আমি ঐসব অজুহাত গ্রহণ করিতে কোন যুক্তি পাই না| আমাদের প্রয়োজন নদীর বালি উঠানো এবং তা পরিকল্পনার আওতায় এনে তা করতে হবে কিছু ড়্গাতি মনে নিতে হবে| আমাদেরকে আর

ভালবাসতে হবে আমাদের দেশের প্রকৃতি ও নাগরিকদের এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর পর নিজের অর্জিত সম্প দ রড়্গা করে রাখার পর, বাকী রাষ্ট্রীয় সম্প দ বা রাষ্ট্রীয় সম্প দকে পানচাইতী সম্প দ মনে করে নিতে শিখতে চেষ্ঠা করতে পারি| সকল স্থরের আদায়কৃত কর বা রাজস্ব সব জনগনের আমানত জমা রাখা হয়েছে জনগনের জন্য| এই অর্থ থেকে কোন প্রকারে বা যে কোন অজুহাত তৈরি করে নিয়ে গেলে জনগন তা ফেরত চাইতে পারে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সমাপ্তি আনতে পারে, এবং আমরা যখন আর পানচাইতী আমানত অপচয় করা বন্ধ করব এবং জনগনের জন্য ব্যয় করিব, তখনই সকল শ্রেণীর নাগরিকগন সরকারী সেবা মূলক সকল প্রতিষ্ঠান থেকে যতটুকু পাওয়ার কথা, আমি আমার পরিকল্পনায় সাজাইতেছি এবং দেখতে পাই, শিড়্গাও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক পরিবর্তন এনে ধীরে ধীরে কাজ করা সম্ভব| বিশ বছর চেষ্ঠা করে একটি প্রজন্মকে তৈরি করতে পারলে আমরা একটি আলোকিত সমাজ দেখতে পাওয়ার আশা করতে পারি| এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্প দ অপচয় হয়, কারণ জনগন তার প্রাপ্য অংশ পায় না, এ জন্য| এই পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে| আর এই কাজ বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালকগন করতে পারবেন না| তাদের অনেক দূর্বলতা আছে তাই| এজন্য জনগনকে আবার জাগতে হবে এবং এর সঠিক দাবী আদায় করতে হবে| ইউনিয়ন পরিষদের নের্ত্বকে বলিষ্ঠ ভুমিকায় রম্নপান্থরিত করতে এগিয়ে আসতে হবে| এবং এই পরিষদকে জনগণের অংশগ্রহণে একটি সংসদের ভূমিকায় দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারলে আমরা সকলে উপকৃত হবো|

দুই ট্যাকা নিমু না, পাঁচ ট্যাকা দেন

সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সঠিক মানুষ চাই| যাদের কাছে দেশও দেশের মানুষের জন্য ভালবাসা আছে, শুধু তারাই একটি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারে| আমি সারাটা

কর্মজীবন চি~স্থা ও গবেষনা করে সময় কাঁটালাম| এখন ও মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারলাম না| দেশটি এমন অবস্থায়, যদি দেশের সাধারণ মানুষ আমাকে প্রশাসনের শীর্ষস্থানে বসাতে পারতেন, তখনই আমি জনগনের অংশগ্রহনে সকল প্রকার প্রশাসনিক কাজ করে একটি সমাজও দেশ গড়ে তুলতে পারতাম| সবকিছু মূলে লোভ সংবরণ করে প্রশাসনিক কাজ করলে দেশও সমাজ ভাল অবস্থায় যাবে| সকল শ্রেণীর জনগণও ভাল অবস্থায় থাকবেন|

ভিড়্গাবৃত্তি

আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইউনিয় পরিষদের ড়্গমতা দিয়ে সকল স্থ্মরের নাগরিকদের আর্থিক সাহায্য ও আর্থিক ভাতা বা আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করার ব্যবস্থা করা হবে| এবং ধীরে ধীরে তা কমে আসবে এতে সন্দেহ নেই| এতে যদি সকল নাগরিদের সম্মতি দিয়ে আমার গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল এর সরকার গঠন করতে আসেন| তখনই আমি ও আমরা সকলে মিলে একটি সঠিক সরকার গঠনে কাজ করতে পারি, এবং সঠিক পথ নিদর্শন করা সম্ভব হবে| গ্রাম বাংলা গণতান্ত্রিক দল নিয়ে আমি যে প্রকার চি~স্থা-ভাবনা করেছি তা আর কেউ করে নাই| আমি যুদ্ধ করতে পারবো না, যুদ্ধ করে দপ্তরে গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো না| আমি চি~স্থা-শক্তি দিয়ে সাজাতে চাই, ভাবতে চাই, অনেক দুরদর্শন আছে, তা আমি যুদ্ধের মধ্যে নষ্ট করতে চাই না| তাহলে আমি কিভাবে দপ্তরে বসবো...?

ছাত্র সমাজের প্রতি আমি আহবান জানাই

ছাত্র সমাজকে এখন রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিরত রেখে তাদের অর্থনৈতিক ও সমাজ বিজ্ঞান এর পর রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষদ ভাবে অধ্যয়নের জন্য আহবান জানাবো| কারণ আমাদের এখন খুবই

প্রয়োজেন কুটনৈতিক শিড়্গা অর্জন, অনেক অনেক জ্ঞান অর্জন সাধন করা| আমাদের চেয়ে অনেক শক্তি রাষ্ট্র গুলোর সাথে আমাদের জীবন জীবিকা করতে হবে, তাদের সাথে একমাত্র জ্ঞান দিয়ে কুটনৈতিক শক্তি অর্জনে স্বার্থ রড়্গা করা সম্ভব করিতে হবে| ছাত্র সমাজ যদি প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে অভ্যস্থ হয়ে যেতে পারেন, তখনই নিজের জ্ঞান অর্জনে সাফল্য দেখতে পাবেন, সেনাদের মত করে নিজেদের গড়ে তোলার একমাত্র মাধ্যম| সকল প্রকার ব্যায়াম, দৌড় দেওয়া শারা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে পরিচর্যায় আনা, হাটা ইত্যাদি করে দেখবেন| জ্ঞান অর্জনে কত সহজ হয়ে যায়| যখন ব্যায়াম করে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তখন দাঁড়িয়ে অনেক শ্বাস প্রশ্বাস নিলে সকল স্থানে বায়ু গিয়ে সচেতন করবে| জ্ঞানকোশকে এবং সচল করে তুলবে, নতুন করে চি‎ন্থা করতে পারবে| আর নতুন আবিষ্কার করতে পারবে, নিজে সুস্থ থাকবে| আর আমি চাই আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থাটির জন্য ৭০০ (সাতশত) হাজার অভিজ্ঞতা অর্জনকারী লোকবল হবে ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ গুলোর পরিচালনার জন্য আমি চাই দেশের সকল প্রা‎ন্থে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় বস্তুগুলো অধ্যয়ন করে মানুষকে বুঝাতে পার, অর্থনৈতিক রাষ্ট্র পরিচালা ইতিহাস, নিজেরদের এলাকার প্রাকৃতিক সম্প দ রড়্গা করা সকলের দায়িত্ব| কোন উন্নয়ন মূলক কাজ করার পূর্বে দেখতে হবে প্রাকৃতিক সম্প দের কোন ড়্গতিকর দিগ আছে কিনা| ছাত্র সমাজকে আ‎ন্থর্জাতিক মানের রাষ্ট্রবিজ্ঞান জানতে হবে| আ‎ন্থর্জাতিক মানের অর্থনৈতিক বিষয় জানতে হবে| আ‎ন্থর্জাতিক মানের কুটনৈতিক বিষয় গুলো কি প্রকারে করতে হয় জানতে হবে|

অন্যরা যে যে বিষয় নিয়ে পড় তাতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য সার্বিক পরিস্থিতিকে শা‎ন্থ করতে না পারলে জাতি উন্নত হতে পারবে না, তার জন্য লোভ-লালসা বিসর্জন দিয়ে সমাজকে শাি‎ন্থ প্রতিষ্ঠা করতে আস| অর্থ-সম্প দের কোন অভাব হবে না| সকল প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতিকে শাি‎ন্থ

আনিলে অধ্যয় করিতে আনন্দ উপভোগ সকলে করিতে পারিবে| সেটাই হবে সকলের সম্প দ অর্থ অর্জন করিতে কেহই মানা করে না| কিন্তু অপচয় করিলে সকলকে কষ্ট করিতে হয় অনেক অনেক দিন| কারন এই অপচয়ের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে জাতিকে| ভয় ভীতি সংকোচ সবকিছু থেকে বেরকরে দিতে হবে তাদের স্বাধীন মন-মানসিকতা বিকাশে সহায়তা করিতে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের সকল স্ত্মরের মানুষকে|

গরিবের ভিটায় অট্টালিকা

জাতীয় সম্প দ বিমান সংস্থা বিমানের আয় থেকে কর দেওয়া হলে সরকারের রাজস্ব থেকে ব্যয় আরো বাড়ানো হতো, বিমান শুধু লোকসান করে প্রতি বৎসর এটাই শুনতে পাওয়া যায়, এবং তার কার্যকলাপে দেখতে পাওয়া যায়| একমাত্র সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও| তা এমন হওয়ায় অন্য কোন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকি| এই অবস্থায় উক্ত প্রস্ত্মাবে সকল ড়্গমতার নিয়ন্ত্রণ বাহিরের প্রতিপড়্গের কাছে চলে যাবে| সরকার পাবে না কোন রাজস্ব| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে পারলে উন্নতমানের পরিচালনা করে সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজস্ব আদায় করার উপযুক্ত করতে পারলেই তখনই সমর্থন করা যাবে|

সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী জীবিদের বেতন কত হলে সন্তুষ্টি হবেন

সকল শিড়্গা বিভাগকে নতুন করে সাজানো হবে| সকল সরকারী চাকুরী জীবিকে উচ্চমানের বেতন দেওয়া হবে এবং সকল প্রকার ভাতা প্রত্যাহার করা হবে| এখন কথা আসবে কতহলে সরকারী চাকুরী জীবিগণ খুশিমনে নিরবিধায় দ্বিধা-দন্দ ছাড়া বাৎসরিক বেতন কত হলে খুশি হবেন, এবং সেই অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত্ম নেওয়া হবে| আমরাজানি, আমরা সকল

শ্রেণীর নাগরিকগণ যেকোন কাজ করতে আমাদের বাটতি খরচ করতে হয়, যা আমাদের হিসাবের বাহিরে থাকে, এবং এই খরচ মিটাতে গিয়ে নির্ধারিত বেতনের নাগরিকগণকে হিমশিম খেতে হয় এবং তা জোগাড় করার জন্য তাদেরকে নিয়ম বর্হিভুত চি~ত্মা করতে হয়, যা তাদেরও কাম্য নয়| এই অবস্থা থেকে আমাদের সমাাজিক অর্থনীতি থেকে বের হয়ে আসতে পারলে আমাদের সকলের জন্য মঙ্গল জনক হবে, এবং এই নিয়ে আমার চি~ত্মা-ভাবনা| বেসরকারী শিড়্গা প্রতিষ্ঠান গুলোতে চাকুরী জীবিগণ হয়তো এর চেয়েও উন্নতমানের বেতন পাবেন| বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলো সরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক উন্নতমানের হয়ে থাকে, এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য এই সমাজ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে| সরকারী শিড়্গা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকারের চি~ত্মা-ভাবনা হলো প্রাথমিক শিড়্গা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিড়্গা প্রতিষ্ঠানকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বনিম্ম ৫০০ থেকে ৬০০ শিড়্গার্থী নিয়ে উক্ত শিড়্গা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে| তার জন্য যেকয়জন শিড়্গক-কর্মচারীর প্রয়োজন তা মিটানো হবে| গ্রাম-গঞ্জের কোন স্থানের দুরত্ব কিংবা যাতায়াতের অসুবিধার কারণ হলে শিড়্গার্থীকে শিড়্গা প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশে আসার সুযোগ করে দেওয়া হবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে|

উচ্চমানের বাৎসরিক বেতন দিলে ভাতা সংক্রা~ত্ম জঞ্জাল থেকে মুক্ত হতে পারবো এবং সময়ের অপচয় থেকে আমরা সকলে মুক্তি পাবো| উলেস্নখিত শিড়্গা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা করবে ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের সম্বয়ে| প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ শিড়্গা-ধিড়্গায় কম হলেও তাদের জীবন-জীবিকার অনেক অভিজ্ঞা আছে এবং বিশেষ করে আমাদের গ্রাম-গঞ্জের মানুষের প্রাকৃতিক সম্প দের মর্মকথা ভালো ভাবে জানে কেমন করে ফসলি জমিতে ফসল ফলাতে হয় তা ভাল করে জানেন| পশু পালন ও নদী-নালা, হাওর-বিলের গুরম্নত্ব কতখানি তা শুধুমাত্র তারাই জানেন| মাছ চাষ করা হল পুঁজিবাদী চি~ত্মাধারা| আমাদের দেশে যতদিন নদী-নালা, হাওর-বিল

থাকিবে ততদিন প্রাকৃতিক নিয়মে মাছ উৎপাদন হতে থাকিবে| আমরা এই সম্প দকে সরকারী মন্ত্রনালয় থেকে এসে কোন ধরণের কোন প্ররিকল্পনা বাস্ত্মবায়নের সমর্থন করতে পারি না| আমলারা অনেক প্রকার ড়্গাতি করে ফেলেছেন, তা থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই| সকল প্রকল্প প্রয়োজনে গ্রাম-গঞ্জের মানুষ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত্ম নিবেন, এবং বিনা টেন্ডারে প্রকল্প বাস্ত্মবায়ন করিবেন| আমাদের দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও মঙ্গলের জন্য প্রশাসনিক ড়্গমতা ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ ও বিস্ত্মর আলোচনার মাধ্যমে সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হবে|

সেনাবাহিনীরা যেভাবে দেশের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে থাকেন, সেই ভাবে সকল সরকারী চাকুরী জীবিদেরকেও সে মনমানকিতা নিয়ে কাজ করতে হবে| কারণ তারাও দেশের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন| তাদের সার্বিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা উন্নতমানের করে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যবস্থা করতে পারে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল| কিছু সংখ্যক মানুষ অনেক সময় লোভ-লালসা দেখিয়ে তাদের কর্মড়্গমতাকে অপপ্রয়োগে বাধ্য করে| এই ধরনের কর্মকান্ড থেকে কল্যাণ রাষ্ট্র মূলক ব্যবস্থা তাদেরকে অপপ্রয়োগে বাধ্য করা থেকে বিরত রাখতে পারবে| এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীর মত আমাদের জাতিকে গড়ে তুলতে পারবো বলে আমি মনে করি| সকল শ্রেণীর নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থেকে ভাল সেবা আশা করে| কল্যাণ রাষ্ট্রের সূচনা হলে এই সেবা প্রদান করিতে দৃঢ় মনোবল হবে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বলে গর্ববোধ করতে পারবেন|

মাত্র ২০ গজের জন্য দুর্ভোগে ২৫ গ্রামের মানুষ

দেখা যাচ্ছে উক্ত খালের উপর স্থায়ীভাবে কোন পুল দেওয়া হয় নাই, তাই মানুষের পারা-পারে কষ্ট হয়| দেখা যাচ্ছে মাটি ভরাট করে ছোট করা হয়েছে দুই পাশ থেকে এবং পানিতে কালভাট করার জন্য কিছু কাজ করা হয়েছে| আমি দেখতে পাই বিপদ কাছে, এ জন্য যে এই কালভাট হলে পানি নিসকাশন দূর হবে না| পানি চলাচলে বাধা গ্রস্থ হয়ে থাকবে স্রোত কমে যাবে, পরে খরা খালে পরিণত হবে|

সংসদিও গণতন্ত্র থেকে মুক্তি

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে নির্বাচন নিয়ে যে আন্দোলন চলিতেছে এই আন্দোলনের শেষ নাই| এবং এই থেকে ১৬ কোটি মানুষের দূর্ভোগ লাঘব হবে না| কারণ নির্বাচনী প্রচারণায় যত সব কথা বলা হইতেছে সবকিছুর সুবিধা পাবে মাত্র এক কোটি মানুষ| দুই দলই এক কোটি মানুষের স্বার্থ রড়্গা করে দেশ পরিচালনা করেন| কাজেই বাকী জনগোষ্ঠির জন্য দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কথা বা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে অতীতে ও বর্তমানে বলা হইতেছে কোনো কিছুতেই মানব সমাজের উন্নতি সাধিত হয় নাই| টাকা হয়েছে মানুষের কাছে, হাটে বাজারে অনেক অট্টালিকা হয়েছে আরও কত হাজার হাজার অট্টালিকা হয়েছে শহরে বন্দরে| কিন্তু তাতে কি মানুষের জীবন যাপনের স্বস্থি এসেছে? তাতে কি মানব সমাজের মন-মানসিকার উন্নতি হয়েছে? যদি হতো তাহলে তাদের বিবেক বিবেচনার প্রকাশ পাইত| তাদের কাজে কর্মে তাদের আচার-আচরনে মানুষের উন্নতিকে উপলদ্ধি করতে পারত| মানুষকে শাস্থি দেবার জন্য মেরে ফেলা খুবই সহজ হয় তাতে যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো তাহলে বাংলাদেশে চোর-ডাকাত থাকত না| পৃথিবীর রাজনীতির মঞ্চে সকল বিজ্ঞজনেরা অনেক আলাপচারিতার মাধ্যমে অনেক বড় বড় যুদ্ধকে রক্তপাতহীন ভাবে জয়ী হতে

সড়্গাম হয়েছেন| তারাও মনে করতেন না যে সব সময় রক্তের বন্যা বইতে হবে| আমাদের দেশে গত ২২ বছর যাবৎ যে গণতন্ত্রের যুদ্ধ শুরম্ন হয়েছে সেই গণতন্ত্র থেকে জাতি কোন সুফল ভোগ করতে পারে নাই| কারণ দুই দলের স্বার্থ রড়্গার জন্যই সব সময় কাজ করা হয়ে থাকে| তারপর সেই ইসলামিক সাম্যরাজ্যবাদের আমল থেকে যেভাবে তাহারা দেশ জয় করে তাদের বংশধরদেরকে শাসন করার জন্য ভাগ করে দিতেন অটোম্যান এ্যাম্পায়ার এর সময় পর্য~ন্থ যুদ্ধ পরিচালনা করে এভাবে দেশ জয় করে মুসলিম সাম্যরাজ্যবাদের আওতায় এনেছিলেন বিশ্বের অনেক দেশকে শাসন করার জন্য| কে শিড়্গিত ছিলেন, কে বুদ্ধিজীবী ছিলেন সেটা বিবেচনায় রাখা হতো না| সেই অবস্থা আমাদের দেশে আজও হইতেছে সেই দুই হাজার বছর পরেও বংশানুক্রমে নেতাদেরকে সাজিয়ে রাখা হয়|

এই চক্র থেকে আমাদের যদি বের হতে হয় তাহলে বাংলার মানুষের বাঙ্গালীয়ানার মধ্যে থেকে চি~ন্থা করতে পারলে ভাল হতো| বাংলাদেশের প্রাকৃতির মধ্যে থেকে চি~ন্থা করতে হবে| এই সব এর মধ্যে থেকে আমাদের বাঁচার চি~ন্থা করতে হবে| বংশানুক্রমে পরিবারের শাসন থেকে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি| সর্বশেষ মুঘল এ্যাম্পায়ারকে যদি শেষ করা না হতো তাহলে আজ অবদি পর্য~ন্থ আমরা সেই পরিবারের দাসত্ব করতাম| কিন্তু পৃথিবীর অনেক মহাদেশে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে কিন্তু আমরা তার দ্বারপ্রা~ন্থে যেতে পারি নাই|

গণতন্ত্রের নামে আমরা যে শাসন ব্যবস্থায় আছি এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আমরা শিড়্গা-দীড়্গার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছি| সেগুলো থেকে আমরা বের হতে পারতেছি না| ৫৫ হাজার বর্গমাইলের দেশটি, সেই দেশে ১৬ কোটি মানুষ হোক বা ২০ কোটি মানুষ হোক সকল নাগরিকদেরকে নির্ভয়ে জীবন-জীবিকা করার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রাখার অর্থই হলো স্বাধীন দেশের মানুষ| কিন্তু আমরা ১৬ কোটি মানুষ সেই মুক্তভাবে চলাফেরা করার, উপার্জন

করার, নিজের প্রতিভা বিকাশ করার প্রতিটি মানুষের এই সুযোগটাকে মুক্ত করে দেওয়া হয় নাই| আমরা এখনও সেই দুই হাজার বছর আগের মতো সেই বাদশাহী আমলে রয়ে গেছি| আমি ৬৬ হাজার ইউনিয়নবাসীকে আবেদন জানাই চি˜ত্মা করে দেখ এই ৬৬ হাজার স্ত্মম্ভ এটাই হলো বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের সব স্বাধীনতা রড়্গা করার প্রাণ কেন্দ্র| সকল ইউনিয়নবাসী যখন এই স্ত্মম্ভ গুলোকে নিয়ে গবেষণা শুরম্ন করবে, তখন ধীরে ধীরে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি আশার আলো দেখতে পাবে| এই আশার আলোকে নিয়ে আলোচনায় বসে থাকলে আমাদের সমাজে শা˜িত্ম আসবে| রাতারাতি ধনী হওয়ার আকাঙ্খাকে বর্জন করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের মাধ্যমে একে অপরকে তাহার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে| সে দুশমন হলেও তার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখান| গণতন্ত্র আমাদেরকে সকল মানুষের জন্য একত্রে বসবাস করার সুযোগ এনে দিয়েছে| সেই সুযোগ এবং অধিকার আমাদের সকলকে নিজ নিজ উৎসাহে বুঝতে হবে|

গণতন্ত্রের প্রতি আমরা যদি চর্চ্চা করতে থাকি| আমরা বিশদভাবে বুঝার চেষ্ঠা করি, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই তখনই আমরা বর্হিবির্শ্বের আগ্রাসন থেকে রড়্গা পেতে পারি| আমাদের বাংলাদেশে কোন প্রশাসনিক পন্থা ব্যবহার করবো সেটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে| এই পন্থাগুলো নির্ধারিন করতে হবে ১৬ কোটি মানুষের মতামতের ভিত্তিতে| শুধু উপরের দিকে থেকে বলে দিলে আমরা মেনে নিতে পারি না| এই নিদের্শনা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে| এই পদ্ধতিতে আমাদের পরিবর্তন আনতে হবে|

এই জন্য আমি প্রস্ত্মাব করি এই সময়ে একটি জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি| এই জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করার জন্য ৬৪ টি জেলা থেকে ২ (দুই) জন করে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিয়ে নির্দলীয় জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা সম্ভব হবে| এই

মহাপরিষদকে আমার সরকারের সকল প্রস্থাবনা পূঙ্খানুপুঙ্খরম্নপে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হবে নীতি নির্ধারণে| জনগনের জন্য কতটুকু ভাল এবং প্রশাসনের জন্য কতটুকু ভাল, বর্তমান সময়ে সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারে সরকারের পড়্গে থাকে| জনগণের পড়্গে এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য দাবী করার কেউ নেই সংসদ ও সরকার একই কাজ করে থাকেন| এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা প্রয়োজন আমি দেখতেছি এবং পৃথিবীর অনেক দেশে এই ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে| প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ড়্গমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বাধীন করে দেওয়া হবে| রাজধানীর সচিবালয় থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে| সংবিধানকে নতুন করে লিখার প্রস্থাব আনা হবে| আমি প্রস্থাব করিব যাহাতে অলিখিত একটি সংবিধান তৈরি করা হয়| মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, অধিকার রড়্গা করার প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করবে| এই আইন প্রণয়নে যাতে সংবিধানে প্রতিবন্ধকতা না থাকে এবং কোন দলের সুবিধার্থে কোনো নেতার ইচ্ছার প্রতিপলন ঘটতে দেয়া না হয়| জাতীয় মহাপরিষদ সেই বিষয়ে তদারকী করবেন| এই জাতীয় মহাপরিষদ জাতির অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন| জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব হবে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের|

ইউনিয়ন পরিষদকে নির্ভয়ে আইন প্রণেয়তা প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য বাছাই প্রক্রিয়া ইউনিয়নবাসীদের উপর ছেড়ে দিলে প্রক্রিয়াটি সহজ হবে| জাতীয় পরিষদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া|

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গেঁ

গ্রাম-গঞ্জে স্বল্প জমির মালিক এবং বৃহৎ জমির মালিক যাদের কৃষিকার্য পরিচালনা করার জন্য অনেক জমি ব্যবহার হয়ে থাকে বাড়ির ভিতর| যেমন: পুকুরের প্রয়োজন হয়, ঘোয়ালঘর প্রয়োজন, কৃষি কাজের জন্য আরও আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়| আবার যাদের কোন জমি নেই হয়ত বসত বাড়ি আছে তার মধ্যেও অনেক জমিজমা ব্যবহার হয় অপরিকল্পিত ভাবে অথবা অনাবাদী থেকে যায়| আমরা যদি গ্রামের মধ্যে শ্রমজীবি মানুষের জন্য| যাদের নিজস্ব কোনো ড়োত-খামার নেই, যারা শ্রম বিক্রি করে জীবন-জীবিকা করেন অথবা অন্য প্রকারের শ্রম দিয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষদের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে আবাসন তৈরি করে দেওয়া সম্ভব| হয়ত কিনুক বা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারে| তবে পরিকল্পনাটি ব্যক্তি মালিকানায় না হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের মালিকানায় হওয়া বাঞ্জনীয় বলে মনে করি| গ্রামের মধ্যে সকলের আবাসনের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হবে, এবং কৃষিকাজের জন্য জমি গুলোকে আরও উন্নত মানের করা সম্ভব হবে এবং কি জীবন-জীবিকা আরও সহজ হবে| তখনই মানুষকে শিড়্গার আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের ভিতর যুব সমাজের জন্য ক্যাডেট কলেজের মত শিড়্গা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে| এই যুব সমাজকে শিড়্গার মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপনের আলোকিত পথ দেখানো হবে| ক্যাডেট কলেজ যেভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে, সেইভাবে যদি আমাদের শিড়্গা প্রতিষ্ঠান গুলোকে পরিচালনা করা হয় তাহলে আমরা একটি সঠিক নাগরিক সমাজ গড়ে তুলতে পারবো| আর সেটা আমাদের দেশের জন্য অসম্ভব কিছু নয়| পরিকল্পিতভাবে একটি ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামগুলোকে উন্নতমানের করার জন্য আমার সরকার যে বাজেট তৈরি করবে সেই বাজেটের সমুদয় টাকা ইউনিয়ন পরিষদের কাছে দেওয়া হবে| তারাই নাগরিকদের অংশগ্রহণে উন্নতি সাধন করতে পারবেন| প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য এতে করে নাগরিক জীবনের উন্নতি সাধনে সহায়ক হবে| শিড়্গা, স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জীবনের মৌলিক চাহিদা গুলো

পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হবে৷ প্রতিটি বাড়ির জন্য আলাদা আলাদা পুকুরের প্রয়োজন হবে না৷ পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা বর্তমান আধুনিক যুগে কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় এবং পরিকল্পিতভাবে রাস্ত্মা-ঘাট তৈরি হলে মানুষের চিন্ত্মা-চেতনাকে উন্নত করার জন্য সহায়ক হবে৷ একেকটি গ্রামের সকল জমি যখন ব্যবহার করা হবে৷ অবশ্যই সকলের সম্মতিক্রমে তখনই গ্রামের বাড়িগুলোর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে৷ মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রামে গ্রামে স্কুল তৈরি করার যে প্রবণতা তা থেকে আমাদের রেহাই পেতে হবে৷ তার জন্য আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃর্ত্বে পরিকল্পিতভাবে আমাদের কাজ করতে হবে৷ যদি পরিকল্পিতভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে উঠে, তাহলে হাজার পাঁচশত পরিবারের বাসস্থানের জন্য বর্তমান গ্রামের জনগনের অনুমতি নিতে হবে, তখনই খাস জমি হোক আর ব্যক্তি মালিকানাধীন হোক সকল জমির হিসাব ইউনিয়ন পরিষদ তার দেখাশুনা করার দায়িত্ব পাবে৷ এই কাজ গুলো করা সম্ভব হবে যদি বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নবাসী স্বপ্ন দেখা শুরম্ন করে এবং আলোচনায় বসে৷ এই আলোচনার বসার অর্থ হলো আমাদের জীবন-জীবিকা কিভাবে উন্নত করা সম্ভব হবে সেটাই হবে আলোচনার মাধ্যমে সহজ হবে৷ আলোচনা করিলে আমাদের বোধগম্য হবে, বোধগম্য হওয়ার জন্য এই আলোচনা৷ এই আলোচনার মাধ্যমে কেহ কাউকে বল প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সহজ ভাবে আলোচনাটি করতে হবে৷ এখানে কেহ কাউকে দোষারোপ করার কোন কিছু থাকবে না৷ আশাকরি পাঠকগণ ধীরে ধীরে উপকৃত হবেন৷

পানি সংরড়্গাণ করা ১৬ কোটি মানুষের দায়িত্ব

আমাদের দেশে গত ৪০টি বৎসর ধরে নদী-নালা, হাওর-বিল, খাল-বিলসহ সবকিছু ভরাট হইতেছে এবং ১৬ কোটি মানুষ দেখিতেছেন৷ সরকার ও দেখিতেছেন কিন্তু এইসবকে

রড়্গাণাবেড়্গাণের জন্য কেউ দায়িত্ব পালন করেন নাই| কাগজে কলমে যতটুকু হয়েছে শুধুমাত্র দাপ্তরিক স্বার্থ রড়্গা করার জন্যই হয়েছে| রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন-যাপনে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি সাধন করে নাই| বর্তমানে এসে যে পরিস্থিতি দাড়িয়েছে সারা জাতিকে অনেক ব্যয়বহুল করে তুলেছে| পানি পথ গুলোকে সংরড়্গাণ করে রাখা| ১৯৭৪ সালে কোন এক সময়ে আমি একটি পত্রিকায় লিখেছিলাম| আমাদের নদীগুলোর তলদেশ থেকে বালিমাটি তুলে নিতে হবে, না হয় আমাদের অতি কম সময়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাবে| এখন আমাদের দেশের নদী-নালা, হাওর-বিল, খাল-বিলসহ সবকিছুর যে অবস্থা হয়েছে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকল নাগরিকগণ প্রতি নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হবে| নাগরিকদের সুবিধার্থে এলাকার সুবিধার্থে ভৌগলিক সুবিধার্থে পরিকল্পনা করে স্থানীয় উদ্যেগে নদী-নালা, হাওর-বিল, খাল-বিলসহ সবকিছু সংরড়্গাণ করার কাজ হাতে নেওয়ার সময় এসেছে, জাতীয় সরকার থেকে বাজেটের সমুদয় টাকা ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের হাতে এনে কাজ গুলোকে সম্পাদন করতে হবে| প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সকল দায়িত্বশীল নাগরিকদের এটি একটি মহৎ কর্তব্য বলে আমি মনেকরি| সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে নাগরিকদের কোনো স্বার্থ বা এলাকার উন্নয়নের কোন স্বার্থ রড়্গা হবে না| সরকার যদি কোন কাজের কোনো পরিকল্পনা নেয় তাহলে এটা শুধু হবে তাদের দাপ্তরিক কাজ রড়্গা করার জন্য এবং ব্যয় বহুল করে সাজানো হতে পারে যা জনগণের জন্য একটি ব্যয় বহুল বোঝাঁ স্বরম্নপ হবে| এখন আসল ব্যাপার হলো প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে নাগরিকদের অংশগ্রহণে ড়্গামতাসীন করার জন্য প্রতিটি ইউনিয় পরিষদের সভাকড়্গা গঠন করতে হবে| প্রতিটি গ্রামের প্রতিনিধিগণ নিয়ে সভাকড়্গা গঠন করে আলোচনার মাধ্যমে আনতে হবে| এই বিষয়টি অবহেলা করে সরকারের মুখাপেড়্গী হয়ে থাকলে চলবে না| বর্তমানে যত জনপ্রতিনিধিগণ আছেন তাদের এই সব বিষয় নিয়ে চিন্ত্মা করার কোনো

স্বার্থকতা নেই| এই বিষয় নিয়ে তাদের কোন উৎসাহ আসবে না| বরং তারা নিরম্নৎসাহী করার জন্য সকল যুক্তি দিতে পারেন| সরকারী কর্মকর্তারাও বিশাল আকারের বাজেট তৈরী করে সমস্যায় রম্নপান্তিরিত করতে পারেন| কিন্তু স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা নিলে এই মহা আকৃতির বাজেট থেকে আমরা রড়্গা পাব এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনায় সকল নাগরিকদের ঐক্যমতে আমরা এই কাজগুলো উদ্ধার করতে পারি| কিভাবে পারব সেই উত্তর দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ চিন্তা করে বের করতে পারবেন| নিজ নিজ চিন্তায় এবং দৃষ্টিতে সকল নাগরিকদের কথা ভেবে চিন্তা করিলে নিজেও রফা পাই অপরকেও রড়্গাকরি| এই মনোভাবনা নিয়ে সকলে মিলে চিন্তা করে আমাদের বেচেঁ থাকার পথ আবিস্কার হবে| আমাদের বেচেঁ থাকার পথকে আমরাই আবিস্কার করতে হবে| সরকার বলে কোনো আলাদা কোন শ্রেণী হওয়ার কথা ছিল না| ওরা আমাদের দেশেরই নাগরিক কিন্তু পর্যায়ক্রমে তারা ভিন্ন চিন্তার বেড়াজালে পড়ে গেছেন| আমাদের সমাজে এই চিন্তাকে নতুন করে জাগাতে হবে যে সকল মানুষেরই একটি বেঁচে থাকার অধিকার এবং সেই অধিকারটুকু তাকে দিতে হবে| সেই অধিকারটুকু যদি তারা না পায় তখনই সমাজ এবং দেশ ভয়াবহ আকারে অপরাধ প্রবণতা বাড়তে থাকে| সেই অপরাধ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখিলে তখনই সমাজে শ্বাসরম্নদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়| তাদের এই অধিকার টুকু দিতে গেলে সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত কারোও কোনো ড়্গতি হবে না| শুধুমাত্র আমাদের অন্তর দিয়ে গ্রহণ যোগ্যতা মেনে নিলে এবং তাদের পরিশ্রম, সুযোগটুকু এবং একটু মনখোলা ভাবে কল্যাণের কথাটি চিন্তায় রাখিলে তারাও বেঁচে য়ায় এবং সকল প্রকারের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে| আমাদের দেশ একটি নদী মাতৃক দেশ হওয়ার কারণে আমাদের নগরায়ন করার কথাটি অনেক করে ভাবতে হয়, সড়ক তৈরি করার সময়ে তা চিন্তায় আনা প্রয়োজন ছিল| পৃথিবীর অনেক দেশ শক্ত মাটিতে তৈরী হয়ে আছে| নদী-নালা অনেক কম অনেকটা পাহাড়ী ও উচু মাটির

দেশ৷ সমুদ্র থেকে অনেক অনেক উপরে৷ তাদের জন্য সড়ক তৈরি করা, শহর তৈরি করা কঠিন কাজ নয়৷ আমাদের দেশে পরিকল্পনার অভাবে শ্বাসরম্নদ্ধকর নগর-জীবন হতে চলেছে৷ নগরের ভিতর যদি এক লড়্গা গাড়ী সংরড়্গাণ করার পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা থাকে তখনই এক থেকে সোয়া লড়্গা গাড়ী চলাচল করলে এতটা যানজটের সৃষ্টি হত না৷ কিন্তু যদি এখন এক লড়্গা জায়গার পরিবর্তে তিন লড়্গা যানবাহন চলাচল করে তাহলে এই যানজটের শেষ দূর করা বড়ই কঠিন হবে৷ এই জন্য সকল চাহিদা এবং পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য সচেতন নাগরিকদের অংশগ্রহণ করাকে যুক্তি সঙ্গত হবে বলে মনেকরি৷ আমাদের এখনো প্রয়োজন প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে সকল নাগরিকদের অংশগ্রহণে প্রতিটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা৷ কিভাবে নাগরিক জীবন-যাপনকে উন্নতমানের করে রফা করে চলতে পারি এবং স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হতে পারি৷ আমাদের যেসব নদীগুলো পলি মাটিতে ভরে গেছে সেই পলি মাটিগুলো তুলে ইউনিয়ন পরিষদ বিক্রি করতে পারে ইট তৈরির কাজে, আমি এটাকে মন্দভাবে দেখি না৷ এতে করে আমাদের চাষ যোগ্য দোআঁশ মাটি বেঁচে যাবে৷ যেখানে আজ আর্থিক সংকটে ড্রেজিং বন্ধ হয়ে গেছে ইউনিয়ন পরিষদ সেই জায়গায় ইজারা দিয়ে মাটি বিক্রি করতে পারে, এবং এই অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের কোষাগারে আসতে হবে৷ বর্তমানে যত আইন আছে সবকয়টি আইনকে যতড়্গাণ পর্যন্ত্ম আমরা নতুন করে সংশোধন না করতে পারব ততড়্গাণ পর্যন্ত্ম আমরা এই কাজগুলো করতে পারব না৷ কাজেই আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার গঠনের রাজনৈতিক ভাবে চিন্ত্মা করতে হয়৷ এইজন্য আমি খুজতেছি এককোটি নেতৃত্ব স্থানীয় মানুষ৷ প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়নের জন্য, নিজ নিজ ইউনিয়নকে উন্নতমানের বাসযোগ্য করার স্বার্থে৷ নিজ নিজ চিন্ত্মাকে অর্থ্যাত ছোট চিন্ত্মাকে আরও বড় করে যদি প্রতিটি নাগরিক চিন্ত্মা করা শুরম্ন করেন আমাদের আলোকিত পথ দেখতে শুরম্ন হয়ে যাবে৷ নিজের মন প্রাণকে বড় করা শুরম্ন করলেই আমাদের আত্মার পরিধি বেড়ে যাবে৷

তখন এককোটি মানুষের নেতৃত্ব আসতে বেশী দিন দূরে থাকবে না| এখনকার নেতৃত্ব হয় নিজের গৌরব এবং নিজের মান-সম্মান তৈরি করার জন্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য| আর আমি বলতেছি এককোটি নেতৃত্ব তৈরি হতে লাগলে তখন এই নেতৃত্বের প্রতিপত্তির যে মূল্যায়ন সেটা কমে আসবে| সকলের কাছে অনুরোধ করি নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসুন চি¯ত্মা করে লক্ষ্য স্থির করেন| আমরা আমাদের জীবন-যাপনকে কিভাবে সুন্দর করতে পারি| সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না| সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে নিজেদের জীবন-যাপনের উন্নতি আসবে না| কারণ আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সেইমতো সুযোগ এখনও আসে নাই, আমাদেরকে তা আনতে হবেই|

নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা চার¯ত্মর বিশিষ্ট্য শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা| সকল নাগরিকের চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদ পূরণ করে দিতে পারে| পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, উৎপাদন ব্যবস্থা, বাজারজাত ব্যবস্থা এবং কর আরোপের দায়িত্ব ইত্যাদি| হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা সবকিছুতেই পরিকল্পনা ভিত্তিক অগ্রসর হওয়ার জন্য সিদ্ধা¯ত্ম নেওয়া ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হওয়া চাই|

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে

জনাব আপনার লিখাটি কয়েকবার আমি পড়েছি, আপনি যা লিখেছেন সককল সত্য বিষয় কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হইলাম না| বর্তমানে আমাদের দেশের জনগণের উপর ফ্যাসিবাদদের যে নির্যাতন চলছে তা কারো কাম্য নয়| ফ্যাস্টি শাসন শোষণ এর বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করার কোন সুযোগ দেওয়া হইতেছে না, তা কাম্য কারও নয়| তারপরও যারা ক্ষমতায় তাকে তারা লুটপাঠ, চুরি, দূর্নীতি ও দস্যবৃত্তি করে থাকেন| তাদের বিরম্নদ্ধে জনগণকে প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ দেওয়া

হইতেছে না| তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ১৪৪ ধারা জারি করে| আপনার কতার সাথে আমি একমত কিন্তু কোন সমাধন পাই না| সংগ্রাম করে রাজনীতিকে লন্ডভন্ড করে শক্তি প্রদর্শন কওে যদি নির্বাচিত সরকারকে বের করে দিতে পারলে যদি সমাধান আসতো তাহলে এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সমর্থন করা যেতে পারতো| কিন্তু অতীত ইতিহাস থেকে দেখে মনে হয় না জনগণের কোন উপকার আসবে| এক পলোয়ান যাবে আরেক পলোয়ান আসবে লুটপাঠ করে ড়্গমতায় থাকবে| এই রকম পূনরাবৃত্তি হবে| এই থেকে আমাদের মুক্তি প্রয়োজন| আর এই জন্য সঠিক রম্নপরেখা প্রণয়ন করা প্রয়োজন| আমি একটা রম্নপরেখা (গণতান্ত্রিক) গবেষণা করে পেয়েছি যদি পছন্দ হয় তাহলে পড়ে দেখতে পারেন সমস্যা হবার কথা নয়| দুই বাঘের জন্য শিকার একটি হরিণ তাই নিয়ে টানাটানি, এই আমাদের অবস্থা| যাহার আস্থা নাই, থাকার ও কথা নয়| হরিণ তো কথা বলতে পারতেছে না| দুই বাঘের ইচ্ছা কেমন করে রক্ত মাংস খাবে| এখন কথা হলো হরিণের ভিতর প্রাণ দেন, শিড়্গা দেন, তার চড়্গু খুলে দিন, নিজের ভাল-মন্দ বুঝার মতো জ্ঞান দেন এবং দেশের নীতি নির্ধারিনী হওয়ার মতো শক্তি ও সাহস দেন তখন দেখবেন ১৫ কোটি মানুষ অ¯ত্মত কিছু একটা বুঝতে শিখেছে| প্রত্যড়্গ গনতন্ত্র আমরা প্রয়োগ করতে পারলে অনেকটা সমস্যা কমে আসতে পারতো| যেমন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দাশ প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য প্রত্যড়্গ ভোট দেওয়া হয়েছিল ১ কোটি ভোটে দাশ প্রথা বিলুপ্ত পায়| আমাদের দেশের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ হবে প্রথম স্ত্মরের দায়িত্বশীল ধাপ| দ্বিতীয়ত জেলা পরিষদ এ জাতীয় পরিষদ চতুর্থত জাতীয় মহাপরিষদ| এই চার স্ত্মরের প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য শিড়্গা দিয়ে ১ কোটি নেতৃত্বের জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংঘঠিত করতে হবে, তারপর শান্ত্মি আসবে| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল|

দেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গার জন্য পরিকল্পনা দরকার

আমরা দেখেছি সকল উন্নত দেশে মাস্টার পস্নান অনুযায়ী সকল কাজ করা হয়ে থাকে এবং এই সকল কাজের স্থায়ীত্ত্ব থাকে অনেক বেশী, এক হাজার বৎসর পরেও তারা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় না| তারা যে কাজগুলো করে থাকে এইগুলো নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে আর এর কারণ হলো তারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ করে থাকে| আমাদের দেশে যে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক রম্নপরেখা ছিল তার সঠিক ব্যবহার কোন সময় ব্যবহার করা হয় নাই, এমনকি এই সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্প র্কে কোন সঠিক জ্ঞান ার্জন করতে দেওয়া হয় নাই| অর্থের জোর দিয়ে যার যেমন খুশি তেমন করে সকল কাজ করে যাচ্ছেন আসলে শুধু অর্থের জোর নয়, শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সকল কাজ করতেছেন| কোন নিয়ম-নীতির বালাই নাই| নিয়ম-নীতি থাকলেও কেউ তা মানছেন না, যেমন যেখানে-সেখানে গড়ে উঠেছে কল-কারখানা, ঘরবাড়ী, মাল্টি স্টোরেজ বিল্ডিং| যার কারণে প্রতিনিয়ত বড় রকমের দূর্ঘটনা ঘটছে| নিয়ম-নীতির ব্যাপারে নাম মাত্র সংশিস্নষ্ট কর্তৃপড়্গ থাকলে তা কেউ মানছেন না এবং কর্তৃপড়্গ দেখেও না দেখার ভান করে আছে| আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার নামে কর্তৃপড়্গ আছে তা শুধু নামে আছে কাজে নয়, এর কোন সঠিক কার্যকারিতা নাই| আমি চেষ্ঠা করিতেছি সকলকে বুঝাবার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে| এই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বলতে পুরো একটি প্রশাসনকে বুঝায় একদম নীচুস্ত্মর উপরের স্ত্মর থেকে উপরের স্ত্মর পর্যন্ত্ম| আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঠিক ব্যবহার করতে পারলে দেশ আরো অনেক ধাপ এগিয়ে যাবে| আমাদেরকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এগুতে হবে| আমাদের দেশ আগে থেকে অনেক উন্নত হয়েছে, ধনী হয়েছে| এই সকল স্ত্মরের মানুষের মধ্যে একটি ভয়-ভীতি জন্ম নিয়েছে যে আমরা সঠিক দিক নির্দেশনা মত এগুতে পারছি কিনা| মোটকথা হলো দেশ উন্নত হতে হলে দেশের মানুষের শান্তিত্মর কথা বিবেচনা করলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার ছাড়া বিকল্প নেই| সমাজের

মধ্যে অবৈধ পথে যারা অর্থ উপার্জন করতেছে তাদেরক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেউ নেই, কেউ তেমন উৎসাহী নয়| কারণ টাকা সকল উৎসাহকে নীরব করে রাখে| আর তারা সমাজ ও মানুষের নাগরিক জীবনকে শান্তিতে থাকতে দিবে না| আর সমাজে যদি শান্তি সমৃদ্ধি না থাকলে গণতন্ত্রের স্বার্থকথা কোথায়| নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য সকল রাজনৈতিক দল প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে সমাজ ও দেশের সেবা করতে পারে না| দেশের ১৬ কোটি মানুষ বন্দির মতো জীবন কাটাইতেছে| একদিকে ১৪ দল অন্য দিকে ১৮ দল এবং কি আরেক পক্ষ ইসলামিক দল| সকল পক্ষ ১৬ কোটি মানুষকে শাসন করতে চায় তারা ১৬ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিনিমিনি খেলতেছে| দেশের এই ১৫ কোটি মানুষ এখন বের হয়ে আসে নাই| তারা যখন সজাগ হবে, বের হয়ে আসবে তখনই সমাজের চেহারা পাল্টে যাবে| তাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে, তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা নিতে হবে| আর এটাই সম্ভব এই চার স্তরের সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে| আর এই জন্য গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে, তাদের কর্তৃত্বে প্রতি ইঞ্চি জায়গার সঠিক পরিকল্পনা মতে এর সঠিক ব্যবহার করে তা কাজে পরিণত করতে হবে| বর্তমান সকল কর্তৃত্ব বর্জন করতে হবে| রাউজুক বা পৌরসভা ইত্যাদি থাকবে না আমি যে রূপরেখা দিয়েছি সেই রূপরেখা অনুসারে হতে হবে| ইউনিয়ন পরিষদ থাকবে অভিভাবকের দায়িত্বে|

উপজেলা পদ্ধতি আমাদের কোন কাজের নয়

উপজেলা পদ্ধতি যখন করেছিলেন বা গ্রাম আদালত করা হয়েছিল, এইসব গুলো করা হয়েছিল কিছু সমর্থনকারী তৈরি করার জন্য| সমর্থনকারী বানানোর জন্য এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল| এখান থেকে জন প্রতিনিধি করে সমাজে আসার কোন সুযোগ নেই| এবং এগুলো করে একটি মাথাভারী প্রশাসন তৈরি করা হয়েছে যার কোন প্রয়োজন নেই| আমাদের দেশের প্রশাসনকে

ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের দায়িত্বে রেখে প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা আমাদের জন্য সমীচীন হবে| এখানে ড়ামতায় থাকা এবং সমর্থনকারী তৈরি করার চিন্ত্মা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন| এই চিন্ত্মাটুকু করার জন্য আমি সকলের প্রতি অনুরোধ করবো| কারণ আমাদের সমাজে বর্তমানে যত দন্ধ আছে তার নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় থাকবে না| উপজেলা ভবনে জেলা পরিষদের ভবন বানিয়ে কাজ করলে জেলা পরিষদের কোন ভূমিকা থাকবে না, এবং উপজেলা চেয়ারম্যানদেরকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়ার চেয়ে জেলা পরিষদে এই বড় দায়িত্ব গুলো দিলে ভালো হবে| এটা হবে অনেক বড় গুরম্ন দায়িত্ব| জেলা পরিষদের সভাপতি যাকে মনোনিত করবেন ইউনিয়ন প্রতিনিদিগণ তাহার কর্মসময় কাল হবে ১ থেকে ২ বৎসর, তাও আলোচ্য বিষয়| সমস্ত্ম জেলাকে মাথায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা করার যত সুবিধা টেকনিক্যাল যত সুবিধা তা ব্যবহার করতে পারবেন| এই বিভাগ গুলো পরিচালনা করার জন্য বিদেশ থেকে প্রশিড়াণ প্রাপ্ত মানুষদেরকে দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব এবং তাদের দ্বারা প্রশিড়াণ দিয়ে জনবল বা লোক প্রশাসন তৈরি করা সম্ভব| জেলা পরিষদের চিন্ত্মা হবে বড় বড় যত প্রজেক্ট তৈরি কালে বহু জায়গাকে অপচয় না করে যেভাবে সংকুলান করা য়ায় সে ভাবে চিন্ত্মা করতে হবে| যত্রতত্র গড়ে উঠা স্থাপনা গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ভূমিকে রিজার্ভ রাখতে হবে| তাছাড়া তাদের চিন্ত্মা হবে শিড়া, বাসস্থান, চিকিৎসা সব বিষয়গুলো নিয়ে তাদের চিন্ত্মা করতে হবে| ইমারাত গড়ে তোলার চেয়ে এই অর্থ দিয়ে জনসেবাকারীদের মান উন্নয়নের চেষ্ঠা চালিয়ে যেতে হবে| যুব সমাজকে অর্থনৈতিক ভাবে একটি প্রশিড়াণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিতে হবে| ইমারতের জন্য এতটাকা খরচ না করে মানুষের অর্থনৈতিক সুবিধার্থে এই টাকা খরচ করলে মানুষের অভাব অভিযোগ কমে আসবে| প্রশিড়াণের ড়োত্রে এই অর্থ ব্যবহার করলে তা যুক্তি সঙ্গত হবে| প্রশিড়াণের মাধ্যমে শিড়ার্থীর মনমানসিকতা উন্নতি করা এবং ধৈয্যশীল হওয়া, আচার-আচরণ, কথা বলার ভঁঙ্গি ইত্যাদি|

নিজের স্বার্থ যেমন খুব প্রয়োজনীয় তেমনি অন্যের স্বার্থকে সম অধিকার দিয়ে চিন্তা করাটা প্রশিক্ষানের মাধ্যমে আসতে হবে। আর তখনই একটা পরিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব হতে পারে বলে আশা করতে পারি। সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরোধ রহিল।

প্রশাসনের মূল প্রাণকেন্দ্র হবে ইউনিয়ন পরিষদ

প্রশাসনের মূল প্রাণকেন্দ্র হলো ইউনিয়ন পরিষদ যাহা ৪০ জন সদস্য নিয়ে পরিষদ গঠন করার কথা আমি বলে আসছি এবং তারা ইউনিয়ন পরিষদের সকল নাগরিকদের মতামত নিয়ে প্রতিটি কর্মকান্ডের অনুমতি দিবেন। একজন বিশেষ অনুমতি নিতে পারবেন না বা দিতে পারবেন না। এরপরে ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম থেকে শেষ পযন্ত প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্প প্রকৌশলী দ্বারা তদারকি করার সম্পূর্ন অধিকার থাকবে। তারা তাদের আইনি অধিকার জনস্বার্থে সকল সময় প্রয়োগ করবেন। স্থানীয় বিচার বিভাগ বিচক্ষণ হয়ে যথাযথ বিচার করলে যথাযথ শাস্তি (পালর্মামেন্টের) প্রদান করলে আইনের কার্যকারীতার সুফল সকল নাগরিক ভোগ করবে। এইজন্যই গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল কাজ করবে।

প্রশাসনিক দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের নিতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নাগরিকদের সামাজিক পরিবর্তন এত দ্রূত গতিতে হইবে। এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সারা দেশের সকল ছোট বড় শহরসহ সব স্থান থেকে ৪০ জন সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব কাধে নিয়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে আগাইয়া আসতে হবে। যে কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়ার সময় সবদিক বিচেনা করা হবে যেমন- গ্রাম অঞ্চলে এক প্রকার এবং মহর অঞ্চলে আরেক প্রকার প্রকৌশলী দরকার হবে। কারন শহরে বড় বড় ইমরারত গড়ে উঠবে সেজন্য প্রকৌশলী হতে হবে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। সেখানে মাটি পরীক্ষা করতে হবে। বালু পাথর সিমেন্টের সঠিক সংমিশ্রণ পরীক্ষা করতে

হবে ইত্যাদি| প্রতিটি ধাপে ধাপে পরীড়্গা করে সার্টিফিকেট দিতে হবে| গ্রাম-গঞ্জে ও তাই হবে| গ্রাম এলাকায় কোন খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে গ্রামের সকল মানুষের মতামত নিতে হবে| এর মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক কিছু জড়িত আছে| স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে| সবগুলো বুঝে তারপর নাগরিকরা তাদের মতামত দিবেন| প্রত্যেক সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিটি বিষয়ে পরিকল্পনা নেয় খুবই জরম্নরী বিষয়| সঠিক পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হতে থাকলে নাগরিক জীবন শান্তিময় হয়ে থাকবে| শান্তির প্রতিক নিয়ে গ্রামবাংলা গনতান্ত্রিক দল কাজ করতে চায়| এই দল শুধু সমাজ ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহারিক রম্নপরেখা দিতে আপ্রাণ চেষ্ঠা চালিয়ে যাবে| আর এই জন্য বিশাল জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই জরম্নরী| সকল উন্নয়নের প্রথম স্তর হলো পরিকল্পনা বিভাগ যা আমাদের দেশে কার্যকারী নয়| এই পরিকল্পনা বিভাগ এত জরম্নরী হয়ে পড়েছে যে তা এখনই কার্যকারী করতে হবে| এই বিভাগ কর্মসংস্থান দিবে এককোটি শিড়্গিত বুদ্ধিমান, প্রকৌশলীর| যারা সহায়তা করবেন প্রতিটি ইউনিয়নের নাগরিকদের মতামত তৈরিতে সবার সক্রিয় অংশগ্রণের মাধ্যমে| তারপর সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোট প্রদান করার ব্যবস্থা থাকবে| পরিকল্পনা বিবাগ বিবাবে একটি বিষয়ে অনুমতি দিতে পারে বা বন্ধ করে দিতে পারে| যেমন-এটি হতে পারে ইটভাটা, মাছচাষ, বড় কল-কারখানা, শপিংমল ও বিমান বন্দর ইত্যাদি| যে কোন কর্মকান্ডের ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদের নিযুক্ত প্রকৌশলী এই কর্মকান্ডের ভাল এবং মন্দ দিক তুলে ধরবেন| তারপর সকল নাগরিকদের মতামতের মাধ্যমে অথবা ভোটের মাধ্যমে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে যে অনুমতি দেওয়া হবে কি হবে না| এইগুলো সবই ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপড়্গ কন্টোল করবে| এটা হবে ৪০ সদস্যের কাউন্সিলের মাধ্যমে| এটাকে আইনে পরিণত করার জন্য গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলকে জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের সদস্য দিতে হবে|

যুব সমাজের প্রতি অনুরোধ জানাই

আমাদের দেশের যুবকদের প্রতি একটি অনুরোধ করিবার খুবই ইচ্ছা হইতেছে| আমাদের দেশের বিশাল যুব সামাজ যদি ও শিড়্গা-দীড়্গায় অনেক এগিয়ে আছেন তারপর ও আছেন ৭০ ভাগ পযর্ন্ত যুবক বিশ্ববিদ্যালয় পযর্ন্ত যেতে পারে নাই| তারপর ৪০ ভাগ যুব সমাজের সুবিধা বঞ্চিত হয়ে আছে| অনেকে চাকুরির জন্য ছুটাছুটি করতেছে, অনেকে আবার কিছু একটা চাকরি কোন রকম স্থস্থিতে আছেন| যারা এখনও চাকরি খুছতেছে তারা এখনও অস্থস্থি বোধ করতেছেন| আর এক ভাগ যুব সমাজ কোন না কোন কিছু নিয়ে ব্যস্থ থাকতেছেন| সকল যুব সমাজই সমাজের জন্য একটি সম্প দ| বয়স্করা যাবে, যুবকরা সেই পদগুলো নিবে| যদি জনসংখ্যা অনেক বেশী হয়ে পড়ে তাহলে সে কোন সরকারকে চিন্থা করতে হয় যে, চাকুরী জীবিদের সরকারী চাকরির মেয়াদ সংকীর্ণ করা| যে কোন একজন চাকুরী জীবিকে হয়ত ৫০ বৎসর চাকুরী জীবনের স্থলে ৩০ বৎসর করতে পারেন| এতে যুব সমাজের উচ্চ শিড়্গিত যারা হয়েছে তাদেরকে চাকুরী দেয়া সহয় হত| অন্থত একটুখানি সস্থিরতা আসত|

আমাদের সমাজে বেকার যুবকদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগনোর উদ্দেশ্য গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলের সরকার হলে তাদের জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হতো এবং এই খাতে অন্থত আট থেকে দশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্ধ রাখা হতো| আমি মনেকরি যুব সমাজজের মন-মানসিকতাকে উন্নতমানের করার জন্য যে আর্থিক সুবিধা প্রয়োজন সেই আর্থিক সুবিধা কয়েকটি প্রকারে ভাগ করে প্রকারভেদে দেওয়া সম্ভব হবে| এই অর্থ তারা বিনা সুদে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে| তার মেয়াদ হতে পারে ১০ বৎসর পযর্ন্থ| তারা এই অর্থকে উচ্চ শিড়্গার জন্য খরচ করতে পারবে| কেউ তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য খরচ করতে পারবে, কেউ খামার বাড়ি অর্থ্যাৎ

সংসার করার জন্য এই টাকা ব্যয় করতে পারবে| এই কর্মসূচী একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বে যাবে| তারা বিতরণ করবেন এবং আদায় করবেন| তারা যাচাই-বাচাই করবেন| আমাদের দেশের শিড়্গা পদ্ধতির আরও সহজ করার প্রয়োজন এবং প্রত্যেক শিড়্গার্থীকে আনন্দ উপভোগ করার মত বিষয়বস্তু বানাতে হবে| যতদিন পযন্র্ত্ম আমাদের সমাজের যুব সমাজকে সুশিড়্গায় শিড়্গিত করতে না পেরেছি এবং তারা শিড়্গা থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং যতদিন পর্যাপ্ত প্রতিটি যুব সমাজকে আবাসন ব্যবস্থা করে দিবার দায়িত্ব পালন করা না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত্ম আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠির আদর্শবান হইতে পারিবে না| শিড়্গাই আমাদেরকে আদর্শবান বানাবে| যদি আমার সরকার সুযোগ পেত তাহলে অন্যান্য অবকাঠামোর প্রতি এতটুকু মনোযোগী হত না| এত টাকা খরচ করে বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নেবার প্রয়োজন মনে করতো না| যতদিন পর্যন্ত্ম বতৃমান নাগরিক সমাজকে একটি মানসম্মত জীবন-যাপনের পর্যায়ে না নিয়ে যাওয়া হয়েছে| একটি মানসম্মত জীবন-যাপন করার ব্যবস্থাপনা করে দিতে হয় সরকারকেই| আর আমার সরকার এই কাজটি করিবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে| আর এটাই হবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ| যখন মানুষ অগাত শিড়্গার অধিকারী হতে পারবে তখন তার নিজের জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে পারবে এবং রড়্গানাবেড়্গাণ করতে পারবে|

অগ্নিঝরা স্বাধীনতার ৭ই মার্চ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামান ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন| কাজেই আমি ৭ই মার্চকেই স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করি| সেই ১৯৭১ সালে এই দিনের পর থেকে অসহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সারাদেশ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো| কিন্তু শত্রম্নপড়্গা প্রস্তুত ছিল না| এইজন্য তারা যুদ্ধড়্গেত্রে নামে নাই| আমার বাড়ির উপর দিয়ে

বিমান যাতায়াত করত সেই সময়ে আমরা বা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম| প্রতি ঘন্টায় একেকটি বিমান আসা-যাওয়া করতেছে| তখন থেকেই ভাবতে পেরেছিলাম যে তারা অস্ত্র ও সৈন্য বাহিনী এখানে এনে মজুদ করতেছে| তখন ভাবতাম আমাদের জোয়ানরা যদি এই বিমান বন্দর গুলো নষ্ঠ করে দিতো তাহলে তারা ব্যবহার করতে পারতো না| তবে তা শুধু ভাবনাই পর্যন্ত্ম রয়ে গেল| ২৪শে মার্চ পর্যন্ত্ম দেশের আনাচে-কানাচে শত্রম্ন বাহিনী তাদের অস্ত্রসস্ত্র ও সৈনিক দিয়ে দেশকে ঘিরে ফেলেছে| তারপরই ২৫শে মার্চ তারা শুরম্ন করলো গণহত্যা| আমরা তখনকার দিনে রেড়িওতে এগুলো শুনতাম| রেড়িও ছিল তখন খবরের একমাত্র মাধ্যম| রেড়িওতে শুনলাম যে গাজীপুরে ট্যাংকারে আক্রমণ করেছে মুক্তিবাহিনী| ঐদিন আমরা যখন খবর শুনছিলাম আমাদের মধ্যে কয়েকজন শিড়্গক এবং ঠিকাদার তারাও ছিলেন| তারপর এই খবর শুনে তারা হতাশ হয়ে গেলেন এবং যার যার বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন| আর বলতে লাগলেন যে, এই বুঝি যুদ্ধ শুরম্ন হয়ে গেল| তার কয়েক দিন পর আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দুরে দেখতাম যে, হেলিকাপ্টার একটি ঘাটিতে সারাদিন বোমা বর্ষন করতেছে| তারপর কোন এক সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়াজ ভেসে আসে যে, জিয়াউর রহমান ও দেশের সব মানুষকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন| দু’ একদিন পর আর শুনতে পাই নাই| তারপর আমরা সংবাদ শুনতাম ও গান শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে| আকাশবানী কলকাতার খবর শুনতাম, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সাভির্সের খবর শুনতাম| যাই হোক দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের দেশ ভারতের সাহায্য নিয়ে শত্রম্নমুক্ত হয়| আমাদের বিজয় দিবস হিসাবে ১৬ই ডিসেম্বর হয়েছে| ৭ই মার্চ স্বাধীনতা দিবস হিসাবে আরও কত লেখক কতভাবে বর্ননা দিয়েছেন এবং ৭ই মার্চকে স্বাধীনতা দিবসের পড়্গে যুক্তি তুলে ধরেছেন যাই হোক আমার সন্তুষ্ঠির জন্যই আমি ৭ই মার্চকে

স্বাধীনতা দিবস হিসাবে বলে গর্ববোধ করি| যদি আমার সাথে আপনারাও একমত হন তাহলে আমরা অনেক তর্ক বির্তক থেকে মুক্তি পাই|

সকল ইউনিয়নবাসীর প্রতি একটি অনুরোধ রাখতে চাই যে, আমাদের দেশ আকারে অনেক ছোট পাশ্ববর্তী দেশের জন্য আমরা একটি ছোট্ট দেশ কিন্তু তাদের সাথেই আমাদের বসবাস করতে হবে| এবং তাদের সাথে আমাদের যে সীমারেখা আছে এইগুলোকে বজায় রাখতেই হবে| আর সে জন্য শুধু যুদ্ধাদেহী মনোভাব নিয়ে তাদের সাথে বসবাস করা চলবে না| তাদের সাথে বসবাস করার জন্য আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান গুলোকে আরো অধ্যয়ন করতে হবে| অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক অনেকটা কার্যক্রমকে বোঝাঁর জন্য প্রস্তুত হতে হবে| আমি অনুরোধ করব শিড়্গাক মহোদয়ের কাছে আন্তর্জাতিক মানের রাষ্ট্রবিজ্ঞান গুলো এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ড়্গেত্রে ও আইন-কানুনের দিকগুলোসহ পাঠদান করেন তখনই একটি বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকে লালন করতে পারবেন| আমাদের দেশে এই শিড়্গাগুলোর খুব বেশী প্রয়োজন| আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে হলে সকল শ্রেণীর নাগরিকদেরকে উম্মুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিড়্গার আওতায় আনতে হবে| এটাই আমাদের লড়্গ্য হওয়া উচিত| এই লড়্গ্যেকে সামনে নিয়ে সমাজ গঠনে স্থানীয় সরকারের যে ভূমিকা সেটা পালন করতে পারলে আমরা একটি মর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত হবো| বিশ্বব্যাংক আমাদেরকে এত টাকা ঋণ দিতেছে কিন্তু দেশের নাগরিকদের উপকারে না এসে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় টাকাগুলো ব্যবহার করা হয়| যদিও মনে করা যায় দেশের উন্নতি হয়েছে কিন্তু মানুষের এবং সমাজের কোন উন্নতি হয় নাই| আমরা নদীগুলোতে শতকোটি টাকা খরচ করে ব্রীজ দেওয়া জরম্নরী না মানুষের উন্নতি করা জরম্নরী| এই প্রশ্নের উত্তরকে আলাদা ভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের বিবেচনায় এনে মতামত নেওয়াটা অনেক জরম্নরী এবং মতামতের ভিত্তিতে কাজ করাটা আরোও প্রয়োজনীয়| দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের নামে এত টাকা-পঁয়সা

অপচয় করা ভাল কথা নয়| নাগরিকদের জীবন-যাপনের উন্নয়ন করা শিড়্গার্থীদের শিড়্গার সুযোগকে সহজ করা এবং জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য টাকা খরচ করবে এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণে প্রতিটি কাজ ও আইনের সমাধান আনবে| প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ দেশ উন্নয়নের অংশীদারিত্ব পাবে| সকল জেলা পরিষদ গুলো তার তত্ত্বাবধানে থাকবে| জাতীয় মহাপরিষদ তার রড়্গানাবেড়্গাণে দ্বায়িত্ব পালন করবে| জাতীয় পরিষদ আইন পরিষদের কাজ করবে| আমার এই কাঠামোর মধ্যে সকল শ্রেণীর নাগরিকদের আত্মমর্যাদা বাড়াইয়া দিবে| তারজন্য শিড়্গাকদেরকে বিরাট ভূমিকা পালন করতে হবে এবং নাগরিকদের কত ধরনের বাধা বিপত্তি মুক্তি পাওয়ার বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করে দিলে মানুষের ভাল হবে| সামাজিক কুসংস্কার থেকে বের হওয়ার জন্য আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে শিড়্গাকও শিড়্গার্থী যৌথভাবে উদ্যোগ নিলে জাতি উপকৃত হবে| শুধু পরীড়্গায় পাশ করে চাকুরি পাওয়ার যে নেশা এই নেশা থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে| একটি মর্যাদাশীল জাতি গঠনে কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া আমাদের জন্য বাঞ্জনীয়| আসুন আমরা জাতিকে উন্নতি সাধনের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি আনার জন্য আলোচনায় বসে সকলের কাছে আমার এই আহ্বান রইল|

প্রত্যড়্গা-১

আমাদের দেশে যেভাবে কল্যাণ মূলক সমাজ গঠন করা সম্ভব| সে প্রকারেই আমি চিন্ত্মা ভাবনা করছি| আমি চিন্ত্মা-চেতনা নিজেদের ভৌগলিক অবস্থান থেকে তৈরি করতে হয়| আমি আমার লেখার মধ্যে প্রত্যড়্গা গণতন্ত্রের কথা উলেস্নখ করেছিলাম বারবার| ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রত্যড়্গা গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোট গ্রহণ করিলে আমরা বর্হিবিশ্বের আগ্রাসন থেকে রড়্গা পেতে পারি| কারণ নাগরিকদের মতামতের উপর বার্হিবিশ্ব গুরম্নত্ব দিয়ে থাকে| তবে আমাদের মত সমাজ এত উন্নতমানের হয়ে উঠতে পানি নাই| শিড়্গা-দীড়্গায় আমরা কত পিছিয়ে আছি| তারপরও

প্রত্যড়্গা গণতান্ত্রিক উপায়ে ছোট বড় সিদ্ধা˜ত্ম গুলো নিতে থাকিলে ক্রমান্বয়ে আমরা সুস্থ সামাজিক অবস্থায় যেতে পারব| প্রত্যড়্গা গণতন্ত্র ব্যবহার করিলে ধীরে ধীরে আমাদের অমীমাংসীত দম্ব গুলো মীমাংসায় আসতে সহজ হবে| স্থানীয় উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড এর পর জেলা ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন কমিশনের যৌথ নেতৃর্ত্বে এই বিষয় ভিত্তিক মতামত নিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করিলে আমাদের জীবন-যাপন সহজ হবে| আমাদের দেশে যে পরিমাণ ভূমি অপচয় হইতেছে এই অপচয় থেকে আমরা রড়্গা পেতে পারি এবং ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃর্ত্বে নগর সেবা এবং নাগরিক সেবা, গ্রাম সেবা উন্নয়ন করা সহজ হবে| এটাই হবে আমি মনেকরি যুক্তি সঙ্গত| কারিগরি বিদ্যার প্রতি আমাদের আরও যত্নশীল হতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্প দকে রড়্গা করার জন্য পরিকল্পনার জনগনের বা নাগরিকদের প্রত্যড়্গা ভোটের মাধ্যমে অর্থ্যাৎ বিষয় ভিত্তিক ভোট গ্রহণ করে পরিকল্পনা বাস্ত্মবায়নে আগাইতে হবে| এইসব চি˜ত্মা-চেতনা গুলো শিড়্গিত এবং সচেতন নাগরিকদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া প্রয়োজন| আলোচনায় আসিতে থাকিলে আমরা আলোকিত পথ দেখতে পাব| সকল ইউনিয়নবাসীর প্রতি আমার উদার আহ্বান রইল|

ছোট-বড় সকল সড়কের নিরাপত্তার বিধান সরকারের করণীয়

আমার সরকার সেই বিধান গুলো প্রতিটি ইউনিয়নের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করবে এবং জেলা ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেড়্গাণ করার সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাজানো হবে| প্রতিটি যানবাহনের ইন্সুরেন্স বাধ্যতামূলক করতে হবে| পাবলিক লাইবেলিটি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে| কোন যানবাহনের আঘাতে পথচারি মারা গেলে বা ড়্গাতিগ্রস্থ হলে বা পঙ্গু হলে এবং সড়ক বা ব্রীজ ভেঙ্গে ফেলে দিলে তার অবহেলিত বা অবহেলার কারণে নিয়মনীতি না মানার কারণে ড়্গাতিগ্রস্থ

হলে ইন্সুরেন্স কর্তৃপড়্গা এই পরিমাণ খরচ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে৷ তা হতে পারে কোটি টাকার উপরে তবে সেটা আইনে পরিণত করার সংসদে আইন পাশ করিতে হবে৷ এই আইনকে রড়্গানাবেড়্গাণের জন্য দেখাশুনা ও তদারকি করিবার জন্য জাতীয় মহাপরিষদের প্রয়োজন আছে৷ জাতীয় মহাপরিষদ উচ্চ আদালতের সমমর্যাদাপূর্ণ৷ আইন শৃঙ্খলা রড়্গাকারী বাহিনী তাদেরকে ক্যাডেট স্কুলের নমুনায় প্রশিড়্গাণ দিয়ে তৈরি করা হবে৷ বর্তমান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে উচ্চতর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে উচ্চমানের মাইনে বা বেতন দিয়ে রাখা হবে৷ যাহাতে আইন ভঙ্গকারীদের সাথে হাত মিলাতে না হয়৷ এটাই হবে প্রশিড়্গাণের একটি ধারা৷ যানবাহন চলাচলের জন্য আমাদের দেশে অনেক গবেষণার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমরা কোনদিন সেই গবেষণায় যেতে পারি নাই৷ হয়ত আমাদের সমস্যাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি নাই অথবা অন্যের মুখোপেড়্গী হয়ে থাকার অভ্যাস আমরা ছাড়তে চাই নাই৷ আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিতে আমাদের দেশকে একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে দেখতেছে৷ সরকারীভাবে দুই হাজার যানবাহন আনিলে সেগুলো দিয়ে জনগণ বেশিদিন যাতায়াত করতে পারে না৷ এটির মুল কারণ হলো আমাদের দেশের ব্যক্তি মালিকানা ও সরকারী মালিকানার মধ্যে যে স্বার্থের দন্ধ সেই দন্ধ আমরা নিরসন করতে পারি নাই৷ আমরা উদ্যোগী ও হই নাই৷ ব্যক্তি মালিকানাধীন আলাদা যাত্রাপথ হলে তখন সেই পথের যাত্রীগণ ব্যক্তি মালিকানাধীন সেবা পাবে সেটা উন্নতমানের হতে পারে? না হলে সেটা নিয়ে যাত্রীগণ আলোচনা করতে পারে এবং ইউনিয়ন পরিষদ তা মীমাংসা করে দিতে পারে৷ সরকারী ব্যবস্থাপনায় পৃথক যাত্রাপথ অঙ্কন করা প্রয়োজন৷ যাহাতে দুই যাত্রাপথ একত্রিত না হয়৷ এতে করে প্রতিযোগীতা ও থাকবে আর যদি হিংসাত্মক ভাবে কোন একটি লাইনকে নষ্ট করা হয় তখন অতিজরম্নরী ভাবে আইনের মাধ্যমে তা বিচারের ব্যবস্থা করা হবে৷ এখন আমাদের যতটি সমস্যা আছে এইসব সমস্যা দূর হয়ে যাবে সহজে৷ কোন যানজট থাকবে না৷ তবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগীতার

প্রয়োজন| আমাদের নৌপথগুলো বাচলে সারাটি দেশের কর্মজীবি মানুষেরা ও বাচত এবং পরিবেশ ও বাচত| সেই ব্যবস্থাগুলো করার জন্য আমার সরকার উদ্যোগী হবে| প্রতিটি ইউনিয়নর পরিষদের সহযোগীতা নিয়ে কাজ করবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের উপর দায়িত্ব অপর্ণ করবে|

আমি যে প্রকারে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা গবেষণা করতেছি সেটা আমাদের দেশের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা হবে বলে আমার বিশ্বাস| কারণ ভারত বর্ষের মধ্যে কেউ এইভাবে চি˜ত্মা করে নাই| এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের মত না হলেও আমাদের দেশের জন্য এটাই আমাদের সঠিকভাবে মেনে নিতে হবে| এই ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে আরো উন্নতি করতে পারবো|

আগামী নির্বাচনের জন্য গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলকে নিবন্ধীত করার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই

প্রস্ত্মাবিত চারস্ত্মরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে রূপদান করার জন্য গ্রাম-গঞ্জের মানুষের প্রয়োজন| এই লড়্গে প্রত্যেক গ্রামবাসী থেকে ইউনিয়ন পর্য˜ত্ম সকল মানুষের আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সংসদ সদস্য মনোনয়ন করার কাজটি আপনাদেরকেই করতে আহ্বান জানাই| এই দলের চি˜ত্মাধারা নিছ থেকে উপরে দেখার চি˜ত্মা-ভাবনা আপনারা যাকে সংসদ প্রতিনিধি দেবেন তাদেরকে নিয়েই সরকার গঠন করার প্রত্যাশা করি| কারণ বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য মনোয়নপত্র রাজধানী থেকে ক্রয় করে থাকেন| এই রীতি-নীতি থেকে গ্রামবাংলার মানুষকে স্বাধীনভাবে বাচার নতুন চি˜ত্মা-ভাবনা করেছে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল| আপনারাই অব্যশই এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন করবেন যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্প দ সংরড়্গাণ ও দেশও দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা রয়েছে এই ধরনের ব্যক্তিকে নের্তৃত্বের

জন্য নির্বাচিত করবেন| জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসার ঘটিয়ে ছাত্র সমাজকে দায়িত্বপূর্ণ কার্যে অংশগ্রহন করার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্ঠা সকলে মিলে করবো|

আজও আমাদের বইয়ের বোঝা কমাতে হবে এই দাবি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকেরা চি˜ত্মা যুক্ত থাকেন| আমাদের মানুষকে সুশিড়্গা দেওয়ার মহ্ করা হয় নাই| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক সরকার শিড়্গা ব্যবস্থাকে অতিসহজ করে গড়ে তুলবে| পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেই প্রকার শিড়্গার ব্যবস্থা আছে তাদের মতো আ˜র্ত্মজাতিক মানের করে পাঠ্য পুস্ত্মকসহ কারীগরি শিড়্গা ব্যবস্থা প্রশিড়্গাণের মাধ্যমে গড়ে তোলার জন্য অনেক বড় ধরনের প্রকল্প বাস্ত্মবায়নের জন্য প্রকল্প তৈরি করা হবে| প্রতিটি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিড়্গা থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্য˜ত্ম বাস্ত্মবায়ন করা হবে এবং কমপড়্গে ৫০০ (পাঁচশত) ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সকল পর্যায়ে শিড়্গা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হবে| আমি চাইব প্রতিটি শিড়্গা প্রতিষ্ঠানের শিড়্গার্থীকে ক্যাডেট স্কুলের মতো করে ব্যায়াম শিড়্গা দিয়ে সৈনিকের মত করে গড়ে তুলতে চাই| অভিভাবকদেরকে শিড়্গা ব্যয় বহন করিতে হইবে না|

এখন ব্যাপারটা হলো আমাদের নিজ নিজ এলাকার প্রাকৃতিক সম্প দ ও পরিবেশ সংরড়্গাণ করা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই বুঁঝতে হবে| আমাদেরকে পরিকল্পনা অনুযায়ী আবাসন গড়ে তুলতে হবে| ইউনিয়ন পরিষদকে পরিকল্পনা করতে হবে, কোথায় আবাসিক এলাকা, কোথায় বাণিজ্যিক এলাকা, কোথায় শিড়্গা প্রতিষ্ঠান, কোথায় বিনোদন কেন্দ্র, কোথায় হবে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এবং কোথায় হবে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে| কৃষি কাজের জন্য ভুমিকে উম্মোক্ত রাখতে হবে এবং নদী-নালা, হাওর-বিল যাহাতে বিলুপ্ত না হয় সেই দিকে লড়্গ্য রেখে ইউনিয়ন পরিষদকে আগাম শতবৎসরের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে| এতসব দায়িত্ব পালনে ইউনিয়নবাসীকে সকল কর্মকান্ডে পরামর্শ করার জন্য অংশগ্রহণ করে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করে নিজ নিজ ইউনিয়নকে সম্মানিত করে গড়ে তোলার আহ্বান জানাই| এই ব্যবস্থা

পাওয়ার জন্য সকলেই মিলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে| এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমাদের স্বাধীনতা রড়্গা হবে| আমি আহ্বান জানাবো সাত হাজার ইউনিয়ন পরিষদকে কিভাবে নিজ নিজ ইউনিয়নকে সাজাবেন সেইটা হবে আপনাদের মতামতের প্রতিফলন| আমাদের সড়কগুলোকে অযথা উচু করা হয় অনেক জায়গায় যার প্রয়োজন ছিল না| ধানড়্গোতের ভিতর দিয়ে যে সড়ক গিয়েছে তাকে তিন থেকে চার ফুটে বেশি উচ্চতা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি দেখি না| যদি এই উচ্চতার ভিতর থাকে তখন ধান ড়্গোতের পরিবেশ লড়্গ্যণীয় থাকে| যেখানে সেখানে বাড়িঘর, দোকানপাট, কলকারখানা এইসবকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিতভাবে অনুমোদন করতে হবে ইউনিয়ন পরিষদকে| ইউনিয়ন পরিষদ অনেক জমিজমা অধিগ্রহণ করতে আইনগত ড়্গমতা পাবে যেগুলো আইনি সমস্যায় ভুগতেছে সেগুলোকে ইউনিয়নের অধিনে নিয়ে ব্যবহার যোগ্য করে গড়ে তোলার ড়্গমতা পাবে| এলাকার বির্তকিত জমিজমা ইউনিয়ন পরিষদ অধিগ্রহণ করতে পারবে এবং ভাড়া দিয়ে আয় করতে পারবে| প্রতিটি সড়ক তৈরি করার পূর্বে পরিকল্পনা নিতে হবে পায়ে হাটার পথ রেখে এবং রের্লিং দিয়ে নিরাপদ রাখতে হবে| দ্রম্নত যানবাহনকে আলাদ করে রেলিং দিয়ে রাখতে হবে এবং ৫০ মাইল গতি নির্ধারিত করে রাখতে হবে| সকল ড্রাইভারকে অব্যই প্রশিড়্গাণ নিতে হবে| আবাসন তৈরির জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে ভূমিকা রাখতে হবে| যেমন: শ্রমজীবি মানুষের জন্য আবাসান তৈরি করে ভাড়ায় দিতে হবে পরিকল্পিত এলাকায়|

যদি আমরা নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা মনে প্রাণে চাই তাহলে আমরা নিজ নিজ সংসদীয় এলাকার জন্য নতুন সংসদ সদস্য মনোনয়ন করি জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তিনশত সদস্য মনোনয়ন করতে পারলেই আমরা একযুগো এক কাতারে একদিন রাজপথে দাড়ালেই আমাদের

রায় দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রকাশ পাবে এবং এতটুকু যদি আমরা অগ্রসর হতে পারি তাহলে দেশও জাতিকে একটি সঠিক অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবো|

ইউনিয়নবাসীর প্রতি আহ্বান

প্রিয় ইউনিয়নবাসী একটি কথা লক্ষ্য করে দেখ, সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব নেই রাস্তা-ঘাটের প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্বাস্থ্য সেবার প্রতি উৎপাদনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি| আমি যদি ধরে নিই সরকার গঠন করেছি| তাহলে প্রথম কি কাজ করব, প্রথম কাজ হবে জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা অন্তত ১০০ সদস্য নিয়ে যার মধ্যে অবসর প্রাপ্ত রাজনীতিবিদগণ অবশ্যই থাকবেন| দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব জাতীয় সংসদের অনুমতি নিয়ে বিল পাশ করে আইনী প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দেওয়া হবে|

বাজেট তৈরি করা হবে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ অর্থ পাবে, রাজস্ব থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও পরিবেশকে মানুষের অনুকুলে রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে| সড়কের একপাশ উঁচু করে পাঁয়ে চলার পথ বানাতে হবে এবং রেলিং দিয়ে রাখতে হবে| আবাসন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে| প্রয়োজনে অধিগ্রহণ কোন কোন এলাকায় রূপান্তরিত করতে হবে| জমি বাঁচাতে হবে, এই আবাসিক এলাকা রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা এবং পরিকল্পিত অনুযায়ী হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বিল একটি পরিকল্পিত ইউনিয়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রচেষ্ঠা করে যাওয়া হবে এর মধ্যে কর্মসংস্থানও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে|

সরকার গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটির কাজ ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে পরিচালনা করবে| প্রতিটি ইউনিয়নকে একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দূরদৃষ্টি নিয়ে তৈরি করলে প্রত্যেক ৬টি বা ৮টি ইউনিয়নের মাধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে| শিক্ষার উপর বেশি বেশি অর্থ

যোগান দেওয়া হবে| সকল বয়সের নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করা হবে| ওআমার ইউনিয়নবাসী আমি গ্রামের বড় হওয়া মানুষ আমি বুঁঝি গ্রামের সুখ-দু:খ, সুবিধা-অসুবিধা| আমার মানুষের গৃহস্থ পরিবার গুলোর মনমানসিকতা এবং শ্রমজীবি মানুষ গুলোর কষ্ট বুঁঝি এজন্য আমার চেয়ে ভাল আর কেউ বুঁঝবে না| যারা গ্রাম-গঞ্জের মানুষের সাথে কোন দিন জীবন-যাপন করে নাই| শহরে বড় হয়ে গ্রাম নিয়ে তাদের চি˜ন্তা-ভাবনা একটি স্বপ্ন দেখার মত ব্যাপার| আমি গ্রাম ও শহর দুইটা দেখেছি| তাই আমি কথা দিতেছি আমি এই নের্তৃত্ব দিতে পারবো তোমাদের জন্য|

প্রতিটি ইউনিয়নবাসীর জন্য বলি আমি যাহা বলিতেছি এই প্রথা অনুসরণ করে পৃথিবীর ৮০ ভাগ দেশ পরিচালনা হয়| এই প্রকারে যখন দেশ পরিচালনা হবে, তখন দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মনমানসিকতা পরিবর্তন হতে বাধ্য হবে| আজ আমরা যে চিত্র দেখতে পাইতেছি তারও একটি সমাধান আনা সম্ভব| কারণ এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নিজ স্বার্থ নেই| নিসার্থ এবং সাঙ্গোপাঙ্গোদের স্বার্থ দিয়ে নিজের অহংকার রড়্গা করার জন্য কাজ করবে না| সারা জাতিকে বোঝতে হবে সরকার পরিবর্তনে আসলে শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কিছু যায় আসে না| গত ৪২ বৎসরকে দেখ কার কি পরিবর্তন হয়েছে, সরকার পরিবর্তনের কারণে| আমার মনে হয় দেখবেন মন্দ ছাড়া ভাল তেমন কিছুই হয় নাই| আর যা হয়েছে তা নিজ উদ্যোগে বিদেশী উপার্জনের সুযোগের পাওয়ার জন্য হয়েছে| আর কিছু সরকারী ঋণ সুবিধার কারণে হয়েছে| আসলে সংঘাত এই জায়গার সরকারী সুবিধা পাওয়াকে নিয়ে| এই থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের বার্ষিক বাজেট তৈরি করতে হবে| ৭ হাজার বা ৬৬০০ ইউনিয়ন পরিষদকে নিয়ে তখন এই অর্থ সকলের মাঝে পৌঁছার সুযোগ হয়ে যাবে|

আমার মূল উদ্দেশ্য প্রথম হল বোঁঝানো, না বোঁঝলে যুদ্ধ করা হবে নিজেকে সাগরে ভাঁসিয়ে দেওয়া| আমি মনেকরি প্রথম শিড়্গায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা বুঝা এবং সকলে মিলে চর্চ্চা করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চর্চ্চা করা সহজ কথা নয়| তবে আমাদেরকে উপরের হুকুম না শুনে নিজেদের মধ্যে এই গণতান্ত্রিক চর্চ্চা করে প্রতিটি বিষয়কে বোঁঝার চেষ্ঠা করা প্রয়োজন| কোন দল কি বলে আর কি করল সেটা বড় নয়| কারণ তাদের স্বার্থ রড়্গা করার জন্য এই মতলব| তা সবকিছুতে ভাল নয় নিজের মতলব নিয়ে কাজ করা| আপামর মানুষের কথা না ভেবে কারজ করলে যা হয় তাই আমাদের দেশে হইতেছে| তাই আমাদেরকে আপামর মানুষের কথা ভাবতে হবে, চি~স্ত্মা করতে হবে, মনস্থির করতে হবে যে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই| বার বার রক্ত ঝরা সংগ্রাম করার কোন কারণ থাকতে নাই| এই কারণকে দূর করতে হবে| তারজন্য সকলে মিলে গণতান্ত্রিক উপায়ে চর্চ্চা করে সিদ্ধা~স্ত্মে আসি| এই আমার আবেদন রইল| আমি যদি সরকার গঠন করতে পারতাম তবেই সংসদের অনুমতিক্রমে আমাদের সংবিধানকে অলিখিত সংবিধানে রূপা~স্ত্মরিত করব| আর তখন সংবিধানিক ঝগড়া থেকে মুক্তি হবে| নির্বাচন পরিচালনার ধরণ বদলাতে হবে| এই প্রথা যতদিন থাকবে আমাদের মধ্যে বিশ্বাস আসবে না| ঝগড়া ও যাবে না, নির্বাচন করার ধরণ বদলানো হবে|

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিকদের প্রশিড়্গাণ দেওয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পর এক সময় রাজনীতি ও অর্থনীতি কিছুটা ব্যাখ্যাসহ বুঝানোর ব্যবস্থা করা এটাই হবে আমার আর একটা পরিকল্পনা| এরই মধ্যে জীবন-যাপনের ধরণ অনুভব করতে পারবে সামাজের বিশাল একটি অংশ| আর এর মাধ্যমে গণসচেতনা জেগে থাকবে| পর কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠবেন না| অ~স্ত্মত নিজের বিবেকের সাথে বিচার করতে বসবে|

রাজনীতি ও অর্থনীতি বুঝাবার জন্য বড় বড় সভা করে বুঝাবার ব্যবস্থা হবে| পাঠ্যবই থেকে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় সরানো হবে এবং এগুলো পাঠ্যবইয়ের ভিতরে থাকবে না| শিড়্গার্থীদের অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হবে, পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তু বাধ্যতামূলক রাখা হবে না| শিড়্গার্থী ভাষা শিড়্গা নেবে বাংলা, ইংরেজি গ্রামার ব্যবহার কিভাবে হয় ইত্যাদি| আগডুম-বাগডুম ঘোড়ার ড়িম সাজে, শিড়্গার্থী যদি এই পাঠ্যবই পড়তে না চায় তাকে বাধ্য করা যাবে না| কত ভালো ভালো পাঠ্যক্রম আছে শিড়্গা বিভাগ এনে দিবে| বর্তমান ব্যবসাইয্য ব্যবস্থা থেকে বের হতে হবে| আমি জোর দিয়ে বলতে চাই সকল প্রকার শিড়্গার্থীকে রাজনীতি ও অর্থনীতি বাধ্যতা মূলক করা হবে, এবং বাংলা ও ইংরেজি অবশ্যই জানতে হইবে| দেশের সকল শিড়্গাপ্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকবে|বিভিন্ন ভাষা শিড়্গা অর্জন করলে অনেক প্রকারের ভিন্ন জাতি সম্পর্কে জানতে পারা যায় এবং তার অনেক প্রয়োজন আছে বর্তমান যোগে| অন্য জাতির সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করতে গেলেই সে ঠকাতে পারবে না| অনেক প্রকার আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছানো যায়| বিভিন্ন ভাষা মানুষকে সাহায্য করে থাকে সহানুবস্থান করার জন্য আর পৃথিবীকে জানা আরও সহজ হয়| আমার সরকার যদি ড়্গমতার বিকেন্দ্রীয়করণ কাজ আমার নমুনা অনুযায়ী করতে পারে তখনই আমাদের দেশের ১৬ কোটি মানুষের বসবাসের যোগ্য করে রাখতে পারবো বলে মনেকরি| কারণ দেশে উন্নয়নের নাম ধরে অনেক কল-কারখানা হবে, কিন্তু সবকিছু পরিবেশ বান্ধব হবে না| প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকাংশে ধ্বংশ করে ফেলবে| আমরা পরিবেশ বান্ধব থাকতে হলে ইউনিয়ন পরিষদ নাগরিকদের অংশগ্রহণে পরিচালিত হতে পারলে, তখনই পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিকে রড়্গা করে উন্নতি সাধন করতে তার ধারাবাহিকতা রড়্গা করা সম্ভব হবে| ৭ হাজার ইউনিয়ন পরিষদের কাছে তাদের দায়-দায়িত্ব ড়্গমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করে দিলে রাজধানীতে যে সকল ড়্গমতার উৎস এবং সংসদ সদস্যসহ ড়্গমতার উৎস কমাতে পারলেই আমাদের সহিংসতা থেকে বের হয়ে আসতে

পারবো| এখনও আমরা সারা জাতি যদি গণতন্ত্রের মাধ্যমে চিন্থা-ভাবনা করে সমাধান খুঁজি তখনই পেয়ে যাব সমাধান| ড়্গামতার বিকেন্দ্রীয়করণ করাই হবে সমাধান| আমি যে কোন একটি সংসদীয় আসন থেকে প্রতিনিধি হয়ে সংসদে যাব|

প্রত্যক নাগরিকের জন্য গণতান্ত্রিক বিষয়ের উপর শিড়্গা নেওয়া উচিত

আমাকে সে দিন বলা হয়েছিল তুমি যদি কিছু একটা করে দিয়ে যাও তাহলে মানুষ তার উপকার ভোগ করবে, টাকা রেখে গেলে তার উপকার কেউ পাবে না, উত্তরে বললাম হা...বুঁঝি| তবে তাহল পলিট্রিক্স, এই কথা শুনে বললেন এইতো মহামারী রোগ, বাংলাদেশে যে পলিট্রিক্স প্রচলন আছে তাতো এই মহামারী রোগ, এইজন্য বলেছেন, তবে কি করবো ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু করে গেলে এইটা বেশি দিন থাকবে না| আমাদের সমাজে সহনশীলতা দিনদিন কমতেছে, তাছাড়া ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত ভাবে কিছু এটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হয় না বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত হয় না, পৃথিবীতে যত কিছু হয়েছে উন্নত বা অউন্নত সবকিছুর মূলে পলিট্রিক্স| আর ধর্মীয় অনুশাসনকে নষ্ট করে আমাদের আরাম-আয়েশ বাড়ানোর জন্য, কোথাও হয়েছে সড়ক, কোথাও হয়েছে শহর-বন্দর| তবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট না করে করিলে আমি কিছু বলতাম না| মানুষের ভাল-মন্দ, সুখ-দু:খ, সুযোগ-সুবিধা, শিড়্গা-দীড়্গা দেওয়ার জন্য যে দেশ সমুহ চিন্থা করেছে এবং দিতে শুরম্ন করেছে সেদেশ ও সমাজ আজ সাবলম্বী| সেদেশ সমুহের মানুষের মধ্যে পলিট্রিক্সের উপর মহামারী রোগ নেই| যারা আছে দেশের বাহিরে চলে গেছেন| তারা আর দেশের ভিতর থেকে কোন কিছু করতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না| এই হল সাধারণ মানুষের কথা, এই রাজনৈতিক মহামারী থেকে সমাজের মানুষ যতড়্গণ স্বাধীন না হতে পেরেছে, ততোদিন শিড়্গিত, প্রশিড়্গিত, ড়্গমতাধর, প্রভাবশালী, দিন মজুর সকলেরই একটি চিন্তু যুক্ত দিন রাত কাঁটাতে হয়| সবস্থানে যেন একটি ভয়ভীতি নিয়ে

থাকতে হয়। এইসব অবস্থা হয়েছে পলিট্রিক্সেও কারণে। আমাদের সমাজের ৯০ ভাগ মানুষ পলিটিক্স করতে চান না, এবং এই ৯০ ভাগ মানুষ পলিট্রিক্স শিক্ষা নিতে রাজি নয়। কারণ পলিট্রিক্স শিক্ষা নিয়ে কোন কাজকর্ম বা রোজী রোজগার হয় না এই জন্য। অন্যান্য পেশার জন্য শিক্ষিত অর্জরণ করে সববিছু পাওয়া যাইতেছে না। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনা যারা করেন এবং যাদের কাছে সর্বময় ক্ষমতা থাকে শুধু তারাই ১০ ভাগ মানুষ পলিট্রিক্স করেন এবং দেশের মানুষকে শাসন করে থাকেন। মানুষকে বুঝতে চেষ্ঠা করতে হবে ইতিহাস থেকে শতশত বৎসর হতে যত সব দেশ ও সমাজ ১০ ভাগ মানুষ দ্বারা শাসিত হইতেছেন তারা সাবলম্ভী হতে পারে নাই। কোন সময়, আর যেসব দেশে ৯০ ভাগ মানুষ পলিট্রিক্স শিক্ষা নিয়ে সমাজে সববাস করে এবং সকল রাষ্ট্রীয় কাজে সিদ্ধান্থ নিতে অংশগ্রহণ করেন। তারাই দেশ ও সমাজকে সহনশীল করে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই আমি আহ্বান করি সকল মানুষ তার অধিকার সম্প দে সচেতন হওয়ার জন্য পলিট্রিক্স শিক্ষা নেওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়ার চিন্থা-ভাবনা করা, পলিট্রিক্স সমাজরে প্রতিদিনের কাজ সম্প দনা করে থাকে। তুমি না চাহিলে অন্যজন করবে। কোন এক দলকে সমর্থন করে বসলেই পলিট্রিক্স জানা হয় না। প্রতিটি দলকে জানতে পারলে ভাল হয়। তাদের কর্মসুচি কি এবং এই কর্মসুচি থেকে আমি সাধারণ মানুষ কি সুযোগ-সুবিধা বা কি কি উপকার পাবে, সত্যই কি সম্ভব এবং তা কি প্রকারে সম্ভব। যেমন গণতন্ত্র দেওয়া হবে বা গণতন্ত্র চাই এই শব্দ শুনে কি পাব এবং গণতন্ত্র কি কি প্রকারে ব্যবহার করার জন্য চাইতেছি এবং কি কি উপকারে আসবে, এই প্রশ্ন নিজেবে করতে হবে। তারপর আসে কথায় কথায়, সমাজতন্ত্র চাই সে বা কি কয়জনই বুঝে, এই শব্দ বুঝার জন্য কত কাটখড় যোগাড় করতে হয়। তারপরও শেষ নাই। এত লম্বা কাহিনী বুঝে উঠা সবার পড়ো কি সম্ভব এই স্থানে আমরা খেয়েছি আমরা কল্যাণ রাষ্ট্র চাই, তাহলে তা কি প্রকারে বুঝানো হত, কি কি উদাহরণ দিয়ে বুঝাতো, এবং কি কি উপকারে আসতো তা জানার

জন্য প্রশ্ন করা শিখতে পারলে ভাল| তারপর ব্যক্তিমালিকানা চাই এই দাবি কেউ করতে শুনি না, অর্থনীতির ভাষায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা কেউ চায় কি না| অতপর আমাদের দেশও সমাজে ব্যক্তিমালিকানা ও গৌষ্ঠি মালিকানা, প্রতিষ্ঠানিক মালিকানা এবং আদিপত্যবাদী আছে| তবে হরেক প্রকার মালিকানা বহু প্রকার আদিপত্যবাদ, প্রভাব খাটানো হয়ে থাকে| তারপরও ৯০ ভাগ মানুষ সিদ্ধা˜ন্ত নিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিলে এবং সকল পেশার মানুষ যোগ দিলে পরিকল্পনা গ্রহণে ও বাস্তবায়নে সচেতনা থাকিলে ৯০ ভাগ নাগরিকদের সমর্থনে সরকার গঠিত হলে সরকার তার নাগরিকদের জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করে সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে| আমাদের দেশে গৃহস্থ পরিবার সারাদেশ জুড়ে আছে তাদের মালিকানা আছে এবং থাকবে, শুধু তারা যাদের শ্রমিক নিয়োগ করে থাকেন তাদের এবং যারা নিজ শ্রম অন্যান্য পেশায় দিয়ে থাকেন এবং সকল শ্রেণীর পেশাজীবিদের জন্য সরকার যে কর আদায়ের ব্যবস্থা করে সেখান থেকে কল্যাণ রাষ্ট্রের সকল সুযোগ দিতে পারে| সরকারী মালিকানাকে মূলতবী করতে পারে| সরকারী মালিকানার সকল কল-কারখানা বা লোকশান প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে সঠিক মূল্য আদায় করতে পারে| অথবা ভাড়া আদা করতে পারে| ব্যক্তিমালিকদের জন্য প্রাইভেট সকল প্রকার সেবামূলক ব্যবস্থা ক্রয় করতে পারেন যা আজ প্রচলন আছে| আর কল্যাণ রাষ্ট্রে ইউনিয়ন পরিষদের নের্তৃত্বে শিড়্গা, চিকিৎসা, বাসস্থান, আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নাগরিকদের শরীর চর্চ্চা করার জন্য প্রচুর পরিমাণ উম্মোক্ত বিনোদন মূলক খোলামেলা পার্ক স্থাপন করা অতি জরম্নরী| আমার গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকার গঠন করে সকল দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের কাছে দিবে| এতে নাগরিকগণ সুস্থ সবল হয়ে থাকবে এবং মন প্রশন্ন হবে, সঠিকভাবে সকল দেশের শিড়্গা ব্যবস্থা থেকে শিড়্গা নিতে কৃপনতা কমাতে হবে| সকলের কাছ থেকে শিড়্গা গ্রহণে আগ্রহী হলে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে পারবো| পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়তে

ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কাজ হওয়া প্রয়োজন, তার এলাকার জনগনের মতামত নিয়ে তাদের সর্বসম্মতি নিয়ে এমন কিছু করতে হবে, নয়তো এমন একটি পরিস্থিতি দাড়াবে সবকিছু ইটের জঙ্গল দাড় করানো হবে| প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ঠ করে দিবে| এটা হয়ে যাবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং টাকার হরিলুট শুরম্ন হবে| তারপর এতটাকা ঋণ দিয়ে মানুষকে এত সমস্যায় ফেলে দেওয়া হবে| বর্তমানে শহরে-বন্দরে এমন হইতেছে যে, যেসব কারণে দূর্নীতির সুস্থ বাণিজ্য মানব চরিত্রের সব ধরণের দূষিত হয়েছে| এই থেকে গ্রাম-অঞ্চলকে রড়্গা করতে হবে| এই পরিকল্পনা মানুষের কাছে আসবে না, শুধু সরকারে প্রসংশা পাওয়ার জন্য| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সকল পেশায় নিয়োজিত লোকদের প্রশিড়্গণের মাধ্যমে অতি গুরম্নত্বপূর্ণ মর্যাদাশীল করে তোলার ব্যবস্থা করবে| আর আইন পেশায় যারা সেবা প্রদান করে করে থাকবেন, তাদেরকে মানুষ আত্মমর্যাদাশীল হিসাবে দেখতে পায়, সেই শিড়্গা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারলে দেশের মানুষের ভয়-ভীতি দূর হবে| আইনের কাছে যাবার জন্য সাহসী হবে এবং সন্তুষ্ট জনক বিচার পাবে| আইন পেশায় সেবা প্রদানকারীদের সাহায্যে একজন আইন পেশার মানুষ ও বিচার বিভাগীয় তারা সকল অন্য সাধারণ নাগরিকদের থেকে আলাদা| তারা অনেক অনেক মর্যাদাশীল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনই দেখা যায়| তাদের কাছে টাকা উপার্জন করাটা মূল উদ্দেশ্য হয় না|

নদী ভাঙ্গনের এই ধরনের সমস্যার সমাধন করা সম্ভব

গ্রাম-গঞ্জের সড়ক গুলো এই প্রকারে রাখিলে গ্রাম বাংলা থাকবে, রাস্থা হলেই শহর হবে আর উপায় থাকে না| নদী ভাঙ্গঁনে সর্বসান্থ মানুষের পাশে দাড়ানোর আবেদনটি আমি পড়েছি| আমি শতবার বলতেছি গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলকে একটি বার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দিন| আমার গবেষনা মত কাজ করে দেশকে মানুষের মনের মত করে গড়ে তুলবো| আমি নদী ভাঙ্গঁন রোধ

করতে পারবো এবং যেগুলো ভেঙ্গে নদী গর্ভে চলে গেছে সে গুলোকে পূর্ণ উদ্ধার করবো| বিশাল আকারে জমি উদ্ধার করে সেখানে নতুন করে শহর বানিয়ে দেব| মানুষের কর্মসংস্থান করে দেব, জীবন-জীবিকা পরিচালনা করার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সবই তৈরি করা হবে| মানুষের ইচ্ছা হলে আখাংঙ্খা পূর্ণ হয়| বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের উন্নতি হলেও সমাজের মানুষের উন্নতি হইতেছে না| মানুষের এমন পতন কেন? তার উত্তর খোঁজার প্রয়োজন হয়েছে| আমাদের কৃষি প্রধান দেশ যেখানে গৃহস্থ পরিবার গুলোর একটা প্রধান্যতা ছিল, যা এখন আর তেমন নেই| এখন শিল্প কল-কারখানা হইতেছে, কৃষি কাজে লোক পাওয়া দুশকর ব্যাপার| কল-কারখানায় লোকজন চলে গেছে| তারপরও কোন প্রকার গৃহস্থ পরিবার গুলো চলছে| আমি পুরোপুরি ভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিচালনা করে, সমাজের অভড়ায়কে রোধ করতে পারবো এবং আমার সরকার গঠন করতে সামর্থ হলে দেশের প্রতিটি এলকায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের অধিনে এক একটি শহর গড়ে তুলব| পরিকল্পনা করে গ্রাম ও শহর হবে আগামী দিনের জন্য| মানুষ যাতে করে স্বস্থিতে বসবাস করে জীবন-জীবিকা করতে পারে| ব্যক্তি মালিকানা অনেক উন্নতমানের হতে পারে এবং জনসেবা দিতে পারে| সরকার যদি সঠিকভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়ে থাকে| সরকারের প্রশাসন যখন দূর্বল থাকে তখন জনগণ উন্নত জীবন-যাপন কামনা করতে পারে না| সমাজে সকল ড়োত্রে অবড়ায় নেমে আসে| আমার কাছে মোটেও অসম্ভব মনে হয় না, যে সমাধান করা যাবে না| রেলের দিকে তাকালে যে চিত্রটি দেখতে পাই তা তো বহু যুগ ধরে দেখতেছি সমাধান করার কর্তৃত্ব আসলে সমাধান করে দিতাম| ব্যক্তি মালিকানা সকল ড়োত্রে আসলে আমাদের দেশের চিত্র বদলে যাবে কিন্তু সেই সঙ্গেঁ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চার স্প্তরে বিকেন্দ্রীয়করণ করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াটা হবে বড় কাজ| সে জন্য ৩০০ জন সংসদ সদস্য মনোনীত করতে হবে| আমি যেহেতু টাকার খেলার মধ্যে নেই, সেহেতু মানুষের মনোনয়ন করা হবে প্রধান আলোচ্য বিষয়| বর্তমান ব্যবস্থা

হলো টাকা পঁয়সার খেলা আর বাস্তবতা থেকে মুক্তি চাই বলে টাকার খেলা খেলতে চাই না। এখন হলো জনগনের চাওয়া পাওয়ার বিষয়। সমাজে প্রতিটি স্তরে স্তরে টাকা ছাড়া কিছু হয় না। এই চাহিদা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের মনবলকে গড়ে তুলতে হবে, শক্তি অর্জন করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে, শুধু সবুর করে বসে থাকলে কোনদিনই সমাধান আসবে না। আমার সরকার ব্যক্তি মালিকানাকে প্রাধান্য দিয়ে সামাজের সকল স্তরে কল্যাণ রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা নিবে। সকল নাগরিকদের অধিকার সক্রিয় হয়ে থাকবে। জ্ঞান অর্জন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেব না। জ্ঞান অর্জন হতে থাকলে অবহেলিত হয়ে সমাজে থাকতে হবে না। তাই আমার এই লেখাটি যারা পড়তেছেন তাদেরকে জানাই অনুরোধ নের্তৃত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষা অর্জন করে জ্ঞান অর্জন করে সমাজকে নের্তৃত্ব দিতে আগাইয়া আসেন। নিজ নিজ এলাকা থেকে সমাজকে দেখেন। সমাজের অবক্ষয় রোধ করার জন্য চিন্তা ও গবেষণা করিলে সমাধান আসবে। আমি মনেপ্রাণে চাই যে, বাংলার জয় হউক, বাংলার মানুষের জয় হউক। ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়ে থাকলে অপচয় কম হয়। আমাদের সকল সরকারী ব্যবস্থাপনায় অধিক জনবল রাখা হয়। শুধুমাত্র সরকার নিজের সন্তুষ্টির জন্য। সকল ছোট বড় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় এনে পরিচালিত হলে, এই ঝামেলা থাকবে না, যদি বলেন ব্যক্তি মালিকানায় শোষণ হয় বেশি তা দেখার জন্য সরকার ও তার নীতিমালা প্রয়োগ থাকবে। দেখেন আমি যখন রাজধানী থেকে সোহাগ পরিবহনে উঠলাম ৪০০ (চারশত) টাকার টিকেট নিয়ে তারপর কোচটি গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে ছাড়ল। যতটি সিট আছে ততজন লোক কোন ঝামেলা ছাড়াই কোন প্রকার অভিগোগ ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছালাম। অন্যদিন রাজধানী থেকে যাওয়ার জন্য আর একটা যানবাহনে উঠলাম। তারা দিনের ২টায় উঠলাম সন্ধ্যার সময় ছাড়ল রাত্র ১টায় গিয়ে পৌঁছলাম। যখন আসলাম তখন আবার যে পরিবহন পেলাম তাদের কাছ থেকে ২০০ (দুইশত) টাকার টিকিট

নিলাম মাত্র ৪ ঘন্টার মধ্যে রাজধানী আসলাম কোন অভিযোগ ছাড়াই| ব্যক্তি মালিকানায় অনেক অভিজ্ঞ পরিচালক থাকেন, আবার ঝুপড়ি থেকে এসে যখন পরিচালক বনে যায় তখন সমস্যা হয়| তবে সরকারী ব্যবস্থাপানা যখন সবল থাকবে তখন নিয়ন্ত্রন রাখা সম্ভব| আমাদের শহর-বন্দরে পথশিশু দেখা যায় তাদের মূল থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব| যদি নিজে নিজেকে ভালবাসতে শিখি| আর নিজের রক্তকে যেখানে সেখানে ফেলে না দেই| তখনই নিজেকে নিজ সংবরণ করতে শিখে নিতে পারলেই সমাজের উপকারে আসবে| শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য যে ডাক দেওয়া হয়েছিল তা সাম্যরাজ্যবাদীদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছিল| এখন আমরা নিজ নিজ দেশের সরকার দ্বারা শোষিত হয়ে থাকি| আর এই শোষিত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রত্যড়্গা গণতন্ত্র ব্যবস্থা করা প্রতিটি কাজের জন্য ব্যবহারে আনতে হবে| প্রতিটি ইউনিয় পরিষদকে আমাদের কর্তৃত্ত্ব প্রদান করতে হবে| তাদের সঙ্গেঁ আমরা নাগরিকগণ অংশ গ্রহণ করা শিখতে হবে| নিজেদের ভাবনাকে সকল মানুষের সুবিধার জন্য তৈরি করতে পারলে নিজের মঙ্গল আসবে| অপরকে সকল কাজের সুবিধা করে দিয়ে দেখন নিজের মধ্যে কতো আনন্দ কতো শান্তি্ম পাওয়া য়ায়| আসুন আমরা একে অপরকে নিয়ে একটু ভাবতে চেষ্ঠা করি| একে অপরকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারলে সমাজের মানুষের অভড়্গায় কমে আসবে| এইজন্যই রাজনৈতিক ভাবে কাজ করলে সংঘটিত ভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ব্যক্তি মালিকানার জায়গায়| ব্যক্তি মালিকানাধীন ভাল হবে এবং সরকারী মালিকানার জায়গায়, ইউনিয়ন পরিষদ মালিকানায় থাকবে| এতে করে অপচয় কমে আসবে|

একটি পৌরসভা অথবা একটি সিটি কর্পোরেশন বর্তমান যুগে ৫০০ কোটি টাকার কর আদায় করে থাকে এবং সেই অনুযায়ী তারা বড় আকারে বাজেট করেন| এই অর্থ ব্যয় করেন উক্ত সিটি কর্পোরেশন বা পৌর এলাকার নাগরিক সুবিধা দেওয়ার জন্য, কিন্তু নাগিরকগণ কতটা অংশগ্রহণ করেন| তাদের মতামত বা যুক্তি সঙ্গত দাবী-ধাওয়া তুলে ধরেন বা যে যে স্থানে সমস্যা আছে অভাব

অভিযোগ আছে তা নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন বা তা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে কতটকু গুরম্নত্ব দেওয়া হয় বা তারা মতামত প্রকাশে কতটুকু নাগরিক অধিকার ভোগ করে থঅকেন বা সচেতনতা কাজে লাগাতে পারেন|

অবকাঠামো গত উন্নয়ন: দারিদ্র বিমোচন, তথ্য প্রযুক্তি, শিড়্গা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নাগরিক নিরাপত্তা গুলো সঠিক ভাবে পরিচালনা করিলে নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করিতে পারতেন| যেমন শিড়্গা প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত আছে কিনা বা প্রয়োজনের চাইতে বেশি অথবা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা আছে কিনা অথবা আর কি প্রকারে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা করে ভেবে চিন্েত্ম সেবা প্রদান করাটা খুবই জরম্নরী| কারণ পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই হাতুড়ি ডাক্তার অপারেশন করছেন অথবা যতটুকু পাওয়ার ছিল তা পায় নাই| কিভাবে প্রদান করা য়ায় তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে...তাতে ড়্গতি কি? এক সার্জারী ৪ জন ডাক্তার ও সহকারী দিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাটি প্রদান করা যায়| ভালভাবে এবং একটি পৌর এলাকায় বা সিটি কর্পোরেশন বিনা পঁয়সায় বা খুব সহনীয় একটি ফি দিয়ে স্বাস্থ্য সেবাটি দেওয়া সম্ভব করলে জনগণের কর সার্থক হতো| পাশাপাশি শিড়্গা ড়্গেত্রে সমপরিমাণ ব্যবস্থা নিলে শিড়্গাকদের বেতন এই করের টাকা হতে দেওয়া হলে সহজ হত বেতন পাওয়া এবং তাদের অধিনে আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিড়্গাক নিয়োগ দিতে পারতেন এবং ছাত্র, শিড়্গাক, অভিভাবক সকলের জন্য ব্যাপারটা সহজ হতে পারতো| এই ব্যবস্থা তদারকি করলে সমাজের মানুষের মন-মানসিকতা অনেক উন্নত ও ধর্য্যশীল হতো| শিড়্গা ব্যবস্থা উন্নত করলেই মানুষের কর্ম-সংস্থান বেড়ে উঠবে| একটি কর্পোরেশন বা পৌর এলাকায় একে অপরের সেবা পৌঁছে দিতে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তা সঠিকভাবে করলে কত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় তা দেখার বিষয়| আবাসন ব্যবস্থার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান সকল অবকাঠামো দিয়ে পরীড়্গা-নিরীড়্গা দিয়ে তৈরি করলে প্রতি বৎসর অবকাঠামোর জন্য টাকা ব্যয়

করতে হয় না| এটা জনগনের নামে ব্যয় দেখিয়ে অপচয় করা ছাড়া কি হতে পারে| প্রতি বৎসর রাস্থা মেরামত, খাল-বিল সংস্কার ইত্যাদির জন্য একবার কাজ করলে অন্থত ৫ বছর তো যাওয়ার কথা তা ছাড়া জলাবদ্ধতা একটা সমস্যা তৈরি করা হয়েছে বলতে হয় এই জন্য পরিকল্পনার সময় পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না রেখে ড্রেনের ব্যবস্থা না রাস্থা তৈরি বা আবাসন তৈরি করা হয় বলে এই জলাবদ্বতা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়| রাস্থা তৈরির সময় অনেকটা গবেষণা না করেই মাটি ঢেলে উচু করে সড়ক তৈরি সহজে শেষ করা হয়| ব্রিজের নিচ দিয়ে আর নৌকা চলাচল করতে পারে না| বেশি ড়্গোত্রে কালভাট করে সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে মনে করি| আমাদের নাগরিকদেরকে কোন পরামর্শে অংশগ্রহণ উৎসাহ করা হয় না| এইজন্য নাগরিকদেরকেই কষ্ট সইতে হয়| এসব কর্ম-পরিকল্পনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন| বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোন কঠিন ব্যাপার নয়| এটা কর্তৃপড়্গা ভালোভাবেই জানেন এবং কত প্রয়োজন তাও জানেন| তারপরও তারা করতে চায় না| ভারত এই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে, অন্যান্য দেশও তা করে থাকে| আমাদের কর্তৃপড়্গা করে না| মনে হয় টাকার খেলা কম বা নাই এই জন্য উৎসাহ নাই| আমার সরকার উৎসাহ বাড়াতে পারে বরং সমাধান দিবে| কারিগরি শিড়্গা প্রতিষ্ঠান প্রতিটি পৌর এলাকা এবং সিটি কর্পোরেশন হওয়া প্রয়োজন এবং নিজ নিজ খরচে কর্তৃপড়্গ এটা চালাতে পারবেন| তারা চাইলে পারবেন, সরকার এই ব্যাপারে অযুহাত না দেখালেও পারবেন|

গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার

ইউনিয়নবাসী আমি সকলকে আহ্বান করি একটু বেশি করে নিজেদের চিন্থা-চেতনাকে জোরালো করে তোলার জন্য এবং একটি রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা করার জন্য| আমাদের দেশের যত কাজ গ্রহণ করা হয় সবই অল্প সড়্গাম ব্যক্তি বিশেষের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে তোলার জন্য হয়| বিশাল জন সাধারণের সুবিধার কথা বিবেচনায় রাখা হয় না| শৈলজুরা প্রকল্প এটা স্থানীয়

জনগণের স্বার্থের বিরম্নদ্ধে করা হবে| এইসব প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের উদ্যেগে নাগরিকদের অনুমতিক্রমে নিতে হবে বলে দাবী রাখি| যতসব পৌরসভা, সিটি করর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ, বাজেট করা হয় প্রতি বৎসর এই অর্থ জনগণের মতামতের উপর খরচ করিতে আমার সরকার আইন তৈরি করবে| জনগনের এই টাকা জনগনের জন্য ব্যয় করিতে হবে| স্থম্ভ বানানো থেকে বিরত থাকতে হবে| অপ্রয়োজনীয় অযথা পরিকল্পনা বাস্থবায়ন করা যাবে নাক| এই অর্থ থেকে অনেক মানুষকে সাহায্য সহায়তা দেওয়া যাবে| শিড়্গা প্রতিষ্ঠান ও শিড়্গক নিয়োগ দিয়ে শিড়্গার আলো সকলের কাছে পৌঁছানো যাবে| পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি ইউনিয়নকে সাজানো গোচানো করে তোলা যায়, এবং আবাসন ব্যবসা নতুন করে গড়া যায় নতুন প্রজন্মের জন্য এবং ভাড়া আদায় করা হবে| তাই এগুলো পরিষদের মালিকানায় থাকিবে, যত খালি বাড়ি পড়ে আছে এইসব বাড়ি গুলোকে কাজে লাগানোর জন্য আইন করা হবে| বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমাজে যে পরিমাণ শিড়্গা ও প্রশিড়্গণের প্রয়োজন তা আমার সরকার বাস্থবায়ন করার জন্য সকল ইউনিয় পরিষদে ৫০০ থেকে ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিড়্গা-প্রতিষ্ঠান করে দেওয়া হবে| ইউনিয়ন পরিষদ সকল শিড়্গা-প্রতিষ্ঠান রড়্গনাবেড়্গণ এবং শিড়্গকদের বেতন-ভাতা, অবসর ভাতা ও আনুসাঙ্গিক ইত্যাদি প্রদান করবেন| বর্তমান সময়ে দেশের নাগরিকগণ শিড়্গা-প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও আর্থিক সহায়তা করে আসিতেছেন| তাদের অবদানে আজ আমরা লেখা-পড়া শিখতে পেরেছি, আমি তাদের কাছে কৃর্তজ্ঞ| তাদেরই তত্ত্বাবধানে প্রবর্তণ করে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব দিয়ে সমাজ ও দেশের উন্নয়ন সাধন করা সহজ হবে বলে মনেকরি| ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ তা পরিচালনা করিবেন| সকল গ্রাম থেকে এক এক জন করে প্রতিনিধি রাখতে হবে| কারণ হিসাবে বর্তমান সময়ে যে সব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রিত্ত্ব করা হয়েছে এবং গত ৪০ বৎসর ধরে চলতেছে| এই সকল প্রতিষ্ঠানে অনেক দূর্বলতা রয়েছে| এইগুলো থেকে

কোন উন্নতমানের সেবা নেই, এবং আর্থিক লোকসানী সব সময়ই লেগে থাকে, তারও কারণ আছে| আমরা গ্রাম-গঞ্জের মানুষ মালিকানাা বুঝি এবং সম্মান করি| আমাদের আর্তমর্যাদা অনেক বেশি| আমাদের কৃষি জমির উপর যে প্রকারে আঘাত করা হইতেছে তা থেকে আমাদেরকে রড়্গা করতে হইবে| আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে আমরা রড়্গা করিব এবং রাখিব| সকল ব্যবস্থার কেন্দ্র ব্যক্তি মালিকানা রড়্গা এবং চালিয়ে যাওয়া, সকল প্রকার কর দেওয়া এবং সকল প্রকার প্রশিড়্গণ দিয়ে চলমান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রাখা হবে| নতুন প্রজম্মকে সৈনিকের মত করে গড়ে তোলা হবে|

গু গড়ঃযবৎ খধহফ রং রহ জরংশ. (মাতৃভূমির প্রতি অন্যের নজর পড়েছে)

সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পিলোসোপি যোগ করে বিকেল বেলায় ফলমুলের বাগানে বসে লেকচার শুনা যেতো, তা’হলে অনেক বেশি মনোযোগ সহকারে বুঝা যেত, কারণ এ বিষয়গুলো সকল মানুষের জীবন-যাপনের সাথে সংযুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে যখন রদবদল হয়, তখন সকল পরিবারের অভাব কমে বা বাড়ে, কর্মসংস্থান হয় বা কমে, আবার এই বিষয়গুলো কি প্রকারে কাজ করে, তা আমাদের আনেকেই জানি না| তাই যারা বিষয় গুলো অধ্যয়ন করেন বা অতীতে করেছেন বা ইচ্ছা হয় নিজে জানা, তারা যদি বিকেল বেলার সময়টাকে গ্রাম-গঞ্জে মহলস্নায়, পাড়ায় মানুষকে নিয়ে বসতেন, এই বিষয়গুলো কি প্রকারে মানুষের উপর প্রভাব রাখে তার অতীত ইতিহাস, অর্থাৎ গত ৫ বৎসরের ইতিহাস শুনানো হতো ব্যাখ্যা করে বোঝানো হতো বিকেল বেলায় ফলমুলের বাগানে বসে তা হলে সারা মাতৃভূমি এক বাগানে রূপধারণ করতো| আর সকল মানুষ জেনে শুনে উপকৃত হতো| সারা সমাজ মহাবিদ্যায়ল এর প্রতিভাব দেখতে পেতো কারণ মহাবিদ্যালয় ছাড়া এই বিষয় ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়| আবার পাঠ্য পুস্তকে সকল ইতিহাস পুরোপুরি থাকে না, তাই অন্য স্থান বা পাঠ্যক্রমের বাইরে গিয়ে অধ্যয়ন করলে আরও

বেশি জানা যায়| দিনের বেলায় অধ্যাপক যা বুঝালেন তা যদি বিকেলে মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয় তখন নিজের থেকে জ্ঞান দান সমাজে নাগরিকগণ আনন্দের সাথে উপভোগ করে উপকৃত হতে পারতো, এমন হলে শিড়্গাদান করে শিড়্গক ও অধ্যাপক হওয়া সম্ভব| কোন এক সময় সমাজ অগ্রসর হতে হলে অনেক শিড়্গাদান প্রয়োজন এতে নিজে ও উপকৃত হওয়া| সমাজে দূরদৃষ্টি ও স্বস্থিরতা আসবে| জ্ঞান বিকাশে দড়্গ হওয়া যায়, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্প দশালী হয়ে থাকলে, নিজ ও অপরজন শান্ত হওয়া সম্ভব এক যুগে তা হতে পারে| পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও সমাজ সম্প দশালী হয়ে তারা স্বস্থিতে আছে| আর্থিক নিরাপত্তা আছে, এক নীতিমালায় তারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরচালনা করে থাকেন, পাহাড়ে আসবাবপত্রের জন্য গাছ হয়ে থাকে আর মানুষের আশে-পাশে ফলমুলের গাছ বৃড়্গ থাকলে কোন পথিকের জন্য পিপাসা নিবারণ করা সম্ভব হতো| এইসব বিষয় অধ্যয়ন করা ও মানুষকে বুঝাতে পারলে মানুষ ৫ (পাঁচ) শত বৎসরের ইতিহাস বুঝতে একশত বৎসর কেটে যেতে পারে| মানুষ জানার আনন্দ হারাবে না| এরই মধ্যে মানুষের জীবন-যাপন সংযুক্ত প্রতিদিন, তাই তারা উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা মহাবিদ্যালয়ের আলোচনা শুনতে বসে পড়বে| আর একযুগ হতে পারে সকলই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ আসতে পারে, শুধু চাকরি পাওয়ার জন্য হবে না| সকল পরিবার সম্প দশালী হয়ে থাকা সম্ভব হলে, চাকুরীর প্রধান উর্দ্দেশ্য হতে না পারে| আর বিদ্যা অর্জন তা এনে দিতে পারে, পরীড়্গায় উত্তীর্ণ হওয়া সব বিষয়ে বা কর্মে জরম্নরী নয়, তবে বিদ্যা অর্জন এবং মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত পড়তে পারা গেলে সকল বিষয়ে পুরো ইতিহাস জানা ও জানানো সম্ভব হতে পারতো| একটি মানব সমাজ ফলমুলের বাগান তৈরি করে সজীবতা আনতে পারতো| বিভিন্ন জাতির পাঁচশত বৎসরের ইতিহাস জানলে স্বস্থিরতা আসতে পারে| তারা ও আমাদের মত মানুষ হয়ে কত না কষ্ট করতে হয়েছে| আমাদের মত, তবে রাষ্ট্র ও তার নাগরিক সম্প দশালী না হলে স্বস্থিরতা আসা সম্ভব হয় না| তাদের অনেক সমাজে

যথেষ্ট সম্পদ হয়েছে নিজেদের জন্য স্বর্ণমুদ্রা জমা করা হয়েছে জাতীয় ব্যাংকে| তাদের নাগরিকদের ভরণ-পোষনের ক্ষমতা রাখে রাষ্ট্র ও তার নাগরিক| আমাদের মাতৃভূমির প্রতি অন্যদের নজর পড়েছে কৌশল করে যদি আধিপাত্য বিস্তার করতে যায়| অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করে অন্যন্যা দেশের মত আমাদের দেশকে যখন মরুভুমি তৈরি করতে বসবে, তখন আমরা কি করে বাঁচব, জীবন-যাপন করতে অন্যদের কৌশলের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে, যা থেকে বের হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে| ইংরেজ শাসন আমল যদিও শেষ হয়েছে, তুবুও শেষ হয় নাই| আর কত জন মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে| সেই পর্তুগিজ আমলের ইতিহাস থেকে শুরু করলে দেখা যায় সকলেই সওদাগর ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে সারা সমাজককে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল| আর প্রায় সকল রাজা বাদশা সায় দিয়েছিলেন তবুও তাঁদের রাজত্ব রাখতে পারেন নাই| সম্পদ নিয়ে মুদ্রা দিয়ে গেলে, মরুভূমি বানানে, স্বর্ণমুদ্রায় আহার করা যায় না| নিজের সম্পদ না থাকলে কর্ম ও থাকে না, তারপর কর্ম চাই কর্ম চাই বললেই কেহই শুনবে না| সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি মুদ্রার লোভ দেখিয়ে হয়ে থাকে| এই জন্য মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সরকার, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে জীবন-যাপনকে| আর এইসব কারণে নাগরিকগণ রাষ্ট্র তৈরি করে রাষ্ট্রের ভিতর সুচিন্তা করা, সকল নাগরিক সকল ধরনের কর্মকান্ডে মনযোগ দেওয়া হলে রাষ্ট্র ও নাগরিক স্বস্থিরতা পায় রাষ্ট্রের ভিতর কি হয় নাগরিকগণ জানতে হলে তখনই মহাবিদ্যালয় থেকে বিদ্যান মানুষের সাথে জ্ঞান বিনিময় করা হলে সমাজ উপকৃত হতে পারতো, মানুষের বয়স বড় এক ব্যাপার বয়স হলে জীবন-যাপন পরিবার পরিজন, পাড়া-পড়শী সকলকে নিয়ে একটু ভাবতে সহায়তা আনে| তখন দেখা যায় অনেক ব্যাপার একার পড়ো কিছু করার থাকে না, আবার মনবল রাখা সম্ভব হয়না| একার পড়ো অনেক কাজ কর্ম হয়ে থাকে না| সমাজ ঐক্যতায় থাকলে দৃঢ়সংকল্প করতে পারে, চিৎকার করতে হয় না, আত্মমর্যাদা ও দৃঢ়তা আনতে পারলে একে অপরের প্রতি সহানভূতিশীল থাকলে

নৈতিকতায় চললে সমাজে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে সমাজ স্বস্থির হয়ে থাকতে পারে| রাষ্ট্রের ভিতর আর নাগরিকদের অভাবী রেখে প্রশাসন কাজ চালানো যায় না| আবার তার নাগরিকদের সম্প দশালী করে প্রশাসন কাজ পরিচালনা করতে অতি সহজ হয়| এটা হল সমাজ রাষ্ট্র যে প্রকারে নিতে চায়, শিশুদের কেউ শাস্থি প্রদান করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন| আবার কেউ আদর করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে নৈতকতায় পরিণত করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন| আদর করে বুঝালে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা| তারপর একে আপরকে মর্যাদা দিতে থাকে| কৃপনতা করে না, অপরের প্রশংসা করতে আনন্দ পায়| অপরের প্রশংসা করা ও মেনে নেওয়া মর্যাদা দেওয়া গভীর মনের আনন্দ প্রকাশ করা| পাড়া-পড়শী ও এলাকার প্রতিভাবানদের প্রতি মর্যাদা দিয়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়| কৌশল করে পাওয়া যায় না, মানুষ মন দিয়ে মেনে নিতে পারে না, তাই সকল কলা কৌশল থেকে মুক্ত রাখার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের সচেতন হয়ে থাকলে প্রত্যড়া গণতন্ত্র ব্যবহার করলে নৈতিকতা পাওয়া যায়| প্রত্যড়া গণতন্ত্রে নাগরিকগনের বিবেক বিবেচনা কাজে পরিণত করা সম্ভব| নাগরিকগনের জীবন-যাপনের ঐক্যতায় স্বার্থ রড়া সম্ভব| এইজন্য প্রতিভাবন নাগরিকগণ সচেতন হতে পারলে নিজ পরিবারের স্বার্থ এবং অপর পরিবারের স্বার্থ রড়া করে সম্প দশালী হয়ে মাথা উচু করে জীবন-যাপন করতে সহায়ক হয়| একটি সমাজ ও রাষ্ট্রকে তার নাগরিকগণ তার কর্তব্য পরায়ন হয়ে স্বস্থির ভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করে ফলমুলের বাগান তৈরি করে থাকতে পারেন| আমাদের সমাজে প্রত্যড়া গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয় অহরহ, তখন ছিল ১৯৬৪ সাল একবার আমাদের ইউনিয়নে চিনি, গম ইত্যাদি এসেছিল দেখলাম ঐ এলাকার মুরব্বিয়ানগন বসে পরামর্শের সাথে মানুষকে দিতেন বা সিদ্ধান্থ নিতেন| গ্রাম্য কোন কাজে সকলেই সিদ্ধান্থ নিতে পরামর্শ করতে বসেন, এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে নিতেন, এই সব হল প্রত্যড়া গণতন্ত্র ব্যবহার| যা নাই তা'হল এলাকায় কিছু করার

জন্য বা জেলা ভিত্তিক বা দেশ ভিত্তিক কিছু করার জন্য বিশেষ বিশেষ কাজ করা জন্য গ্রাম্য মুরব্বিয়ান এলাকার বিবেকবান ব্যক্তিগণ রাষ্ট্র জুড়ে কি কি হচ্ছে তার সিদ্ধান্তের ধারে কাছে যেতে দেওয়া হয় না, বা সেই সুযোগ না দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে| যেমন একদিন কাগজের মাধ্যমে মতামত দিয়ে বসে রইল, তারপর কি হয় বা কোন পরামর্শ নাই| আবার এমন কতো কিছু হয় যা থেকে সমাজ ও নাগরিকগণ আর্থিক উন্নতি আনার সুযোগ হয় না| যেমন: সড়ক, এতে যানবাহন বিক্রয় করে তেল ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় করে বড় সওদাগর তাদের ব্যবসা চালিয়ে একশত গুন লাভ করে থাকেন| আসলে মানুষের মেহনত কমে নাই, আর্থিক সচ্ছলতা আনে নাই, অভাবকে জুলে রেখে শ্রম শক্তি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে বিদেশী বনিকরা যদি প্রত্যক্ষ্য গণতন্ত্র রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য ব্যবহার করতে সুযোগ দেওয়া হতো| তখন রাষ্ট্রে এতো ঋণ হতো না এতো সুদ দিতে হতো না| ইংরেজ আমলে রাজারা পরাজয় হয়ে তাদেরকে, তাদের সকল খরচ দিতে হতো| তখন প্রজারা পরোক্ষ্য ভাবে কর দিতে হতো অনেক গুন বেশি| অনাহারে বা দূর্ভিক্ষ্যে কষ্টে দিনাতিপাত করতো| বর্তমান যুগে ঋণ দিয়ে রাষ্ট্রকে কৌশল করে সুদ নিতে থাকে| পশ্চিমা দেশে তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে ঋণ মওকুফ করার জন্য শোভাযাত্রা করে বিশ্বব্যাংকের কাছে আবেদন জানায়| কিন্তু আমাদের মত সমাজ এখন নিরবে ঋণ নিয়ে সুদ দিয়ে থাকছে| প্রত্যক্ষ্য গণতন্ত্র ব্যবহারে সমাজ ও রাষ্ট্র ঋণ ও সুদ দেওয়া থেকে মুক্ত হতে পারে| একটি বড় বটগাছ যেমনই বটগছের শিকড় মজবুত হয়ে থাকে, তার বিশাল ডাল-পালা চর্তুদিকে ঝুলে থাকে| তারা গাছকে আহার যোগায়, গাছ তার শাখা-প্রশাখাকে শক্তি যোগায়, পুবালি ঝড় থেকে রক্ষ্যা করে, দক্ষিনা তুফান থেকে রক্ষ্যা করে, পশ্চিমা ঘূর্ণিঝড় থেকে প্রতিরোধ করে থাকে, উত্তরের বৈশাখী ঝড় থেকে শক্তি যোগায়, সূর্যের কিরণ থেকে আহার মাটির রশ থেকে বড়গাছ জীবন-যাপন করে, একটি রাষ্ট্র বড় বটগাছের মতো শক্তিশালী হয়ে থাকলে তার নাগরিকদের কোন ঝড়-

তুফান ড়্গাতি করতে পারতো না| ঝড়-তুফান সকল কালে থাকবে, তার ড়্গাতি সাধন করা থেকে রড়্গা পাওয়া আসল কথা, সুইজারল্যান্ডের উপর ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল ১৯৩৮ সালে| তারা এই তুফান থেকে নিজেদেরকে রড়্গা করতে পেরেছিল| ঘূর্ণিঝড় তাদের এত পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও সাহস করতে পারে নাই| সব তুফান তাদের সহায়তা নিয়ে শীতল হাওয়া বইতে ব্যবস্থা করেছিল, তাদের সমাজ গঠনে ১২৯০ সালে যে স্বার্থ রড়্গা করার অঙ্গিকার করেছিল তা আজও প্রত্যড়্গ গণতন্ত্র ব্যবহারে তারা আর্থিক উন্নতি সাধন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সামাজিক আচার-আচরণ নিজেদের মত রড়্গা করতে পারিতেছে| আমাদেরও সচেতন হয়ে বাঁচার চিন্দ্মা করতে হবে|

ঊফঁপধঃরড়হ: ঝঃৎঁপঃঁৎব ড়ভ টহরড়হ ঈড়ঁহপরষ. (ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো)

প্রতিটি গ্রাম থেকে একেকজন করে প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদে আসিবেন| উক্ত ইউনিয়নে যতটি গ্রাম থাকবে ততজন প্রতিনিধি নিয়ে হবে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো| এই প্রতিনিধিগণ প্রতিটি গ্রামের জনগনের দ্বারা নির্বাচিত অথবা মনোনীত হয়ে আসিবেন| এই প্রতিনিধিগণ তাদের প্রতিটি গ্রামের সববিছু দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন| যেমন:- গ্রামের রাস্দ্মাঘাটের উন্নয়ন, মেরামত, হাওর-বিল, নদী-নালা কি করলে গ্রামের উন্নতি হবে, শিড়্গাদীড়্গা ইত্যাদি বিষয়ে তারা দেখ-শুনা করবেন| গ্রামের প্রশাসনিক কাঠামো থেকে শুরম্ন করে সবকিছু এই প্রতিনিধির মাধ্যমে হতে হবে| গ্রামের সব উন্নয়ন পরিকল্পনা, আবাসন ব্যবস্থা, স্কুল কলেজ ইত্যাদি| যদি একটি ইউনিয়ন পরিষদে ৪০টি গ্রাম থাকে, তাহলে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদে ৪০ জন প্রতিনিধি থাকবেন| এই প্রতিনিধিগণ উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের আলোচনার মাধ্যমে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন| এই নিয়ন্ত্রণ জেলা থেকে বা ঢাকা থেকে আসবে না| মানুষের জীবন-যাপনের জন্য যতকিছু প্রয়োজন সেগুলো এই জায়গা থেকে পূরণ করা হবে| মোট কথা হলো গ্রামের প্রাকৃতিক সকল ব্যবস্থা সংরড়্গাণ রেখে,

গ্রামের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করাই হলো মূল উদ্দেশ্য| শহর বানানো থেকে বিরত থাকতে হবে| গ্রামের ছেলে-মেয়েরা যেভাবে কাদা মাটি নিয়ে খেলাধুলা করে সেগুলোর মধ্যে তাদেরকে অভ্যস্থ রাখা হলে ভাল হয়, তা না হলে আমরা সেগুলোর অভাব বোধ করিবো| সিলেট জেলার মধ্যে ১০৬টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে| প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত ২ জন করে প্রতিনিধি যাবেন জেলা পরিষদ ভবনে| ২১২ জন প্রতিনিধি মিলে হবে জেলা পরিষদের কাঠামো| বর্তমানে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ঢাকা থেকে নিয়ন্ত্রণ হয়| কিন্তু আমি এই বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন চাই| জনপ্রতিনিধিত্বের স্বার্থে এই ২১২ জনের মধ্যে থেকে একজনকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে| জেলা পরিষদের কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য সরকারী একটি সচিবও জেলা প্রধান অফিসার থাকবেন| জেলা পরিষদের মাসিক সভায় সকল অধিদপ্তরে জেলা প্রধানগণ থাকবেন| যেমন:- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি উন্নয়ন, খাদ্য বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ইত্যাদি বিভাগের প্রধানগণ উক্ত জেলা পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে এগুলো মাসিক আলাপ আলোচনা ও পর্যালোচনা করবেন| এই বিভাগগুলো প্রধানগণ স্বাধীনভাবে বিভাগগুলো পরিচালনা করবেন|

রংপুর টাউন হলের ছবি

৪০টি গ্রামের প্রতিনিধিগন প্রতি সপ্তাহে উক্ত পরিষদে সভা আহ্বান করে বিস্থর আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মনো-মানসিকতা সহজ করার উপায় বের হয়ে আসবে এবং ক্রমাগত এই সভা চালিত রাখবে জীবন-যাপন সহজ হয়ে আসবে| প্রত্যেক বিভাগের প্রধানগন উক্ত মাসিক সভায় উপস্থিত থাকবেন| প্রতিটি মাসের কর্মকান্ড তুলে ধরবেন| এই জেলা পরিষদের অর্ন্তভূক্ত করা হবে| বর্তমান সংদীয় আসনের আওতাভূক্ত ইউনিয়ন গুলো জনগণ ও প্রতিনিধিরা উক্ত আসনের প্রার্থী চুড়ান্থ করিবেন এবং নমিনেশন দাখিলকৃত উক্ত প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারেন এতে দলের

কোন প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব থাকবে না| স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েও নির্বাচন করে জয়লাভ করিলে সরকার গঠনেও যোগ দিতে পারেন| জনগণ অবশ্যই চুড়ান্ত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করে দিবেন| যিনি শুধুমাত্র আই প্রণেতা হবেন| এই সংদের উপওে থাকবে জাতীয় মাহপরিষদ| জাতীয় মহাপরিষদ হবে ৬৪টি জেলা থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসবেন| রাষ্টপ্রতি নির্বাচিত হবে এই জাতীয় মাহপষিদের প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে এবং এই জাতীয় মহাপরিদষ ও সংসদের মেয়াদকাল আলোচনার মাধ্যমে পূণ:নির্ধারিত করা হবে| প্রেসিডেন্ট ভবনকে আরও অনেক খানি সংকোচিত করা হবে| এই জাতীয় মহাপরিষদ প্রেসিডেন্টকে সহায়তা করিবেন সংসদ সদস্যগণ| জাতীয় পরিষদে যেসব আইন পাশ করা হয় চুড়ান্ত করিবার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আসে, তখন সকল সদস্য এই আইনের ভাল-মন্দ, স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী ঝুকিপূর্ণ হল কি না বা রাষ্ট্রের পড়্গে বিপড়্গে আর্ন্তজাতিক মহলে গ্রহণ যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা, কর আরোপ করা, কর প্রদান কম-বেশি করা ইত্যাদি বিষদ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা এবং জবাবদিহিতা চাইবেন| প্রতিটি জেলা পরিষদ ও ইউনিয় পরিষদের সকল কর্মকান্ডের| প্রেসিডেন্ট সকল আইন পাশ করিতে বাধ্য থাকিবেন না| যতড়্গণ পর্যন্ত সকল সদস্যগনের মধ্যে থেকে বেশিরভাগ সদস্য একমত না হন|

রংপুর জেলা পরিষদের ছবি

এই জেলা পরিষদ ভবন থেকে রংপুরবাসীর সকল উন্নয়ন ও পরিকল্পনা করা হয়ে থাকবে| ৯০টি ইউনিয়ন পষিদের সকল কর্মকান্ড উক্ত পরিষদ থেকে পরিচালনা করলেই অর্থনৈতিক প্রশাসনিক

ও সামাজিক মুক্তি আসবে| প্রতিমাসে এই পরিষদে যে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলে জীবন-যাপন, মনো-মানসিকতা এবং রম্নচিশীল হতে সহায়ক হবে|

গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলের প্রস্স্থাবিত প্রাথমিক সরকার কাঠামো

জেলা পরিষদ থাকবে ২৬টি ইউনিয়নের ২ জন প্রতিনিধি নিয়ে ৫২টি সদস্য পদ

১| ইউনিয়ন পরিষদ হবে স্থানীয় সরকারের মিনি পার্লামেন্ট, যেখানে থাকবে ১৫টি শাখা বা বিভাগ যা এই পরিষদের কার্য পরিচালনা করবে| যা এই ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পরিচালনা করবে|

২| ইউনিয়ন পরিষদের আয়তন ৪০টি গ্রাম নিয়ে হবে এবং ৪০ জন কাউন্সিলার একটি গ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করবে|

৩| ৬৭০০ ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে হবে স্থানীয় সরকার এবং ১০৬টি পৌরসভা ও পৌর করর্পোরেশন থাকবে এই স্থানীয় সরকারে|

৪| ৬৪টি জেলা পরিষদ থাকবে| প্রতিটি জেলা পরিষদে থাকবে ৫২টি সদস্য পদ, যা কিনা ২৬টি ইউনিয়ন পরিষদের ২ জন প্রতিনিধি| আর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে ৫ জন সদস্য| ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম নিয়ে প্রতিমাসে ১টি সভা, যেখানে বেশির ভাগ আলোচনা ও পরিকল্পনা হবে ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে, আর কিছু বড় বড় পরিকল্পনা জেলা পরিষদের অধিনে থাকবে|

৫| জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে ১৮০৬টি স্থানীয় সরকারের গঠিত ৬টি পরিষদের ১ জন সদস্য নিয়ে ৩০০ জন সংসদ সদস্য অথবা ৪টি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা থেকে নেওয়া হলে ৪৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে জাতীয় পরিষদ, যারা প্রতি মাসে আসবে ৪ দিনের জন্য| আর জনসংখ্যা বাড়ানো বা কমানোর ব্যবস্থা নিবে স্থানীয় সরকার|

৬| জাতীয় মহাপরিষদ গঠিত হবে ২টি জেলা বা ২টি জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নিয়ে| যার মধ্যে ৩২ জন আসবে ভোটের মাধ্যমে আর ৮ জন আসবে ৪ বাহিনী থেকে| বিচার বিভাগ থেকে কোনো সদস্য নেওয়া হবে না| তবে বিচার বিভাগকে সামনে রাখা হবে|

৭| রাষ্ট্রপতি নিয়োগ কোনো দল থেকে হবে না|

৮| জাতীয় সংসদ পরিষদে থাকবে আইন প্রণয়নের ড়্গমতাধারী গোষ্ঠি, যারা শুধু বিভিন্ন আইন পাস আর নীতি নির্ধারিণ করবে|

৯| বিকেন্দ্রীয়করণ ব্যবস্থা সর্বস্থরে কার্যকর করার জন্য ৩০০ সংসদ পদ থাকবে জাতীয় পরিষদে| যা কিনা সমাজের আর্থিক নিরাপত্তা বাড়াবে আর ব্যক্তিপূজা বন্ধ করবে|

১০| খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য শিড়্গা ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে|

১১| রাজধানীর জনসংখ্যা কমানো ও স্বাস্থ্যসম্মত বসতি নির্মাণের জন্য রাজধানীর বিভিন্ন অফিস অন্যান্য জেলায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ থাকবে| আর সেই সাথে থাকবে স্বাস্থ্যসম্মত বসতি নির্মাণের বাধ্যতামূলক রূপরেখা| যা কিনা আলোচনার মাধ্যমে আসবে|

১২| রাস্তায় যানবাহন ঘটিত যে কোন দূর্ঘটনায় পুলিশ না আসা পর্যন্ত গাড়ীচালক পালাতে পারবে না| এই দূর্ঘটনাজনিত মারামারি, ভাংচুর, রাস্তা বন্ধ ইত্যাদি আইগত নিষিদ্ধ করা হবে| আর এই আইন অমাণ্যকারীকে দন্ডনীয় সাজা দেওয়া হবে|

১৩| যেসব এলাকা বেকারত্ব বেশি সেখানে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা আর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্যে ১ থেকে ৫ বছর সুদমুক্ত আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে|

১৪| সকল স্তরের শুল্ক আদায়কারী আর অভিবাসন কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে|

১৫| পানি ও পথ উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হবে|

১৬| গ্রাম-গঞ্জের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে ২৫০ থেকে ৬০০ তে আনার প্রস্তাব রাখা হবে| আর ৪ বছর বয়স থেকে বাল্যশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে|

১৭| যেসব সেবাদান প্রতিষ্ঠান বা গৃহস্থ পরিবার বা অন্যান্য শিল্প-কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অন্যের শ্রম ক্রয় করে কাজ পরিচালনা করে তাদেরকে নিবন্ধন করা হবে এবং সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের একটি নূন্যতম কর প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হবে| এই কর ইউনিয়ন পরিষদের কাছে থাকবে| আর এখান থেকে বযস্ক ভাতা আর কর্ম-অড়ামতার ভাতা প্রদান করা হবে| শ্রমিক যদি কর্মড়্গোত্রে দূর্ঘটনার জন্য কর্ম-অড়াম হয় তবে তার দৈনিক আয়ের উপর শতকরা কিছু অংশ মালিক ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা দিবে আর বাকি অংশ আসবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে| আর এই টাকার পরিমাণ ইউনিয়ন পরিষদ নির্ধারিন করবে আলোচনার মাধ্যমে|

১৮| প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থাকবে|

নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব

১৩:০১| ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯৫ অধ্যাদেশ নং ৬, ১৯৯৫|

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তিত্ম-শৃংঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা সমূহকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদানকল্পে প্রণীত|

অধ্যাদেশ

যেহেতু সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা সমূহকে কতিপয় বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা :- এই অধ্যাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা :- বিষয় বা প্রসঙ্গেও পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) “নির্বাচন” অর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন,

(খ) “নির্বাচনকাল” অর্থ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হইতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর পনের দিন পর্যন্ত সময়,

(গ) “পরিষদ” অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা।

৩। অধ্যাদেশের প্রধান্য : আপাতত : বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানবলী কার্যকর থাকিবে।

১৩:০২। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আচরণ নীতিমালা

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁহাদের সমর্থকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অনুসরণীয় আচরণ নীতিমালা।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেড়্গা এবং সুচারম্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিবার লড়্গ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁহাদের কর্মীদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পরমত সহিঞ্চুতার চর্চা অত্যবশ্যক| এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে নির্বাচন কমিশন সকল প্রার্থী এবং তাঁহাদের কর্মী ও সমর্থকদের জন্য নিম্নরূপ একটি অনুসরণীয় আচরণ নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন| নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেড়্গা ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিবার লড়্গ্যে এই নীতিমালা অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক|

১| সংজ্ঞা :- বিষয় ও প্রসঙ্গেও পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আচরণে নীতিমালা্

(ক) “নির্বাচন পূর্ব সময়” বলিতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে,

(খ) “প্রার্থী” বলিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান বা মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে বুঝাইবে|

২| নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অবশ্যই মানিয়া চলিলে হইবে|

৩| স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি অবাধ ও নিরপেড়্গা নির্বাচনের পূর্বশর্ত কিন্তু কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপড়্গের একক প্রচেষ্টা একটি সুশৃঙ্খল নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয়| সুতরাং সকল প্রার্থী ও তাঁহাদের সমর্থকসহ সংশিস্নষ্ট সকলকে এই ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রড়্গাকারী কর্তৃপড়্গাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে|

৪| কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি সংক্রান্ত:-

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে কেহ সংশিস্নষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

৫। ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউস ইত্যাদির ব্যবহার:-

কোন প্রার্থী বা তাঁহার কোন সমর্থক নির্বাচন পূর্ব সময়ে সরকারী, আধা-সরকারী ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউস এ অবস্থান করা হইতে বিরত থাকিবেন এবং এই জাতীয় ভবনে নির্বাচনী প্রচারনামূলক অথবা কোন কর্মী সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

৬। নির্বাচনী প্রচারণা:

(ক) প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকিবে। কোন প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান প- করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাইবে না।

(খ) কোন প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্প র্কে সাধারণভাবে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(গ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কোন সড়কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন জনসভা করা যাইবে না।

(ঘ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোন ভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরম্নদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভা আয়োজকদের অবশ্যই পুলিশের শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই ধরণের ব্যক্তিদের বিরম্নদ্ধে তাঁহার নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না|

(চ) কোন সড়ক কিংবা জনগনের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না| নির্বাচনী ক্যাম্প অনাড়ম্বর হইতে হইবে| নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাইবে না|

(ছ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোষ্টার দেশী কাগজে সাদা-কালো রং এর হইতে হইবে এবং উহার আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি এর অধিক হইতে পারিবেনা| কাপড়ের ব্যানার ব্যবহার, তোরণ নির্মাণ বা অন্য কোন প্রকার জ্যাক-জমকপূর্ণ প্রচারণা হইতে বিরত থাকিতে হইবে|

(জ) কোন প্রার্থী একই সঙ্গে একটির বেশি মাইক ব্যবহার করিবেন না এবং উক্ত মাইকের ব্যবহার দুপুর ২.৩০ ঘটিকা হইতে রাত ৮.০০ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন|

(ঝ) নির্বাচনী প্রচারণা হিসাবে সকল প্রকার দেওয়াল লিখন হইতে সকলকে বিরত থাকিতে হইবে|

(ঞ) কোন প্রার্থীর পড়্গে ট্রাক, বাস কিংবা অন্য কোন যানবাহন মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না|

এই ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব আমাদের কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করবে এবং কর্মসংস্থান এনে দেবে| তার চেয়ে বড় হবে এখন যে যুদ্ধ লেগে আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আসল ব্যাপার হলো আমরা জনসাধারনগণ সংসদ সদস্য নির্বাচন করবো আইন প্রণেতা সেখানে কোন সদস্য যাবেন সেটি নাগরিকদের দায়িত্ব কাধে নিতে হবে এবং বড় সুরে বলতে হবে সংসদ নির্বাচিত করা| আমাদের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দাও? কোন দলের কর্তৃত্ব রাখতে পারবেন না| নির্বাচন

কমিশন ও সকল ইউনিয় পরিষদের নাগরিকগণ এর অংশ গ্রহণে আমরা এই নির্বাচনের ফলাফল দেবো এবং সকল দলের মানতে হবে| আমরা আর শাসিত হতে চাই না কোন দল শাসন করবে সেই নিয়ে আমাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে পারেন না|

কেন আমার ইচ্ছা হলো প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ২২ পরিবারের বিরূদ্ধে আমাদের অভিযোগ ছিল| যে কারণে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম দিকে স্থবির ছিল| ১৯৮০ সালের পর থেকে বিশ্ব অর্থনীতি উন্নতি সাধন করার পর থেকে আমাদের দেশে অনেক অর্থ সম্প দ এসেছে| সরকারী-বেসরকারী ভাবে অনেক অর্থ এসেছে এবং বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য দাতা গোষ্ঠি প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিয়েছে উন্নয়নের নামে| সেই থেকে আমাদের দেশে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার চুড়ান্ত রূপ ধারণ শুরূ হয়েছে| সে থেকে আমাদের দেশে যেসব দেশগুলো রপ্তানি করিতেছে এবং যারা আমদানি করিতেছে তারাই প্রকৃতভাবে লাভবান হইতেছেন| সেই লাভবান হওয়ার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য যেভাবে সড়ক তৈরি করা হয়েছে| অনেক গুলো সড়ক আমাদের প্রাকৃতিক সম্প দকে নষ্ট করে দিয়েছে| এক দশক আগেও পত্র-পত্রিকা পড়েছি দেশটা যেন যত্রতত্র সড়কের দেশে পরিণত হইতেছে, অপরিকল্পিতভাবে এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করিতেছে| যেহেতু বাংলাদেশ ভারত থেকে ভাটির দেশ হওয়ায়, কারণে ও অকারণে আমাদের দেশে ভারতের পানি সাথে পলি ও বালি মাটি এসে আমাদের দেশকে ভরাট করে ফেলেছে| আমাদের দেশে অতীতের সরকার গুলো সেই দিকে নজর দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করেন নাই| আমাদের নদী মার্তৃক দেশ এখন ভরাট হয়ে মরূভূমিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে| সারা

দেশের ভিতরে ছোট-বড়, নদ-নদী, হাওর-বিল ভরাট হয়ে গিয়ে পানি শুন্য অবস্থায় আছে| সরকার প্রধানদের শুধুমাত্র বড় বড় দুই একটি নদীর কথা নিয়ে আলোচনায় থাকেন আর অগোচরে সারা দেশের ভিতরে যে পানি শুন্যতা তৈরি হয়েছে, তার দিকে কোন খেয়াল নেই| এর পিছনে একটি মাত্র লড়্যা কাজ করতেছে সেটা হলো আনাচে-কানাচে, সেখানে-সেখানে, ছোট-বড় সড়ক হওয়া চাই| আর সেটা হলো দেশের একমাত্র উন্নতির লড়্যা| কিন্তু আমি একমত হতে পারি না| কারণ অপরিকল্পিতভাবে আমরা উন্নয়নের নামে যা করবো, আগামী প্রজন্ম আমাদের এই অপরিকল্পিত কাজ গুলোর জন্য দায়ী করবে| আজ আমাদের দেশে সমতল ভূমিতে মেশিন দ্বারা নদী খনন করে পানি চলাচলের ব্যবস্থা নেওয়া উদ্যোগ করা হইতেছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে| আমাদের দেশে অনেক ছোট-বড় অপরিকল্পিত সড়ক তৈরি করার কারণে হাওর বিল ভরাট হয়েছে| যেসব হাওর-বিল পানি ধারণ ড়্যামতা হারিয়ে ফেলেছে এমন এক সময় আসতে পারে পানির জন্য আমাদের হাহাকার করতে হবে কিংবা বিদেশিদের থেকে আমাদেরকে সাহায্য নিতে হবে পানির জন্য| তখনই আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হতে পারে| তার সাথে আমাদের আত্মসামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে| গ্রামবাংলার সামাজিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অবস্থা বাধাগ্রস্থ হলে আমাদের বাঙ্গালীআনায় আঘাত আসবে এবং আমাদের বাঙ্গালী সাংকৃতির চিন্ন থাকবে না| শৈশব কালে অগ্রাহায়ণ মাসে আমন ধান কাটার পর আমাদের মধ্যে একটা আনন্দের জোয়ার বইতো ধান কাটা শেষ হলে খটকুটু দিয়ে একটি ঘর বানাইতাম এবং সেই ঘরের মধ্যে রান্না করার জন্য মাটির চুলা তৈরি করে ভাত রান্না করেছিলাম| সারা হেমন্তের পর বৈশাখ আসে বৈশাখের প্রথম দিকে ঝড়ে আমাদের ডোবা এলাকাটি পানিতে ভরে যেত, আমার কোন নৌকা ছিল না, অন্যদের সাথে নৌকা উঠে আনন্দ পেতাম| এরপর আরও না কতকিছু, এইসব শৈশব কালের স্মৃতিগুলো যেন বাঙ্গালীআনায় থেকে যায়| আমাদের গ্রামবাংলার ঐতিহ্যকে

সংরড়্গাণ করে শহর অঞ্চলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রসার বাড়ানো সম্ভব| আমাদের গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক অবস্থায় রাখার পড়্গে আমি চি˜ত্মা করি| কারণ এটা আমাদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আজকে যদি আমরা ব্যবহার নাও করে থাকি, তাকে হারিয়ে যেতে দিবো না| শতবৎসর পরও চাষ যোগ্য জমি-জমা, নদী-নালা, হাওর, খাল-বিল, জলাশ্বয় ইত্যাদি সংরড়্গাণ করা আমাদের দায়িত্ব আমি মনেকরি| আমি চাই না দেশ ঋণ নির্ভরশীল হয়ে উন্নতির নামে অবকাঠামো বাড়ানো, কখন যে কি হয় বিশ্ব অর্থনীতিতে| কোন উন্নত দেশ যদি আমাদের ব্যবসার অ˜ত্মরায় হয়ে দাঁড়ায় তখন আমরা কি উপায় পাবো| আজকে গ্রীসের যে অবস্থা সে অবস্থা আমাদের মত দেশে যেন না হয়, সেই দিকে আমাদের লড়্গ্য রাখা উচিৎ|

ধর্মের আলো

জনাব আপনার লিখা পড়ে মনে আশা জাগলো মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণের জন্য বেকার ভাতা ছিল, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা:) বলতেন আমার খেলাতের সীমানায় (রাষ্ট্রের ভিতর) একটি কুকুর যদি না খেয়ে মারা যায়, তবে আমাকে জবাব দিহি করতে হবে| বাধ্যবাধকতার আলোকেই মহানবী (সা:) আপন হ˜েত্ম গড়ে তুলেছিলেন তাঁর আর্দশিক রাষ্ট্র| বেঁচে থাকা মানুষের জম্মগত মৌলিক অধিকার পূরণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে নিয়েছিলেন| যেমন:- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিড়্গা, চিকিৎসা ইত্যাদি| কিন্তু জানা হলো না কেমন করে ওমর (রা:) তা পূরণ করেছিলেন| মদিনা ছাড়া আর কোথাও এই মত রাষ্ট্র আছি কিনা, থাকলে কি প্রকারে হয়েছে এই সব বেকারদের ভাতা, এতিম অনাথ, দূস্থ্য অসহায় পঙ্গুসহ সকল নাগরিকদের আর্থিক সুবিধা কি প্রকারে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল| বর্তমান যুগে তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? আপনি যদি এই সিষ্টেম ব্যাখ্যা করেন তা হলে আমরা পাঠকগণ উপকৃত হতে পারতাম| কারণ বর্তমান যুগে যা

শুনা যায় চাচা নিজের জান বাঁচাও| অন্যের কথা ভাবতে শুনা যায় খুবই কম| আমি মনেকরি এই ব্যবস্থা না পাওয়ার কারণে বাংলার মাটিতে এই করম্নণ দশা| এই করম্নণ দশা থেকে অসহায় মানুষ গুলো নি:স্ব ছেলে-মেয়েরা কিভাবে রাষ্ট্রের সংবিধানিক উপায়ে আর্থিক নিরাপত্তা পায়| রাষ্ট্র কি প্রকারে তার নাগরিকদের সংবিধানিক ভাবে অধিকার দিতে পারে| অধিকার সুনিশ্চিত করাটাই আসল কাজ| আমরা এই যুগে হযরত ওমর (রা:) কে কোথায় পাবো বাংলাদেশের জন্য| যে মানুষ গুলো সারা জীবন তার শ্রম দিল সমাজের মানুষের জন্য| তারা বুড়ো বয়সে অসহায় হয়ে নি:স্ব হয়ে অনিশ্চয়তায় দিন কাটাতে হয়, যদি কেউ সাহায্য করে| ছবিতে যাদেরকে দেখা যাচ্ছে তারা নি:স্ব হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরের ফুটপাতে জমা হয়েছে হযরত ওমর (রা:) কে বলার জন্য| তারা কেনই বা এমন ভাবে গ্রাম ছাড়তে হলো| রাষ্ট্র তাদের দায়িত্ব নিলে এমন হতো না| ঈদের সময় দেখা যায় একদিন মহাজনরা কাপড়-চোপড়, মাংস দিয়ে থাকেন| তারপর সারাটি বৎসর অপেড়্গায় থাকতে হয়| এইসব রাষ্ট্রের পড়্গ থেকে দিতে গেলে কি প্রকারে দিতে পারে এই বিষয়ে আরও লিখলে আমরা উপকৃত হবো| আমরা সাধারণ মানুষ লিলস্ন্যাহ, ছদগা ও যাকাত দিয়ে থাকি ব্যক্তি ভাবে| তবে তাদের কোন ভাবে সহায়ক হয় বলে মনে করিনা| তাই আপনি আরও ব্যাখ্যা করে লিখলে সুরমায়া আমরা পড়তে পারবো|

ডব পধহ মধরহ নবঃঃবৎ ৎবংঁষঃ ভড়ৎস মড়হড়-াড়ঃব

গণভোটে ছোট-বড় বিষয়গুলোর সমাধান করতে উদ্যোগ গ্রহণ আমাদের জন্য মঙ্গঁল হবে| প্রতিটি ইউনিয়নের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড গুলো গণভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাল হবে, এর জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নের্তৃত্বে দেওয়ার প্রয়োজন| গ্রামগুলোর পরিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গবেষণা

করিলে সমাধান আনতে পারেন| এক একটা গ্রামের ভিতর কত অনাবাদী জমি পড়ে আছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে পরিকল্পনা করে খেলার জায়গা পর্যন্ত পাওয়া যাবে| আমি সরকার পরিচালনা করিতে পারিলে আমি যত্ন সহকারে সমাজের মানুষের আর্থিক, শান্তি ও উন্নয়ন করিবার জন্য কাজ করতে থাকিতাম, সমাজের নাগরিকদের রষ্ট্র পরিচালনা বিষয়াদি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান পরিচর্চা করিবার জন্য উৎসাহিত করা হতো, রাষ্ট্রের সম্প দ রক্ষা করে ও উন্নতি সাধন করে সমাজের মানব সম্প দ উন্নতি করা প্রয়োজন| বর্তমান সরকারগুলো যে প্রকার উন্নয়ন সাধন করিবে তাতে অল্প কিছু বড় বড় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সেই সুযোগের সুবিধা ভোগ করে থাকিবে| ঝল-মল, সাজ-সজ্জা দেখতে পাবে, কিছু কর্মকর্তা বড় অংকের সুবিধা পাবে ইত্যাদি| কিন্তু বিশাল জনগোষ্ঠি কোনঠাসা হতে পারে| অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ডে যা সকলের জন্য সুবিধার চেয়ে অসুবিধাটা বেশি থাকবে| আমার সরকারে সকল নাগরিক অংশগ্রহণ করে মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিচালনা করিবে| তাতে মানব সম্প দ উন্নয়ন করার সুযোগটি নিজেদের হাতে, নিজেদের ক্ষমতায় থাকবে| এতে করে ধীরে ধীরে মানুষ স্বস্তির ভাবে নিজেদের চিন্তা-চেতনা আবিষ্কার করে সকল সমস্যার সমাধান আনতে পারেন| সমাজে নিজের নিরাপত্তা যেমন প্রাধান্য পায় সেরূপ অপর জন তার নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ কৌশল অবলম্তন করে থাকে| সে জন্য সমাজের সকলের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় চলে আসে| আমাদের গ্রামগুলোর মধ্যে তেমন কোন খেলা করার জায়গা থাকে না| শীতকালে ফসলী জমিতে কিছু খেলাধুলা হয়ে থাকে, পরে আর তা হয় না| এই জন্য সারা বৎসর খেলাধুলা করার জন্য পুরো মাঠে দেওয়াল ও চাদ দিয়ে অর্থ্যাৎ বড় করে হল তৈরি করে দিলে সকল বয়সের নাগরিকগণ ব্যয়াম করে খেলাধুলা করে নিজেদেরকে সজিবতায় আনতে পারেন| সকল মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ ব্যয়াম করা খেলাধুলা করা আর সুযোগ-সুবিধা আমার সরকার করে দিবে ইউনিয়ন পরিষদের নের্তৃত্বে| নতুন করে গড়ে তুলবো

তার জনবল| নতুন করে গড়ে তুলবো তার কর্মপরিধি| নতুন করে গড়ে তুলবো তার স্বাধীনতা| আপনারা আসুন নিজ নিজ ইউনিয়ন নিয়ে গবেষণা করে একটি বার্তা তৈরি করে দেখেন জন সম্মুখে কেমন শুনায়| নিজেকে সঠিক ভাবে আবিষ্কার করতে পারলে, নিজের চি˜স্থা-চেতনা, অক্লা˜স্থ অধ্যয়ন করে সমাজের মানব সম্প দ গড়ে তুলার চেষ্ঠা করিতে আসিলে আপনি একা থাকবেন না| সামজকে সঠিক নের্তৃত্ব দিতে পারলে ৩০ বৎসর সময়ে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব| সে জন্য বিশদ আকারে শিড়্গা অর্জন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানের উপর অনেক জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন| বর্তমানে আমরা শাসিত হই জেলা প্রশাসক দ্বারা| তখন আমরা আমাদের কর্তৃত্ব করতে পারবো| আমাদের সিদ্ধা˜স্থ নিতে কাহার ও মুখাপ্রেড়্গী হতে হবে না| আসুন, আমাদের পরবর্তী প্রজম্মদের জন্য তৈরি করি সুন্দর হয়ে বেঁচে থাকার পরিবেশ| একটি দেশ ও সমাজ গড়ে তুলি নিজেদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, নিজেরা যাহা বুঝি তাই করি, নিজেদের জ্ঞানের মধ্যে যাহা ধওে তা ধরে তাহা ধরে রাখি| জ্ঞানের পরিধি বাড়ার সাথে কাজের পরিধি ও বাড়িবে, মানব সম্প দ গড়ে তোলা মানে আমি যাহা বলিতেছি বলছি তা'হল নুন্যতম চাহিদা সকল নাগরিকদের প্রচেষ্ঠায় এবং তাহার চাহিদা পূরণ করে জীবন-জীবিকা চালানোর সুযোগ-সুবিধা, শিড়্গা-দীড়্গা, প্রশিড়্গাণ, মনো-মানসিকতা, আনন্দ উপভোগ করার উপযুক্ত পরিবেশ ও শিড়্গা দিয়ে তুলতে হবে| আমি ছোট কালে যে পরিবেশ প্রকৃতি আমাকে দিয়েছে সেটাই ছিল আমার সোনার বাংলা| কিন্তু আমি সোনার বাংলা বলতে, বুঝতে, অনুভব করতে শিখেছি অনেক বয়স হওয়ার পর| আমি ছোট কালে যেমন সংকুচিত ছিলাম আজ ও সংকুচিত আছি| কারন প্রতিবন্ধকতা দূও হয় নাই, দূও করতে ও পারি নাই| আমাদের গ্রাম অঞ্চলে এখন ও সুশিড়্গা উচ্চ শিড়্গা অনেক দূরে রয়েছে| শিড়্গাকতা যারা করবেন তারাও অনেক অনেক দূরে রয়েছেন| তাদেরকে

আনার ব্যবস্থা করার জন্য সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলবে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল| আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই| বাঁচার মত বাঁচতে শিখি, বাংলার মানুষের মঙ্গল কামনা করি|

জেলা পরিষদ

একটি ইউনিয়ন পরিষদ সকল শ্রেণীর নাগরিকদের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে, জনমত নিয়ে যখন পরিচালিত হবে, তখনই একটি ছোট আকারের সরকার এবং সভাকড়্গা বা একটি ছোট সংসদের মর্যাদা পেতে পারে| আর তখনই এই সংসদ সকল শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য উন্নতি করার লড়্গে কাজ করার পূর্বে জনমত নিয়ে টাকা ব্যয় করতে পারে| মানব উন্নয়নের জন্য কত প্রকার কথা বলা হয়ে থাকে| কিন্তু তার মধ্যে কতটুকু আসলেই মানুষের জন্য কাজে আসবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে| অনেক কাজের নামে জনগনের আর স্বার্থ কিছু স্বার্থপর মানুষের জন্য করা হয়ে থাকে| এইসব অজুহাত থেকে বেব হওয়ার জন্য সকল সচেতন নাগরিকগণ এক হয়ে চিন্তা করতে হবে| বর্তমানে অনেক কিছু পরিচালিত হয় ব্যক্তি উদ্যোগে বা গ্রামবাসীর উদ্যোগে কিংবা এলাকাবাসীর উদ্যোগে| শিড়্গা প্রতিষ্ঠান বা গ্রামের প্রয়োজনে রাস্তা বা পুল তৈরি করে পারাপার হয়ে থাকে| যাদের যখন বাড়িঘর তৈরি করার প্রয়োজন হয়, তখন যাদের সামর্থ্য আছে তাদের কোন অসুবিধা হয় না যাদের কোন আর্থিক সামর্থ্য নাই বা একেবারেই কম তাদের বেলায় কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় সহগোগিতা পাওয়ার সুযোগ রাখা হয় নাই| সমাজ বিজ্ঞানের যতগুলো সমস্যা জানা যায় এবং আমরা প্রতি দিনের জীবন-যাপনে কত সমস্যা দেখতে পাই, বা পড়ে থাকি| সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আর তা'হল ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা| প্রতি বৎসর যে পরিমাণ কর আদায় হয়ে থাকে, এই আয়-ব্যয় করার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের

মতামত নিয়ে ব্যয় করা হলে আমরা সবাই উপকৃত হবো| এই কর আদায় হয়েছে উক্ত ইউনিয়নবাসীর সর্বময় উন্নতি সাধনের জন্য এবং একটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান পাওয়ার জন্য এবং তা সংবিধানিক ভাবে হতে হবে| এই অর্থ প্রতি বৎসর ইউনিয়নের মানুষ ইউনিয়নের মানুষের জন্য ব্যয় করলে আমরা সকল উপকৃত হবই হব| শুধু অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিজ্ঞজনের কারিগরি যক্তি ও পরামর্শ ও গবেষণা করে উক্ত এলাকার মানুষের মতামত নিয়ে যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বাস্থবায়ন কর হলে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো| বর্তমান ও অতীতে যা হয়েছে সবই আমাদের স্বার্থের বিপরীত| তাই আমাদেরকে নতুন করে আগামী দিনের জন্য ভাবতে হবে প্রাকৃতিক সম্প দ রড়্গা করে আমাদের আধুনিকতা আনতে হবে| আমাদের নদ-নদী, হাওর-বিল ও জলাশয় ইত্যাদি রড়্গা করে সড়ক তৈরি হলে তার উপরি ভাগ অনেক খোলা-মেলা রাখতে হবে এবং প্রশস্থ রাখতে হবে| পানি চলাচলের জন্য এখানে যে বা যারা সংকীর্ণতা অবলম্ভন করে তারা মানুষের মঙ্গল কামনা করে না| তাদেরকে দূরে রাখতে হবে| এই অর্থ জনগনের আমানত বলেই মানতে হবে| জনগনের জন্য ব্যয় হবে| জনগনের মৌলিক চাহিদার সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব এই পরিষদ মেটাতে বদ্ধ পরিকর হতে পারলেই সমাজে শান্থি প্রতিষ্ঠা করা যাবে| বাসস্থান, শিড়্গা, কর্মসংস্থান, প্রশিড়্গাণ ব্যবস্থা, খেলাধুলা করার জন্য মাঠ এবং সময় কাটানোর জন্য ব্যায়াম শিড়্গা দেওয়া জন্য খোলা মাঠ চিকিৎসালয়, বিচার ব্যবস্থা, লাইব্রেরী তৈরি করে দেওয়া এবং বই পড়ায় উৎসাহী করার ব্যবস্থা নেওয়া, ইহা হলে পরে আমাদের গ্রাম-গঞ্জে কত জায়গা খালি পড়ে আছে| ব্যক্তি মালিকানা বা মালিকানা বিহীন এইসব জায়গা পরিষদ পরিকল্পনা গ্রহণ করে গ্রাম্য উপাদান দিয়ে আবাসন তৈরি করে ভাড়া দিতে পারে এবং এটা পরিষদ একটি আয়ের মাধ্যম হয়ে দাড়াতে পারে| আবাসন সমস্যার সমাধান চলে আসবে| গ্রাম গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে পরিষদ মানুষের চলাচলের ব্রীজ তৈরি করা রাস্থা-ঘাট ইত্যাদি হাট-বাজার দেখাশুনা পরিষদের

দায়িত্ব থাকবে| সংসদ প্রতিনিধি, মেম্বার, চেয়ারম্যান তাদের উন্নয়ন কর্মসুচি থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং অনুদানশীল প্রকল্প গুলো থেকে প্রতিটি পরিষদকে মুক্ত থাকতে হবে| যেমন:- জাইকা, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি সংস্থা আমাদের জনগনের মঙ্গলের জন্য তারা চিন্থা করবে না| তারা অন্যকোন সংস্থার জন্য এই কাজ করার নামে এসে যতসব পরিকল্পনা বাস্থবায়ন করে তা আমাদের কাজে আসে না, কোন উপকার বয়ে আনবে না| সরকারী পরিকল্পনার নাম ধরে অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়| তারা মরম্ভূমি বানাবে আমাদের সকল এলাকাকে এতে তাদের শক্তি বাড়বে| আর জনগন দূর্বল হয়ে পড়বে| তারা যে সকল সুইচ গেইট দেবে তা আমাদের মঙ্গলের জন্য নয়| ব্রীজ দিবে তাদের লাভের জন, নদী ভরাট করবে তাদের লাভের জন্য| আমাদের সকল ইউনিয়নবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবী তুলতে হবে| সকল ড়্গমতার উৎস নাগরিকদের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদ সরকার পরিচালনা করতে চাই|

এক ছাদের নিচে মিলবে সব সরকারী সেবা

উক্ত পরিকল্পনা বাস্থবায়ন করা হলে ৬৪ হাজার গ্রাম-গঞ্জের মানুষ আর একবার তাদের গণতান্ত্রিক অংশ গ্রহণের অধিকার হারাবে| এমনিতেই কোন কাজে গ্রাম-গঞ্জের মানুষ কোন পরিকল্পনায় তাদের মতামত উপস্থাপন করিতে পারে না| সরকার যে কোন প্রকার একটি পরিকল্পনা নিয়ে এসে একটি সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্থবায়ন করে| জনসাধারণ আপত্তি দিলে ও তা কারণ করা যায় না| আর উক্ত পরিকল্পনা হাতে না নিয়ে এতগুলো টাকা অপচয় না করে এতগুলো ইমারত তৈরি না করে শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের কাছে সবগুলো দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হউক| যে ২৭ প্রকার সেবা দেওয়ার জন্য আবশ্যক বলে মনে হচ্ছে সব কয়টি ইউনিয়ন থেকে দেওয়া যাবে| প্রাকৃতিক পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে| এতগুলো ইমরাত তৈরি করা হলে বালি আর বালি উড়বে

সারা দেশময়, যা কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না দেশের জন্য| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল যে প্রকার রূপরেখা বাস্থবায়ন করতে চায় তা দেখার জন্য সকল স্থরের মানুষের কাছে আহ্বান জানাই| যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ আছে সেখানে নতুন করে অন্য কিছু করা জনগনের জন্য কল্যাণ জনক হবে না| জেলা পরিষদ আন্র্থ-জেলার জন্য কারিগরি রূপরেখা তৈরি করতে পারে| আমি সেইটা বার বার লিখে থাকি| এই দুইটি সংস্থা পুরোপুরি ড়ামতা দিলে সারা দেশের আমুল পরিবর্তন আনতে পারবে| ইউনিয়নবাসী সকলে মিলে আলোচনা করে দেখার সময় হয়েছে| এই সকল পরিকল্পনা বাস্থবায়ন করতে সম্মতি দিলে আমাদের জন্য যে ড়াতি হবে তা পূরণ করতে পারবো না| সরকার যা করে দেখাতে চাইতেছেন তা কিছু সংখ্যক মানুষকে সন্তুঠি দিয়ে কাজ দেখিয়ে বাওবা পাওয়া ছাড়া আর কিছু নাই| যেখানে আমার পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের নের্তৃত্বে চিত্র অঙ্কন করে সাজাতে পারি| সারাটি দেশ যেখানে সকল মানুষের অংশগ্রহনের সুযোগ থাকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে জীবন-জীবিকা চালাতে পারি| আমরা আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি| যা আমাদেরকে পরাধীন করে বসবে| স্বাধীন বলতে শুধু একটি দিন উদ্ভাবন করতে পারবো, কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি পাবো না| আমাদের শিড়্গা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য আবাসন, চিকিৎসা, খাদ্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা, আইন শৃংঙ্খলা, উন্নত করা সবই সম্ভব যদি আমি গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল নিয়ে সরকার গঠন করতে পারি এবং পাঁচটি বৎসর সরকার পরিচালনা করতে পারি| এই সময়ের মধ্যে প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে একটি সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারতাম|

ঋণের ফাঁদে সরকার

সরকারী চাকরিজীবীরা চাকরি হারানোর ভয়ে আসল কার্যক্রম জন সম্মুখে প্রকাশ করতে পারে না| তার পরেও সংবাদ মাধ্যমে যতটুকু জানা যায় তাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠে| একটি সরকারের জন্য এত বিশাল অংকের টাকা ঋণ নেওয়া মোটেও শুভ মঙ্গলজনক নয়| সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য অনেক দেশ প্রস্তুত আছে| কিন্তু তা গ্রহণ করে বড় বড় প্রকল্প করার জন্য আমাদের যে দক্ষতা থাকার প্রয়োজন তা নেই| দেশ দেওলিয়া হয়ে গেলে আমাদের স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকবেনা|

প্রায় ২ কোটি শিশুকে বিদ্যালয় মূখী করতে এডিবির ঋণ

আমার সরকার এই প্রকার ঋণ করে কিছু লোকের সুবিধা থেকে বের হওয়া এবং সকল শ্রেণীর জন্য সহনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করার ইচ্ছা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা করা সম্ভব, এবং সকল প্রকার পেশা জীবিদের জন্য সন্তুষ্টি জনক কর আদায় বা কর রেহাই ইত্যাদি ব্যবস্থা আনা সম্ভব| তবে জাতির জন্য যেসব মঙ্গল জনক নয় সেই সব পরিকল্পনা না করে নিজেদের জ্ঞান বিবেক কাজে লাগানো প্রয়োজন| ঋণ করে জাতির উপর কর বাড়ানো| তারপর ঋণ শোধ করা সহজ নয়| এখানেই বলা যায় শোষণ ব্যবস্থাকে চালিয়ে যাওয়া| আমরা আমাদের মত করে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আর উন্নতি সাধন করতে পারি| এই শোষণ ব্যবস্থা আমাদের জন্য নয়, তা করা হয় অন্যদের জন্য| একটি জাতির জন্য একটি দল প্রয়োজন সার্বিক ব্যবস্থা উন্নতি করতে পারে পরিকল্পনা অনুযায়ী| আর আমি চাই গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সকল শ্রেণীর মানুষের হয়ে কাজ করে নতুন স্বপ্ন পূরণ করতে পারে| আমি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আহ্বান জানাই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তুলি, নতুন করে ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদকে ক্ষমতা প্রদান করি| আমরা পুরোনো প্রথাকে ভেঙ্গে ফেলি| আসুন আমরা নতুন করে কর্মপরিষদ গড়ে তুলি|

পানি সংরড়্গাণ করা ১৬ কোটি মানুষের দায়িত্ব

আমাদের দেশে গত ৪০টি বৎসর ধরে নদী, হাওর, খালবিল সবকিছুই ভরাট হইতেছে এবং ১৬ কোটি মানুষ দেখিতেছেন৷ সরকার ও দেখিতেছেন কিন্তু এইসবকে রড়্গাণাবেড়্গানের জন্য কেউ দায়িত্ব পালন করেন নাই৷ কাগজে কলমে যতটুকু হয়েছে শুধুমাত্র দাপ্তরিক স্বার্থ রড়্গা করার জন্যই হয়েছে৷ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন-যাপনে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি সাধন করে নাই৷ বর্তমানে এসে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে সারা জাতিকে অনেক ব্যয়বহুল করে তুলেছে, পানি পথগুলোকে সংরড়্গাণ করে রাখা৷ ১৯৭৪ সালে কোন এক সময়ে আমি একটি পত্রিকায় লিখেছিলাম আমাদের নদগুলোর তলদেশ থেকে বালি মাটি তুলে নিতে হবে৷ না হয় অতি কম সময়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাবে৷ এখন আমাদের সারাদেশের নদী, হাওর, খাল-বিলের যে অবস্থা হয়েছে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকল নাগরিকগণ নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদের নের্তৃত্বে পরিকল্পনা গ্রহন করিতে হবে, নাগরিকদের দায়িত্বে, নাগরিকদের সুবিধার্থে এলাকার সুবিধার্থে, ভৌগলিক সুবিধার্থে পরিকল্পনা করে স্থানীয় উদ্যোগে নদী সংরড়্গাণ, হাওর, খাল-বিল সংরড়্গাণ করার কাজ হাতে নেওয়ার সময় এসেছে৷ জাতীয় সরকার থেকে বাজেটের সমুদয় টাকা ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের হাতে এনে কাজগুলোকে সম্পাদন করতে হবে৷ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সকল দায়িত্বশীল নাগরিকদের এটি একটি মহৎ কর্তব্য বলে আমি মনেকরি৷ সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে নাগরিকদের কোনো স্বার্থ বা এলাকার উন্নয়নে কোন স্বার্থ রড়্গা হবে না৷ সরকার যদি কোন কাজের, কোনো পরিকল্পনা নেয় তাহলে এটা শুধু হবে তাদের দাপ্তরিক কাজ রড়্গা করার জন্য এবং ব্যয়বহুল করে সাজানো হতে পারে৷ যা জনগনের জন্য একটি ব্যয়বহুল বোঝা স্বরূপ হবে৷ এখন আসল ব্যাপার হলো প্রতিটি ইউনিয় পরিষদকে নাগরিকদের অংশগ্রহনে ড়্গমতাসীন করার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সভাকড়্গ গঠন করতে হবে৷

প্রতিটি গ্রামের প্রতিনিধিগণ নিয়ে সভাকড়্গা গঠন করে আলোচনার মাধ্যমে আনতে হবে| এই বিষয়টি অবহেলা করে সরকারের মূখাপেড়্গী হয়ে থাকলে চলবে না| বর্তমানে যত জনপ্রতিনিধিগণ আছেন তাদের এই সব বিষয় নিয়ে চি˜ত্মা করার কোনো স্বার্থকথা নেই| এই বিষয় নিয়ে তাদের কোন উৎসাহ আসবে না| বরং তারা নিরম্নৎসাহীত করার জন্য সকল যুক্তি দিতে পারেন| সরকারী কর্মকর্তারাও বিশাল আকারের বাজেট তৈরি করে সমস্যায় রূপা˜ত্মরিত করতে পারেন| কিন্তু স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা নিলে এই মহাআকৃতির বাজেট থেকে আমরা রড়্গা পেতে পারি এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনায় সকল নাগরিকদের ঐক্যমতে আমরা এই কাজগুলো উদ্ধার করতে পারি| কিভাবে পারবো সেই উত্তর দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ চি˜ত্মা করে বের করতে পারবেন| নিজ নিজ চি˜ত্মায় এবং দৃষ্টিতে সকল নাগরিকদের কথা ভেবে চি˜ত্মা করিলে নিজেও রড়্গা পাই অপরকেও রড়্গা করি| এই মনোভাবনা নিয়ে সকলে মিলে চি˜ত্মা করে আমাদের বেঁচে থাকার পথ আবিষ্কার হবে| আমাদের বেঁচে থাকার পথকে আমরাই আবিষ্কার করতে হবে| সরকার বলে কোনো আলাদা কোন শ্রেণীর হওয়ার কথা ছিল না, ওরা আমাদের দেশেরই নাগরিক কিন্তু পর্যায়ক্রমে তারা ভিন্ন চি˜ত্মার বেড়াজালে পড়ে গেছেন| আমাদের সমাজে এই চি˜ত্মাকে নতুন করে জাগাতে হবে যে, সকল মানুষেরই একটি বেঁচে থাকার অধিকার এবং সেই অধিকারটুকু তাকে দিতে হবে| সেই অধিকারটুকু যদি তারা না পায় তখনই সমাজ এবং দেশ ভয়াবহ আকারে অপরাধ প্রবণতা বাড়তে থাকে| সেই অপরাধ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখিলে তখনই সমাজে শ্বাসরম্নদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়| তাদের এই অধিকারটুকু দিতে গেলে সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত কারোও কোনো ড়্গতি হবে না| শুধুমাত্র আমাদের অ˜ত্মর দিয়ে গ্রহণযোগ্যতা মেনে নিলে এবং তাদের পরিশ্রম সুযোগটুকু এবং একটু মনখোলা ভাবে কল্যাণের কথাটি চি˜ত্মায় রাখিলে তারাও বেঁচে যায়| সকল প্রকারের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে| আমাদের দেশ

একটি নদী মাতৃক দেশ হওয়ার কারণে আমাদের নগরায়ণ করার কথাটি অনেক করে ভাবতে হয়, সড়ক তৈরি করার সময়ে তা চি˜ত্মায় আনা প্রয়োজন ছিল| পৃথিবীর অনেক দেশ শক্ত মাটিতে তৈরি হয়ে আছে নদী-নালা অনেক কম| অনেকটা পাহাড়ী ও উচু মাটির দেশ| সমুদ্র থেকে অনেক অনেক উপরে| তাদের জন্য সড়ক তৈরি করা, শহর তৈরি কার কঠিন কাজ নয়| আমাদের দেশে পরিকল্পনার অভাবে শ্বাসরম্নদ্ধকর নগর জীবন হতে চলেছে| নগরের ভিতর যদি এক লড়্গা গাড়ী সংরড়্গাণ করার পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা থাকে তখনই এক থেকে সোয়ালড়্গা গাড়ী চলাচল করলে এতটা যানজটের সৃষ্টি হতো না| কিন্তু যদি এখন এক লড়্গা জায়গার পরিবর্তে তিন লড়্গা যানবাহন চলাচল করে তাহলে এই যানজটের শেষ দূর করা বড়ই কঠিন হবে| এই জন্য সকল চাহিদা এবং পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য সচেতন নাগরিকদের অংশগ্রহণ করাকে যক্তিসঙ্গত হবে বলে মনেকরি| আমাদের এখন ও প্রয়োজন প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে সকল নাগরিকদের অংশগ্রহণে প্রতিটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা| কিভাবে নাগরিক জীবন-যাপনকে উন্নতমানের করে রড়্গা করে চলতে পারি| স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হতে পারি| যেসব নদীগুলো আমাদের পলি মাটিতে ভরে গেছে সেই পলিমাটি গুলো তুলে ইউনিয়ন পরিষদ বিক্রি করতে পারে| ইট তৈরির কাজে, আমি এটাকে মন্দভাবে দেখি না| এতে করে আমাদের চাষযোগ্য দৌআঁশ মাটি বেঁচে যাবে| যেখাবে আজ আর্থিক সংকটে ড্রেজিং বন্ধ হয়ে গেছে ইউনিয়ন পরিষদ সেই জায়গায় ইজারা দিয়ে মাটি বিক্রি করতে পারে| এই অর্থ বর্তমানের যত আইন আছে সবকয়টি আইনকে যতড়্গাণ পর্য˜ত্ম আমরা নতুন করে সংশোধন না করতে পারবো| ততড়্গাণ পর্য˜ত্ম আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো না| কাজেই আমাদের ঐক্যেবদ্ধ হয়ে সরকার গঠনের রাজনৈতিকভাবে চি˜ত্মা করতে হয়| এইজন্য আমি খুঁজতেছি এককোটি নের্তৃত্ব স্থানীয় মানুষ| প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়নের জন্য, নিজ নিজ ইউনিয়নকে উন্নতমানের বাসযোগ্য করার স্বার্থে| নিজ নিজ চি˜ত্মাকে অর্থ্যাৎ ছোট চি˜ত্মাকে

আরও বড় করে যদি প্রতিটি নাগরিক চি~ত্মা করা শুরম্ন করে দেন আমাদের আলোকিত পথ দেখতে শুরম্ন হয়ে যাবে| নিজের মন-প্রাণকে বড় করা শুরম্ন করলেই আমাদের আত্মার পরিধি বেড়ে যাবে| তখন এককোটি মানুষের নের্তৃত্ব আসতে বেশিদিন দূরে থাকবে না| এখকার নের্তৃত্ব হয় নিজের গৌরব এবং নিজের শান-মান তৈরি করার জন্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য| আর আমি বলতেছি এককোটি নের্তৃত্ব তৈরি হতে লাগলে তখন এই নের্তৃত্বেও প্রতিপত্তির যে মূল্যায়ণ সেটা কমে আসবে| সকলের কাছে অনুরোধ করি নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসুন| চি~ত্মা করে লড়্যা স্থির করেন| আমরা আমাদের জীবন যাপনকে কিভাবে সুন্দর করতে পারি| সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে নিজেদের জীবন-যাপনের উন্নতি আসবে না| কারণ আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সেইমতো সুযোগ এখনও আসে নাই| আমাদেরকে তা আনতে হবে| নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা চারস্ত্মর বিশিষ্ট্য শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা| সকল নাগরিকের চাহিদা ইউনিয় পরিষদ পূরণ করে দিতে পারে| পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজারজাত ব্যবস্থা এবং কর আরোপের দায়িত্ব ইত্যাদি| হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা সবকিছুতেই পরিকল্পনা ভিত্তিক অগ্রসর হওয়ার জন্য সিদ্ধা~ত্ম নেওয়া| ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বে হওয়া চাই|

প্রধানমন্ত্রিকে আ~ত্মরিক অভিনন্দন জানাই

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রি একটি মন্ত্রিসভায় বলেছিলেন আবার ড়্গমতায় গেলে ড়্গমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করবেন, আপনারা প্রস্তুত থাকুন| এই বক্তব্য অনেক কিছু বলে দেয় আসলে কারা বাধাগ্রস্থ করে রেখেছে ড়্গমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করার কাজটি| জনগণের হাতে জনগণের ড়্গমতা দেওয়ার কাজটি| সচিবরা কাজ করেন সেটা জনগণের বা নাগরিকদের অংশগ্রহনে নয়| সে সকল কাজ হয় সরকারী নির্দেশনায়| প্রধানমন্ত্রি ইচ্ছা করলে নাগরিকদেরকে তাদের ইচ্ছা প্রকাশে জীবন-

জীবিকা করার সহজ পথ অবলম্বন করতে পারেন এবং প্রশাসনিক কাজ নাগরিকদের হাতে দিয়ে দিলে অনেকটা সহজ হয়ে আসতো| ৪৩টি বৎসর পার হয়ে গেছে কিন্তু নাগরিক সমাজের জীবন-যাপনের তেমন কোন উন্নতি হয় নাই| সরকারী খাতায় উন্নয়ন মূলক কাজের তালিকাগুলো পড়িতে পড়িতে শেষ করার মত নয়| উন্নতি হয়েছে অসংখ্য মানুষ লাখপতি হয়েছে, কোটিপতি হয়েছে, সম্প দশালী হয়েছে, কিন্তু সমাজে মানুষ আত্মমর্যাদাশীল হয়ে উঠতে পারে নাই| সুশৃংঙ্খল হয় নাই| অপরের অধিকারের প্রতি মর্যাদাশীল হতে আন্তরিক হয় নাই| কিছু মানুষের স্বর্গরাজ্য বিশাল জনগোষ্ঠির বিষন্নতায় ভরে গেছে| প্রতিযোগিতায় ভরে গেছে সম্প দ আহরণের জন্য| মানুষ কূল-কিনারা পাইতেছে না| প্রধানমন্ত্রিকে অনুরোধ করবো, লোক দেখানো বিকেন্দ্রীয়করণ করে বিপদের সম্মুখীন থেকে জনগণকে রড়্গা করিবেন| আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি| তাই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি| আপনি বলেছেন, সুইজারল্যান্ডের মতো দেশকে বানাবেন| যদি আপনি সেই মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিতে যান তাহলে বাংলার বাঙ্গালী যেখানে আচে সকলই আপনাকে সহযোগীতা করবে| তবে সেই মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন| কিন্তু আমি আশাবাদী আপনি চাইলে ড়্গমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে নীতিনির্ধারণী দায়িত্বগুলো ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পরিষদের হাতে দিলে দেশের মানুষ তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আনয়ন করে কল্যাণ রাষ্ট্রের মতো সূচনা করতে পারবে| সাধারণ কর্মজীবি মানুষকে একটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মাঝে আনতে পারলে সমাজে একটি স্বস্থিরতা আসবে| যে সকল বাজেট প্রতিটি বৎসর করা হয় কয়েকটি বিভাগ ছাড়া বাকীগুলো ইউনিয়ন পরিষদের হাতে দিয়ে দিলে আবাসন সমস্যা, পানি সমস্যা অর্থ্যাৎ সকল মৌলিক চাহিদা গুলো ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিকগণ ইউনিয়ন পরিষদের নের্তৃত্বে পূরণ করিতে পারিবেন| বাংলার নের্তৃত্বে আর কখনও আর্বিভাব হবে এই রকম বলিষ্ঠ নের্তৃত্বের| এই সময়ের

মর্যাদা দিয়ে আপনি যদি দেশের পুরো জাতির জন্য অবকাঠামো তৈরি করে দিয়ে যান এবং একের পর এক গণতান্ত্রিক নের্তৃত্বের মাধ্যমে নেতাদের আর্বিভাব হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেন| তখনই আপনার স্বার্থক হবে| যেদিন আপনি থাকবেন না সেদিও আপনার হয়ে আপনার কাজগুলো চলবে| ইংল্যান্ডের অলিভার ক্রমওয়েল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পথ খুলে দিয়ে বা উন্মুক্তো করে দিয়ে গিয়েছিলেন| আজও তিনি ইতিহাসের পাতায় আছেন| আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আমাদের স্থানীয় হাই স্কুল মাঠে বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে দেখেছিলাম| আর কোনোদিন দেখি নাই এরপর নির্বাচন হলো বিজয়ী হলেন| তারপর আসল ৭ই মার্চ, আমি মনেকরি, আমার অন্তর থেকে ঐ ৭ই মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করি| এরপর অসহযোগ আন্দোলন শুরম্ন হয়েছে, ২৫শে মার্চ এসেছে| শত্রম্নরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে| এই সময়টুকু বা সময়ের মধ্যে (৭-২৫শে) মার্চ পর্যন্ত শত্রম্নরা প্রস্তুতি নিতেছিলো| ২৫শে মার্চ থেকে তারা যাকে যেখানে পেয়েছে তাদেরকে ধরে নিয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে| মানুষের জড়ো হওয়ার কোন পরিস্থিতি ছিল না বলে শুনেছি| তারপর যুদ্ধ তারপর বিজয় দিবস সবকিছুই হলো| তাহলে আমরা বাঙ্গালীরা পৃথিবীর মূখ দেখতে পারতাম না| আজ আমি প্রধানমন্ত্রিকে আবেদন করি যে, আপনার কাছে যে সময়টুকু আছে সেই সময়টুকু দেশের মানুষের জন্য প্রশাসনিক পদ্ধতিটি সঠিক করে দিয়ে যান| পৃথিবীর সকল দেশে একটি প্রশাসনিক কাঠামো আছে, যা আমাদের দেশে নাই| আমাদের দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সুশাসনের অভাব রয়েছে| আমি অনুরোধ করবো যে, শক্ত হাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীয়করণ করে দেন| আমি যেভাবে লিখেছি এবং গবেষণা করেছি তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে মিলে থাকবে|

প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না আনা পর্যন্ত দেশের প্রাকৃতিক সম্প দ রড়্গা হবে না| কারণ হলো আমরা বর্তমান যুগে বাস করিতেছি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত হুকুমের শাসন পাইয়া থাকি| দেশের

আনাচে-কানাচে কি হয় বা কি হবে তা নিয়ে উপরের থাকা প্রশাসকরা নিচ দিকটা দেখতে পান না| তাই এইমত অবস্থা অহরহ হইয়া থাকে| আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ডাক এইজন্য দিতেছি, নিচ থেকে উপর পর্য ন্ত্ম হুকুমের প্রশাসন পরিচালিত করার জন্য আমাদের সমাজের সকল স্ত্মরের মানুষের শিড়্গার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক পন্থায় জীবন-জীবিকা করার অভ্যস্থতা করতে পারলেই সারা দেশের মানুষের কল্যাণ আসবে| যদিও গ্রামবাংলা মানুষের এতটা শিড়্গা-দীড়্গা নেই প্রশাসনিক বিষয়াদি নিয়ে তারপরও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে জীবন-জীবিকায় অত্যন্ত্ম অভিজ্ঞ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও সহনশীল| এক সময় আমাদের দেশে নদ-নদীর পানি ব্যবহার করে আমরা অর্থনৈতিক অভাবকে টের পাই নাই এবং পাঞ্চাতি বা ডিসির খতিয়ানের জায়গার উপর গরম্ন-মহিষ চারণ করে পালন করার সুযোগ-সুবিধা অনেক অনেক ছিল, তার উপর এই পরিবেশ থাকার কারণে গ্রাম-গঞ্জে গবাদি পশু পালনে বাধা বিঘ্ন হয় নাই এবং তা উৎপাদনের অভাব হয় নাই| এখন আমাদের আর এই পরিবেশ নাই কারণ বিশ্ব মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সকল স্ত্মরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কলা-কৌশলে একচেটিয়া লাভবান হওয়ার প্রক্রিয়া করার জন্য পুঁজিবাদীরা ব্যবসায়ের নামে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে ধংষ করে পঙ্গু করে দিয়েছে| এই পুঁজিবাদীরা লাভবান হওয়ার জন্য গরম্ন-মহিষ আমদানী করে দেশের অর্থনীতিকে পরিচালিত করিতেছেন, এবং এই প্রক্রিয়ায় সারা জাতিকে আমদানী নির্ভরশীল বাজার বানিয়ে রাখবে| আমরা সাধারণ জনগণ শ্বাসরম্নদ্ধ অবস্থায় জীবন-যাপন করতে অভ্যস্থ্য হবো এবং সমাজের অবড়্গয় হতে থাকবে| একদিকে অট্টালিকা দেখতে পাবো উন্নতির নামে বড় বড় ব্রীজ এবং বড় স্টেডিয়াম ও হাইওয়ে ইত্যাদি তৈরি হতে থাকবে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে| কিন্তু সমাজে শান্ত্মিতে বসবাস করার জন্য পরিবেশ থাকবে না, সেইদিন বেশি দূরে নয়, যখন দেশের মানুষ প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে সাহস পাবে, যে আমরা

সমাজে শান্তি চাই| আমরা বসবাস করার জন্য সহনশীল পরিবেশ চাই| এখনও আমাদের দেশে যাদের মাসিক মাহিনে ৫০ হাজার টাকার উর্ধ্বে তাদের পরিবারেও একটি অনুতাপ দেখা দিয়েছে| তারাও শান্তির খুঁজে দেশ ছেড়ে বাহিরের দেশে যাওয়ার চিন্তায় মগ্ন| এতে করে আমাকে সংকিত করে রাখে যে, শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ সুযোগ পেলে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত বা চলে গেছেন প্রচুর| কিন্তু আমি দেশটাকে দেশের মাটি ও আবহাওয়া খুব ভালবাসি, এখনও যদি আমরা সহনশীল হয়ে চিন্তা-ভাবনা করি সকলে মিলে এই দেশে আমরা বাসকরি| তখনই একমাত্র উপায় আসে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হয় এবং নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল্যায়ণ করা হবে আমাদের প্রথম কাজ| আমি চার স্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থার গবেষণা করে সাঁজিয়েছি| যুগপযোগী করে এই প্রকারে দেশ পরিচালনা করিলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে সমাজতান্ত্রিক নীতিকে চিন্তায় রেখে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিনত করে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হবে|

জাতীয় মহাপরিষদ

একনেকে ৪৩৫ কোটি টাকার চার প্রকল্প অনুমোদন/০৬/০৫/২০০১৪

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচির জন্য ৯৪ কোটি টাকা খরছ করা হবে এবং প্রতি বৎসরই এই প্রকার খরছ হয়ে থাকে| এই টাকা গুলো খরছ করার সম্পূর্ণ অধিকারটা স্থানীয় নাগরিকদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে নীতি নির্ধারণ করে ইউনিয়ন পরিষদের নের্তৃত্বে কর্মশালা তৈরি করা বা উন্নয়ন কর্মসুচি গ্রহণ করা জরম্নরী ছিল| আমি আমার সরকারকে সেই প্রকারে পরিচালনা করবো|

সাত হাজার ৭৩৫ কোটি টাকার ১৩ প্রকল্প অনুমোদন একনেকে/২০/০১/২০১৪

প্রতিটি স্থাপনা জনগণের অনুমতি সাপেক্ষে গড়িয়া উঠিলে সমাজের নাগরিকগণ উপকৃত হবে এবং দেশের সর্বোপুরি উন্নতি হবে| এর মাধ্যমে গড়িয়া উঠিবে উন্নত সঠিক সমাজ ব্যবস্থা| জনগণের বিনা অনুমোদনে যতসব স্থাপনা গড়ে উঠে ঐসকল প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণ উপকৃত হয় না| কিছু সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়| শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য| কিন্তু সমাজের উন্নতি সত্যিকার ভাবে আসে না| সমাজের নাগরিকদের উন্নতি করিবার জন্য| প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের

মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য জনগণের অনুমতি নিয়ে কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব তাদের উপর দিলে সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পাদন হবে এবং নাগরিকগণ উপকৃত হবে| স্থানীয় জনগণ জানে কোন প্রকল্প তাদের প্রয়োজন এবং কোন প্রকল্প তাদের প্রয়োজন নেই| তারা জানেন কোন কোন প্রকল্প তাদের প্রয়োজন| তাদের মতামতের গুরম্নত্ব দেওয়াটাই হবে আমার সরকারের কাজ| বিশ্বব্যাংক যেমন তেমনভাবে খরচ করে ঋণের বোঝা জাতির উপর ছাপানো ভাল নয়| এই ঋণের বোঝা থাকার কারনেরই আমাদের দ্রব্যমূল্যেও দাম সব সময় বাড়তে থাকে| এই থেকে মুক্তি চাই|

স্থানীয় মানুষের মতামত নিতে হবে

সচিবদের কাছ থেকে সীমিত পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত| সচিবদের চেয়ে যাদের প্রয়োজনে যে পরিকল্পনা করা হবে, তাদের পরামর্শ হবে উপযুক্ত| তাদের মাধ্যমে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সফলতা পাওয়া যাবে আর মানুষ উপকৃত হবে| কারণ সচিবরা উপযুক্ত সমস্যার সম্মূখীন হয় না| তাই তাদের কাছে জনগণের উপকারের চেয়েও যদি শুধু শুধু কোন পরিকল্পনা হয় তাতে খুশি| আমার সরকার সচিবদের কাছ থেকে পরামর্শ না নিয়ে জনগণের পরামর্শ নেয়ার চেষ্ঠা করবে এবং একনেকের প্রক্রিয়াকে বিলুপ্ত করবে| পানি উন্নয়ন বোর্ড বিলুপ্ত করবে| এই সমস্ত কাজ জেলা পরিষদের অধিনে যাবে| সকল বড় বড় মন্ত্রণালয়ের কাজ সকল জেলা পরিষদের কাছে ব্যবহার করা হবে| যাতে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়| শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ইত্যাদির কার্যক্রম জেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের অধিনে দেওয়া হবে| এতে সরকার নতুন কর্মসংস্থান করবে স্থানীয় পর্যায়ে, পাশা-পাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জেলা ও

ইউনিয়নের অধিনে আনা হবে এবং বিচার বিভাগের কার্যক্রমকেও| এটা করা হলে এরই নাম হবে ড়্গমতার বিকেন্দ্রীয়করণ| ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণে বিনা উকিলে বিচার কার্যক্রম করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে| এই কার্যক্রম করতে পারলে দেশের অরাজকতা দূর হয়ে সরকার সমাজের কল্যাণে কাজ করিতে থাকিবে| আমি আমার পাঠকদেরকে অনুরোধ করবো নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদকে চিত্রায়ণ করেন| কিভাবে উন্নয়ন করা যাবে, প্রাকৃতিক সম্প দ অড়্গুন্ন রাখা যায়| বর্তমানে বহুযগ ধরে আমাদের প্রাকৃতিক সম্প দ হুমকির মূখে কারণ স্থানীয় মানুষের মতামত ছাড়া সচিবদের মতামত নেওয়া হয়েছে| পানি সম্প দ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে| যেখানে-সেখানে সড়ক তৈরি করে অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে| বহুদিন আগে কোন এক চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল| আর স্থানীয় নদীর ভরাট সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম| উনার প্রতিক্রিয়া ছিল, তাতে আমাদের করার কি আছে? এই চেয়ারম্যান টাকা-পঁয়সা খরচ করে চেয়ারম্যান হয়েছেন কিন্তু জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে নয়| যদি নিজ নিজ এলাকা সংরড়্গাণের কথা ভাবেন আর তা দিয়ে জনমত গড়তে পারেন, তবে জনগনকে ঐক্যবদ্ধ করিলে নিজ নিজ এলাকা আর তার মানুষের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব হবে| একটি বিষয় বিশেষ করে ভেবে দেখন, বর্তমান সমাজে সম্প দ আহরন করে ব্যক্তি পর্যায়ে জমা করার ইচ্ছাটাই বেশি প্রকাশ পায়| আর যদি আমরা এই সম্প দকে ব্যক্তি পর্যায়ে না নিয়ে সামাজিক মালিকানার মাধ্যমে সংরড়্গাণ করি, তখনই সম্প দের অপচয় হবে না| আর সংরড়্গাণ করিতে সহজ হবে এবং আমাদের সমাজে সম্প দের কমতি হবে না| যদি আমরা ঐক্যমতে পৌঁছি তখন বেকার বা অভাব গ্রস্থ বা বৃদ্ধ মানুষদেরকে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং এটা সম্ভব, সেটা অর্থ দিয়ে হোক বা পন্য দিয়ে হোক| এই ব্যবস্থা একমাত্র করতে পাওে নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বে| কারণ নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদে, যে যেই ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিক সে সেই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এই নিরাপত্তা পাবার অধিকার

রাখে| যদি আমরা এটা মেনে নিতে পারি তাহলে আমরা কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে পারি| তা সামান্য কর আদায়ের মাধ্যমে| সকল পাঠকদের অনুরোধ করবো, নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে একটা কল্পনা করা| এই কল্পনা আমাদের সাফল্য আনবে, এবং অসংখ্য রাজনীতিবিদ গড়ে উঠবে| আমি চাই আমাদের সমাজে অসংখ্য রাজনীতিবিদ গড়ে উঠুক| অতীতে আমাদের সমাজে বেশি রাজনীতিবিদ গড়ে উঠে নাই| রাজনীতিবিদ গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয় না| সমাজের মানুষের সমস্যা দূর করার নাম আর জাতীয় সম্প দ রড়্গা করার নাম রাজনীতি, দেশের প্রাকৃতিক সম্প দ রড়্গা করা হলে যুগের পর যুগ মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে| যারা রড়্গাণাবেড়্গাণ করে প্রাকৃতিক সম্প দকে তারই নাম রাজনীতি| আরো বেশি বেশি করিয়া অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে রাজনীতিবিদ হতে পারবেন| এই আমার আশা রইল| আসুন আমরা সবাই মিলে নতুন করে সমাজকে গড়ে তুলি| ইউনিয়ন পরিষদের নের্তৃত্বে গ্রাম-গঞ্জের সকল সমস্যা সমাধান করার একমাত্র সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা আমাদের দেওয়া একান্ত্ম কর্তব্য হয়ে পড়েছে| এই দৃষ্টিকোন থেকে আমি দেশের জন্য কাজ করিতে ইচ্ছুক| আমার সাথে যাহারা ঐক্যমত প্রকাশ করেন, তাদেরকে আমি আহ্বান জানাই আমার সাথে যোগাযোগ রড়্গা করার জন্য|

অতিরিক্ত ১৮শ কোটি টাকা দেবে বিশ্বব্যাংক/২০/০১/২০১৪

২৮৪ এমপি পাচ্ছেন ৫৬৮০ কোটি টাকা/০৭ জুলাই ২০১৫

একনেকে ৫৮৮৬ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন/২৬ মে ২০১৫

৫২ হাজার ৭৭৮ কোটি টাকার ৬ প্রকল্প অনুমোদন/৩১/০৩/২০১৫

যঃঃঢ়://িি.শধষবৎশধহঃযড়.পড়স/ড়হষরহব/হধঃরড়হধষ/২০১৫/০৩/৩১/২০৪৯১৩/ঢ়ৎরহঃ

৯৭ হাজার কোটি টাকার এডিপির অনুমোদন/১৫/০৫/২০১৫

১৫০০ কোটি টাকায় ৮ প্রকল্প অনুমোদন/০৯/০৬/২০১৫

খাল কেটে কুমির আনছে পাউবো/২৬/০৩/২০১৫

যঃঃঢ়://িি.শধষবৎশধহঃযড়.পড়স/ঢ়ৎরহঃ-বফরঃরড়হ/ঢ়ৎরহঃ-ফবংয/২০১৫/০৩/২৬/২০২৯৭৯/ঢ়ৎরহঃ

শাসনের নামে চলছে নদী শোষণ/১৪/০৩/২০১৫

মৃত্যুর কোলে উত্তরের ৫০ নদী/২৪/০২/২০১৫

পানি শূন্য ডাকাতিয়ার বুক জুড়ে চাষ হচ্ছে ধান/১৭/০৩/২০১৫

বগুড়ার ১৮ নদী এখন ফসলের ড়্গোত/০৩/০৪/২০১৫

অরড়্গিাত হাওর শংকিত তাহিরপুরের কৃষক/১৬/০৩/২০১৫

ড়্গামতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে/১৬/০৩/২০১৫

শালস্নায় কমিউনিটি ক্লিনিক থাকলেও নেই উঠা-নামার নিরাপত্তার সিঁড়ি

রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের হদিস নেই

যঃঃঢ়://িিি.নফ-ঃড়ফধু.হবঃ/হবংিফবঃধরষ/ফবঃধরষ/২০০/১১০৩৯৯

২৬২ কোটি টাকা খরছ করে এই স্তম্বের প্রয়োজন কি ছিল?

এই সব পরিকল্পনার জন্য জাতীয় মহাপরিষদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন

আশংঙ্খা জনক হারে কমছে কৃষি জমি

যঃঃঢ়://িিি.ফধরষুরহয়রষধন.পড়স/২০১৪/১২/২৮/২২৮৫৪৯.ঢ়যঢ়

৫ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ৩৫০০ কোটি টাকা দিচ্ছে সরকার

যঃঃঢ়://ীীী.শধষবৎশধহঃযড়.পড়স/ঢ়ৎরহঃ-বফরঃরড়হ/রহফঁংঃৎু-

নঁংরহবংং/২০১৫/০৪/২১/২১২৮০৪/ঢ়ৎরহঃ

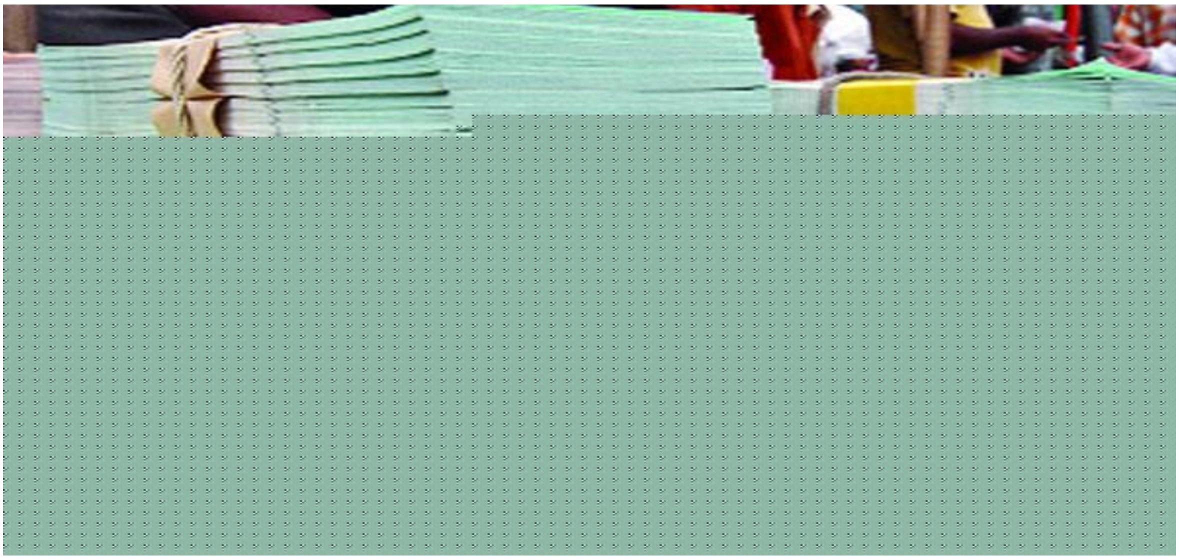

এইসব সম্পদ অপচয়ের বিবরণে বই তৈরি হয়ে যাবে| কিন্তু নাগরিক সমাজের জন্য কতটুকু উপকারে আসবে সেটা চি¯ত্মায় রেখে আমি না হয় বিরত থাকি| নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় অপচয় গুলোর দিক খুঁজে বের করলে তখনই সংস্কারের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে চি¯ত্মা আসতে হবে| এইসব প্রকল্পের কারণে জনগণের চেয়ে গুটি কয়েক মানুষ প্রচুর পরিমাণ লাভবান হয়| আর সমাজের সকল মানুষের জন্য আপদ সৃষ্টি করে যায়| আমাদের একমাত্র মুক্তিপথ হবে সকল প্রা¯েত্মর সকল বয়সের মানুষকে রাষ্ট্র বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে| মানুষ সমাজকে রড়্গা করতে পারে এবং ব্যর্থতার মধ্যেও ডুবাতে পারে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায়| এইজন্য জাতিকে ঘুম থেকে উঠতে হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ছোট বড় বিষয়গুলো জানতে হবে| আ¯ত্মর্জাতিক মানের রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিক বিষয়গুলো অধ্যয়ন করে আয়ত্ত্বে আনতে হবে| প্রশাসনের নিম্নস্ত্মর থেকে উচ্চস্ত্মর পর্য¯ত্ম মতামত ব্যক্ত করার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হতে হবে| গ্রাম-গঞ্জের মানুষ আর শহরের

নাগরিকদের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে এবং থাকবে। শহরের নাগরিকগণ চান গ্রাম-গঞ্জকে শহরে পরিণত করার জন্য কিন্তু আমরা চাই না আমাদের গ্রাম-গঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধংষ করে দিতে। এইজন্য আমাদেরকে টাকাওয়ালা সংসদ সদস্য নির্বাচিত করা থেকে বিরত থাকিতে হইবে এবং গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কথা যে মানুষটি শুনবে সেই মতো একজন মানুষ মনোনীত করে বিনা প্রতিধন্দিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করে দেন আমার গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলের জন্য। আমরা সকলে মিলে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করিবো। নতুন অধ্যায় রচনা করিবো।

সেকেন্ড হোমে রাজনীতিকরা বিদেশে বাড়ির মালিক ৩৮৩ জন

যঃঃঢ়://িি.নফ-ঢ়ৎধঃরফরহ.পড়স/ষবধফ-হবংি/২০১৫/০৩/২৫/৭০৬৪১/ঢ়ৎরহঃ

সাহসী সৎ রাজনৈতিক নের্তৃত্ব প্রয়োজন

যঃঃঢ়://িি.নফ-ঢ়ৎধঃরফরহ.পড়স/ড়ঢ়বহ-ধরৎ-ঃযবধঃবৎ/২০১৫/০৩/২১/৬৯৮০৯/ঢ়ৎরহঃ

ঢাকা জেলা পরিষদের খাই খাই প্রকল্প

যঃঃঢ়://িি.লঁমধহঃড়ৎ.পড়স/ষধংঃ-ঢ়ধমব/২০১৫/০৩/১১/২৩২৮৪৯/ঢ়ৎরহঃ

আলীম, পলাশ ও রহিদুল। তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার মাধনগর গ্রামে তাদের বাড়ি। তারা একটি খালের ওপরে নিজ উদ্যোগে কাঠের সাঁকো নির্মাণ করে দুর্ভোগ কমিয়েছেন অন্তত ২০ গ্রামের মানুষের। একই সঙ্গে অসমাপ্ত নাটোর–নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের মাধনগর রেলগেট থেকে কুচিয়ামারা ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার এলাকায় রাতে পাহারা বসিয়ে এলাকার ছিনতাই–রাহাজানিও বন্ধ করেছেন। এলাকায় কমেছে নানা অপরাধ প্রবণতা। পুলিশকে এখন আর রাস্তা পাহারা দিতে হয় না। নির্বিঘ্নে দিন–রাত

চলাচল করছে পথচারীরা। স্থানীয়রা জানায়, একসময় এ সড়ক দিয়ে চলাচলে দুর্ভোগসহ ছিনতাই-রাহাজানির কবলে পড়তে হতো। এখন পাহারা থাকায় এবং খাল পারাপারে কাঠের সাঁকো নির্মাণ করায় নির্বিঘ্নে চলাচলসহ মানুষের ভোগান্তি কমেছে। যাদের জন্য ২০ গ্রামের মানুষের ভোগান্তি কমেছে তারাই একসময় তাদের পরিবারের কাছে অনেকটাই বোঝা হয়েছিল। এখন তারা কারও বোঝা নয়; বরং নিজেরাই রোজগার করছেন। অভাব দূর করছেন পরিবারের।

স্বেচ্ছাশ্রমে ৬৫০ ফুট লম্বা বাঁশের সাঁকো বানিয়েছেন মাগুরা শহরের নবগঙ্গা নদীর উপর তৈরি করে চমক সৃষ্টি করেছে পারনান্দুয়ালি এলাকার জনসাধারণ নিজস্ব অর্থায়নে ও স্বেচ্ছাশ্রমে|

আমার মতামত: হাজার হাজার কোটি টাকা কর্জ্ব না করে গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ঠ না করে বাঁচতে পারে এই প্রকার চি˜ত্মা-ভাবনা করে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশের সাঁকো হতে পারে| আমি গর্ব করি তাদের মত মানুষ দেশ শাসনে এগিয়ে আসতে দেখতে চাই| তাদের প্রতিভায় দেশের শা˜িত্মতে বসবাস করতে পারবে|

শিড়্গার অসুখ ও চিকিৎসাপত্র
যঃঃঢ়://িি.শধষবৎশধহঃযড়.পড়স/ঢ়ৎরহঃ-

বফরঃরড়হ/সঁশঃধফযধৎধ/২০১৫/০৪/০১/২০৫১২৯?ঃসথংড়ঁৎপব=ঁশষবৃঃসথসবফরঁস=ৎবভব

ৎৎধষ/ঢ়ৎরহঃ

রাজস্ব বিভাগে চাকরি হলেই কোটিপতি!
যঃঃঢ়://িি.শধষবৎশধহঃযড়.পড়স/ঢ়ৎরহঃ-বফরঃরড়হ/ভরৎংঃ-
ঢ়ধমব/২০১৫/০৭/১২/২৪৪২৮-২/ঢ়ৎরহঃ

প্রতিদিন অকৃষি খাতে যাচ্ছে ২০৯৬ বিঘা জমি!

যঃঃঢ়://িিি.ধসধফবৎংযড়সড়ু.পড়স/হবংিরঃব/২০১৫/০৫/১০/২৮৪৮০৮.যঃস#.ঁ৭াব৪৫াযযা

উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ চান না ডিসিরা!

চলনবিলে আবার মহাসড়ক!

যঃঃঢ়://িিি.নযড়ৎবৎশধমড়ল.হবঃ/ড়হষরহব/২০১৫/০৫/০৩/৭১৮৪০.ঢ়যঢ়

নবীগঞ্জে কুর্শি ইউনিয়নে প্রতিবাদ সমাবেশে চেয়ারম্যান খালেদকে অবাঞ্ছিতকারীদের সামাজিক ভাবে বয়কটের সিদ্ধান্ত

যঃঃঢ়://িিি.ধসধফবৎহধনরমধহল.পড়স/?ঢ়=৭৩৬৬#সড়ৎব-৭৩৬৬

আমি অভিনন্দন জানাই এইসব আয়োজন করার জন্য এবং সকলের উপস্থিতির জন্য| তবে যদি আর একটু এগিয়ে যান সমাজের জন্য আর একধাপ এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন| শুধু চোর ডাকাতদের সমস্যা সমাধান করা হলেই কি শেষ হলো সকল সমস্যা| আমি মনেকরি আপনারা সকলে যদি সারাটি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে একটি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন| তাহলে সকলের জন্য

সুন্দর ভাবে বসবাসের আনন্দ তৃপ্তি পাওয়া যাবে| একটি পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা, তার সাথে শিড়্গা, স্বাস্থ্য চিকিৎসা, কৃষি পন্য উৎপাদন, বিচার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নদী পথ, সড়ক পথ, হাওর ও খাল-বিলের পানি সংরড়্গণের সু-ব্যবস্থা সবই হওয়া উচিত| আপনারা সকলের অংশগ্রহণে সিদ্ধান্থ ও বাস্থবায়ন করা আপনারা পারবেন| যখন দৈর্ঘ্য সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন এলাকাবাসী ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কোন পরিকল্পনা না করে সিদ্ধান্থ নেওয়া হয়েছে| আলোচনায় বসে দেখার বিষয় ছিল নদীটি বালি মাটিতে ভরে গিয়েছে একদিন যদি খনন করা হয় নদীর গভীরতা বাড়ানো হয়, যাতে করে অনেক পানি ধারণ ড়্গমতা বাড়ানো যাবে| এমন করা হলে তারপরই সেতুটি নির্মাণ করা ভাল হতো, সেই হিসাব না করে সেতুটি হয়েছে| এখন যদি ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ নদী খনন করে এলাকার জীবন-জীবিকা উন্নয়নের জন্য তখন সেতুকে তুলে নিতে হবে| কারণ সেতুটি বাধা হয়ে থাকতে পারে না এবং সম্পূর্ণ এলাকার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারবে ইউনিয়ন পরিষদ| কোথায় রাখা যেতে পারে অভয়াশ্রম এবং পানি চলাচলের ব্যবস্থা, যাতে করে দেশীয় মাছ আবার উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠে| আমার এলাকায় সেই ১৯৬৬ সালে যখন একটি সড়ক তৈরি করা হয়, সেই লোকটি এলাকার মানুষের কোন কথা শুনতে রাজি ছিল না| তার ইচ্ছা মতই সড়ক তৈরির কাজ শুরম্ন করলো| এতে কি হলো আমাদের এলাকার সকল পানি চলাচলে পথ বন্ধ হয়ে যায়| সকল অভয়াশ্রম ভরাট করে দিয়ে গেল| আজ আমি সেখানে আর মাছ দেখার সুযোগ রাখে নাই| এই পানি চলাচল অন্থত ২৫ মাইল এলাকাকে ভরাট করেছে| এইজন্য গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল তৈরি করতে কাজ করছি যে, গ্রামবাংলার সমস্যা আমরা সমাধান করিবো| আমরা সিদ্ধান্থ নিবো এবং কোন উকিল মোক্তারকে সিদ্ধান্থ নিতে দিবো না| আমার সাথে যুক্ত হয়ে রাজনীতি করম্নন| রাজনীতি করা হলো সমাজ সেবা, মানব জাতির উন্নয়ন সাধন করা| অন্যথায় শুধু শুধু সহনশীল হয়েই জীবন-যাপন করতে পারেন কিন্তু স্বনির্ভর

হতে পারবেন না| কোন সমস্যা সমাধান করতে পারবেন না, যারা মনে করেন সমস্যা হলো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিজের কি করার আছে| অনেক সমস্যা তৈরি করা হয় সমাজের মানুষের জন্য| সমস্যা তৈরি হওয়ার পূর্বে চি~ত্মা ও গবেষণা, পর্যালোচনা করে সিদ্ধা~ত্ম নিতে হয়| নিজ নিজ এলাকায় যতসব সরকারী কার্যকর্ম হবে, সব গুলোতে এলাকার মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়| সরকারী কর্মচারী যদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে পানি নিয়ন্ত্রণে লেগে পড়ে তা এলাকার মানুষের জন্য কষ্ট আর কষ্ট বেড়ে যায়| জীবন-যাপন কঠিন হয়ে পড়ে| এইজন্য এলাকার সকল মানুষের কেন্দ্রবৃন্দু হবে ইউনিয়ন পরিষদ| আমার সরকার নতুন করে ইউনিয়ন পরিষদকে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ড়্গমতা দিতে কাজ করিবে| যাতে করে ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে আসে সকল কাজের প্রথম স্~ত্মর| সমাজের সকল স্~ত্মরের মানুষের সুযোগ-সুবিধার কথা চি~ত্মায় এনে গবেষণা করিলে দেখতে পাবো অনেক গুলো সমস্যার সমাধান আমাদের মধ্যে সহজে সমাধান এনে দিতে পারে|

সরকার আসে সরকার যায় নদী খনন হয় না

যঃঃঢ়://িি.শধষবৎশধহঃযড়.পড়স/ঢ়ৎরহঃ-বফরঃরড়হ/নঁৎরমড়হমমধৎ-

সড়ৎড়হফড়ংযধ/২০১৫/০১/০৩/১৭০৭৭৬/ঢ়ৎরহঃ

বস্তির ছেলে যেভাবে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট

ফিনল্যান্ড উচ্চশিক্ষার স্বর্গরাজ্য

(http://web.centria.fi/Default.aspx)
22. Hamk University of Applied Sciences (http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/In_English)
23. Kajaani University of Applied Sciences (http://www.kamk.fi/en)
24. Karelia University of Applied Sciences (http://www.karelia.fi/en/)
25. Kemi-Tornio University of Applied Sciences (http://www.tokem.fi/In-English/Home)
26. Kymenlaakson University of Applied Sciences (http://www.kyamk.fi/Frontpage)
27. Lahti University of Applied Sciences (http://www.lamk.fi/english/Sivut/default.aspx)
28. Mikkeli University of Applied Sciences (http://www.mamk.fi/front_page)
29. Novia University of Applied Sciences (http://www.novia.fi/novia-uas/)
30. University of Lapland (http://www.ulapland.fi/InEnglish)
31. Rovaniemi University of Applied Sciences (http://www.ramk.fi/en)
32. Saimaa University of Applied Sciences (http://www.saimia.fi/en-FI/)
33. Satakunta University of Applied Sciences (http://www.samk.fi/english/)
34. Savonia University of Applied Sciences (http://portal.savonia.fi/amk/en)
35. Seinajoki University of Applied Sciences (http://www.seamk.fi/In-English)
36. Vaasan University of Applied Sciences (http://www.puv.fi/en/)
37. Aland University of Applied Sciences (http://www.ha.ax/text.con?iPage=28)
38. Humak University of Applied Sciences (http://www.humak.fi/en)
39. National Defence University (http://www.puolustusvoimat.fi/en/national_defence_university)

Notes:
1. First seven universities (1-7) and National Defence University are based in the Capital City, Helsinki.
2. Aalto University was formed by the merger of the Helsinki School of Economics, Helsinki University of Technology and the University of Art and Design.
3. Univeristy of Lapland, Kemi-Tornio University of Applied Sciences and Rovaniemi University of Applied Sciences are part of the Lapland University Consortium (http://www.luc.fi/In-English /About-us).

কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হলে

কেউ যদি সত্যিকার অর্থে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে বিদেশে আসতে চায় তাদের জন্য ফিনল্যান্ড হতে পারে একটা আদর্শ জায়গা। এদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হলে এই ওয়েবসাইট গিয়েও বিস্তারিত জানতে পারেন http://www.studyinfinland.fi/। এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন পড়াশুনা করার প্রচুর সুযোগ সুবিধা রয়েছে, তেমনি রয়েছে চাকুরী কিংবা ব্যবসার মাধ্যমে ভবিষ্যত গড়ার অফুরন্ত সম্ভাবনা। তবে অনেকেরই এগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারনা না থাকায় এখানে আসার প্রতি তেমন একটা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আরো লেখার ইচ্ছে রইলো। কোন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করতে পরেন- 'সারথী স্টুডেন্ট কনসালটেন্সী'র সাথে । তাদের সাথে যোগাযোগ করার ইমেইল ঠিকানা হলো- info.sharathi@consultant.com or info@sharathi.net অথবা তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.sharathi.net এওয়েবসাইটে বিস্তারিত জানতে পারবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে। তাছাড়া পেইসবুক পেইজ www.facebook.com/sharathistudentconsultancy এযুক্ত হয়ে জানতে পারবেন বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নানা সুযোগ-সুবিধার ক

নিম্নঞ্চলের লাখো মানুষ এখনও পানিবন্দি

যঃঃঢ়://ৃিি.লঁমধহঃড়ৎ.পড়স/ষধঃং-ঢ়ধমব/২০১৪/০৮/১৮/১৩৬১১৫

ঠাকুরগাঁওয়ে বাঁশের কেলস্না

যঃঃঢ়://ৃিি.লঁমধহঃড়ৎ.পড়স/পঁৎৎবহঃ-হবংি/২০১৪/০৬/১৭/১১২৩০৪/ঢ়ৎরহঃ

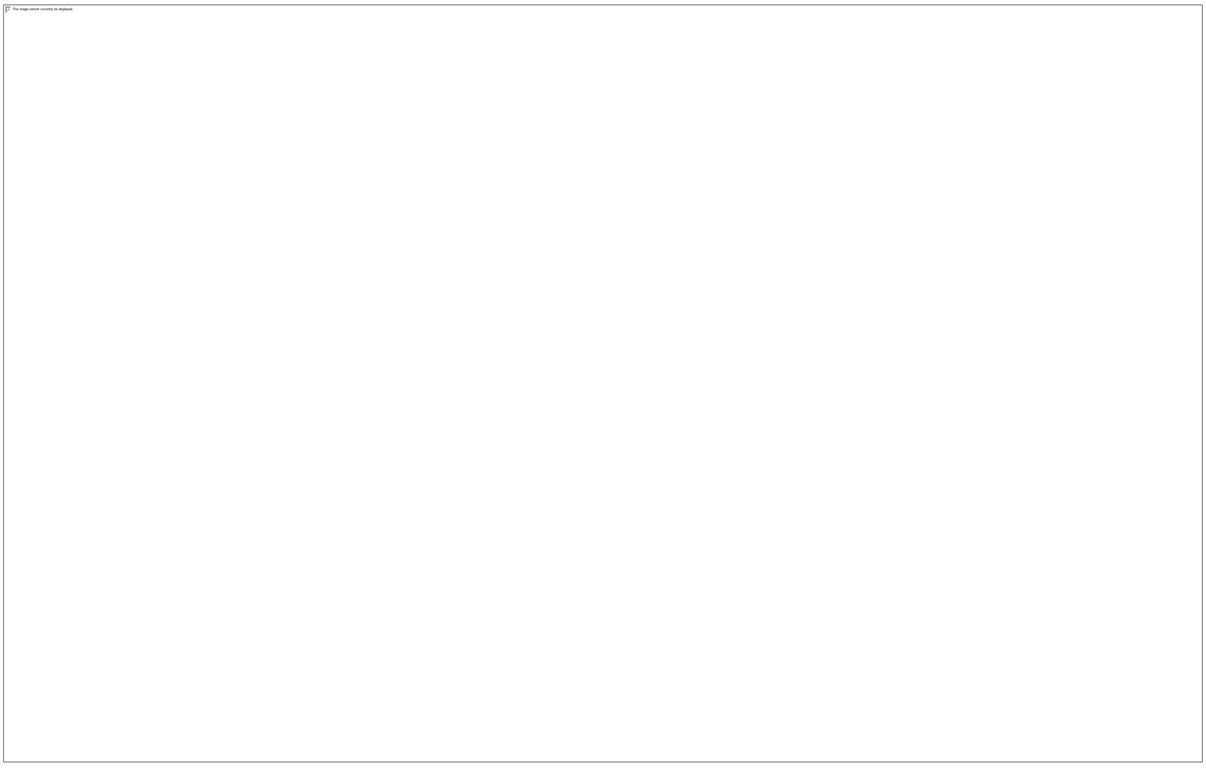

হুমকির মুখে সড়ক-রেলসেতু ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র

যঃঃঢ়://িি.নধহমষধহবংি২৪.পড়স/ঢ়ৎরহঃঢ়ধমব/ঢ়ধমব/৩৮৫২৪৬.যঃসষ

বর্তমান ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা কর্তৃপড়্গ ও পৌর করর্পোরেশন প্রতি বৎসর যে পরিমাণ অর্থের বাজেট তৈরি করে খরচ করে থাকেন| আমার সরকার গঠন করলে এই বাজেটের অর্থ একটু ভিন্ন ভাবে ব্যয় করা হবে| জনপ্রতিনিধিদের সাথে গ্রাম প্রতিনিধি এবং এলাকার সচেতন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে পরামর্শক্রমে সকল শ্রেণীর মানুষের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন করা জন্য যেমন: শিড়্গা খাতের জন্য, শিড়্গক নিয়োগ ও তাদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি ঐ কর্তৃপড়্গের অধিনে পরিচালিত করা হবে| নূন্যতম শিড়্গার্থী রাখার ব্যবস্থা ও আশে-পাশের গ্রাম-গঞ্জের যাতায়াতের ব্যবস্থা চিন্‌ত্মায় রেখে, এবং জমির অপচয় ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য একই স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিড়্গা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে| শিড়্গার্থীদের মাধ্যমিক শিড়্গা পর্যন্‌ত্ম বিনা বেতনে শিড়্গা কার্যক্রম প্রদান করা হবে| পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা সীমিত করা হবে এবং শিড়্গা দেওয়ার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হবে| মুখস্‌ত্ম বিদ্যাকে পরিহার করা হবে| সবকয়টি প্রশ্ন এমন ভাবে তৈরি করা হবে যাতে শিড়্গার্থী নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় উত্তর দিয়ে সাফল্যতা অর্জন করতে পারে| সকল

শিড়্গার্থীর প্রশ্নের উত্তর এক হতে হবে না| জমির অপচয়কে রোধ করার জন্য এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার জন্য কলেজ গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হলে শিড়্গার্থীদের শিড়্গার গুনগত মান বাড়িবে| শিড়্গার্থীদের শিড়্গা বিরতির সময়ে টিপিনের ব্যবস্থা করা হবে| প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যšত্ম পরীড়্গায় অকৃতকার্য হলেও এগিয়ে যেতে হবে তাকে একই শ্রেণীতে থাকতে হবে না| জমির অপচয় রোধ করে ভুমি ব্যাংক তৈরি করতে হবে স্থানীয় কর্তৃপড়্গের মাধ্যমে| যারা স্বেচ্ছায় ভূমি বিক্রয় করতে চান ঐ ভুমি গুলো উক্ত ব্যাংক ক্রয় করতে পারবে| ভবিষৎ প্রজম্মের জন্য থাকবে| এবং এইসব ভূমি স্বল্প মেয়াদে ভাড়া দিতে পারেন| তবে তার প্রাকৃতিক ধরণ বদলানো যাবে না| কৃষি ভুমিকে কৃষি ভূমি হিসাবে রাখতে হবে এবং জলাশ্বয়কে জলাশ্বয় হিসাবে রাখতে হবে| যুগোপযোগী করে শিড়্গা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়া হবে| তবে তাদের উপর থেকে সকল ধরণের চাপ শিতীল করা হবে| জ্ঞান অর্জনের ও প্রতিভা বিকাশের জন্য সারা পৃথিবীকে জানার জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হবে| গ্রাম-গঞ্জের মানুষকে অগ্রসর হওয়ার জন্য শিড়্গা-দীড়্গায় প্রশিড়্গাণের মাধ্যমে সৈনিকের মত করে গড়ে তুলবো| সকল প্রকার কাজে কর্মে অভ্যস্থ্য হওয়ার জন্য নৈতিক শিড়্গার মাধ্যমে গড়ে তোলার চেষ্ঠা চালিয়ে যাওয়া হবে| গ্রাম-গঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গ্রামীণ সকল প্রকার কাজ কর্মে অভ্যস্থ্য করে তুলে তার সাথে আধুনিক জগতের সুযোগ-সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে| যাতে করে আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিগ দিয়ে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে পারে| নিজেদের প্রতিভাকে নিজেরাই যেন কাজে লাগাতে পারে|

ব্যক্তি উদ্যোগে যত শিড়্গা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠা হবে সবগুলো ইউনিয়ন পরিষদের অধিনে পরিচালিত হবে| শিড়্গাকদের বেতন-ভাতা সকলকে সরকারী ভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে| বেতন-ভাতা সারাদেশের সরকারী সকল স্ত্মরের কর্মজীবিদের জন্য যেভাবে

বিবেচনা করে বর্ধিত করা হয়| সেভাবে বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য রাখা হয় না, গ্রাম-গঞ্জের গৃহস্থ বা কর্মজীবি মানুষ তাদের আয় বাড়ানোর কোন ব্যবস্থা থাকে না| বরং আমদানী করা পণ্যের মূল্যোর প্রতিযোগিতায় হরে যাচ্ছে, গ্রাম-গঞ্জের কৃষি ও শ্রমজীবি মানুষ| যারা বিভিন্ন প্রকারের শ্রমজীবি মানুষ তাদের আয় বর্ধিত করা হয় না| যতটুকু বোঝতে পারি তাতে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না| এইসব ব্যবধানের কারণে আমাদের সমাজে যে বৈষম্য তৈরি হইতেছে, এইসব ব্যবধানের কারণে আমাদের সমাজে অস্থিরতা দেখা দিতেছে এবং সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় চলতেছে| আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গুলোতে আমাদের সমস্যা তাদেরকে সমাধানের জন্য বিস্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে এবং সারাবিশ্ব জানা ও দেখার প্রয়োজন হয়েছে শিক্ষার মাধ্যমে| আমাদের পাঠ্যক্রমে প্রাথমিক পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক মানের একটি ভাষা যোগ করতে হবে এবং অহরহ ব্যবহার করে অভ্যস্থ্য হতে হবে| আমরা বিশ্বের সকল মানব জাতির সাথে মিলে-মিশে থাকার জন্য আন্তর্জাতিক মানের একটি ভাষা জানা একান্ত জরুরি| সকল জাতির সাথে হওয়ার চেষ্ঠা করিলে আমরা উন্নতি সাধন করতে পারবো এবং কি আমাদের জীবন-যাপন সহজতর হবে|

স্বাস্থ্য সেবা

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের অধিনে ডাক্তার খানা পরিচালিত হবে| প্রাথমিক চিকিৎসা পাওয়ার জন্য নথিপত্রের সাথে তার চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের বিবরণ থাকবে| প্রত্যেক শিশু জন্মের পরপরই জন্মনিবন্ধণ করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদে এরপর ধাপ থেকে তাকে তার পরিচয়পত্র এবং তার পার্সপোর্ট দিতে সরকার বাধ্য থাকিবে| এই থেকে তাদের নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে| এই নীতি অবলম্বন করিলে নাগরিকদের মধ্যে স্বস্থিরতা আসিবে| ডাক্তার খানার মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দিতে থাকিলে এবং তার বিবরণ গুলো লিপিবদ্ধ করে রাখিলে ভবিষতের জন্য কোন

জটিলতা সৃষ্টি হবে না| সকল নাগরিক যদি প্রতি মাসে বা প্রতি ৬ মাসে একবার ডাক্তার খানা গিয়ে স্বাস্থ্য সেবার পরমর্শ ডাক্তার থেকে যদি নিয়ে আসে, তাহলে জটিল রোগের সমস্যা রোধ করা সম্ভব হবে|

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংক ৫ বছরে ১৫৫ কোটি টাকা দেবে শুধু সিলেট সিটি করর্পোরেশনকে প্রতি বৎসর ৩১ কোটি টাকা সারা দেশের জন্য অনেক হাজার কোটি টাকা তা আমাদেরকে তো একদিন ফেরৎ দিতে হবে| শুধু নাই বা হলো অনেক তারপরও টাকা খরচ হয়ে গেলে ঋণ শোধ করা সহজ ব্যাপার হয় না| তাছাড়া এই টাকা আমাদের আনারই বা কি প্রয়োজন, এই টাকা আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য নয়| আমাদের জাতিকে ঋণের ফাঁদে ফেলে দিয়ে আমাদের জীবন-জীবিকাকে মরম্নভূমির দিকে নিয়ে ফেলবে| এই টাকা আমাদেরকে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে উন্নয়নের নামে সমাজে টাকা পাওয়ার নেসাকে বাড়িয়ে দিবে, সমাজে অরাজকতাকে বাড়াবে নেসা সেবন বাড়ানে, কিন্তু মানব সমাজের উন্নয়ন হবে না| বরং কোন এক সময় বেশি করে কর দিতে হবে| আমাদের প্রত্যেকটি করর্পোরেশন, পৌরসভা যে আকারে বাজেট তৈরি করেন, তাতে আমাদের সকল মানব কল্যাণ সংকুলান হয়| কিন্তু আমরা সে দিগে না গিয়ে শুধু সমাজে কয়েক জন মানুষের আদিপত্য বজায় রাখতে চিন্ত্মা থাকে| এই চিন্ত্মা ধারাকে পরিবর্তন না করা হলে সমাজে শান্তি্ম নামের সুখ-পাখিকে পাবেন না| টাকা এবং শান্তি্ম দুই ভিন্ন বিষয়| রাজনীতি বড় কঠিন বিষয়| সাধারণ মানুষের নামে টাকা পঁয়সা খরচ করে লাভবান হয় গোটা কয়েকজন| সমাজে আমাদেরকে অনেক বিবেকবান মানুষ তৈরি করতে হবে| অনেক অনেক মানুষকে রাজনীতির কঠিন বিষয় বস্তুকে সহজ করে বুঝানো গেলে পরাশক্তি থেকে কিছুটা রড়্গা পাওয়া যাবে, এবং দেশ ও মানুষকে ভালবাসতে

পারবে| এই সকল বানবাসী মানুষকে বাসযোগ্য করে তোলা যায় এবং একটি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে| সকল ইউনিয়ন পরিষদ মানুষকে ভালবাসলে তাদের জন্য চি˜ত্মা করে ভাল কাজ করা সম্ভব হবে| এই সকল মানুষকে দেখা শুনা করা সামাজিক দায়িত্ব আর এই প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে| তা পালন করার জন্য আমার সরকার সকলের জন্য তা করিবে| এই সকল মানুষকে অন্য যায়গায় আবাসন এবং এক সময় আবার নদী থেকে ফেরৎ আনতে পারবো| তারপর বড় বড় শহর তৈরি করবো| মানুষকে ভালবাসা প্রকৃতিকে ভালবাসা প্রাকৃতিক সম্প দকে ভালবেসে তা রড়্গাণাবেড়্গাণ করা সামাজিক দায়িত্ব বোধ হলেই আমরা অনেক ভাবে বেঁচে থাকতে পারি ভালভাবে| আমাদের দেশে অভাব অনটন নাই বলে মনে করতে পারি কিন্তু সমাজে একেবারে নাই বলা যায় না| টাকা খরছ করার একটা নমুনা তৈরি করতে হয়| পৌরসভা তাদের কর আদায় করা অর্থ মানুষের মতামতের উপর ব্যয় করতে পারলে সমাজের মঙ্গল আসবে সমাজে শান্তি আসবে| লোভ-লালসা কমাতে পারলে, আইনের কার্যকারিতা থাকলে, আইনি কার্যক্রম সহনশীল হলে আমাদের সমাজ অনেক শান্তি বিরাজ করবে| আমাদেরকে মানুষের জন্য ভালবাসা তৈরি করতে হবে| মানুষকে ভালবাসা সহজ ব্যাপার নয়| কঠিন ব্যাপার সেই কঠিন কাজটি শিখি| অর্থের কোন ড়্গতি হবে না|

গ্রামবাংলা সম্বন্ধে

আপনার প্রতিভার ও ভবিষৎ চি˜ত্মার কথা অনুভব করিয়া আজ স্বাড়্গি মানিতেছি আমাদের প্রজম্মদের কাছে| আপনাদের দূরদৃষ্টি ঠিক ছিল, সত্যতা আজ প্রমাণ করে| আমাদেও সড়ক যে দিন প্রথম শুরম্ন হয় তখন আপনাদের মত সকল তাতে রাজি হন নাই এতো জমি নষ্ঠ হবে কেউ তার জমি দেবে না| তখন পাস কেটে সড়ক তৈরি হইতে থাকে, সড়ক হওয়ার পূর্বে এই সারা বন

ফসলে ভরা থাকতো৷ পানিতে ভরা থাকতো, ঘাস, খড়, পাখী, মাছ, নৌকা সব মিলে সবুজ রঙ্গের এক দৃষ্টি দিয়া থাকতো প্রকৃতি, সড়ক হওয়ার পর আপনি এতোটা আনন্দ পান নাই৷ যা আমি আপনার কাছেই শুনতাম এবং ভাবতাম, আজ প্রায় ৪০ বৎসর অতিবাহিত হল, এতো ফসল উৎপাদনকারী জমির উপর দিয়ে যানবাহন যাতায়াত করার জন্য সুবিধা করে দেওয়া হলো মানুষের জন্য৷ কিন্তু সত্যিকার ভাবে কি মানুষ উপকৃত হল? সেই আমলের নৌকায় যাতায়াত করে আমাদের জন-জীবন স্বস্থির ভাবে চলতো, আজকের মত এতো আর্থিক অবস্থা ছিল না৷ একটি সুশান্ত্ম পরিবেশ ছিল সমাজে, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল ছিল সামাজিকতা ও উৎপাদন করিতে৷ কেউ এতাটা নিজের স্বার্থ রড়্গা করে চলে নাই৷ একে অপরের প্রতি সহানুভুতিশীল ছিল৷ আর এখন বিদেশের বিক্রিত যানবাহন ব্যবহার করে সমাজে নিজ নিজ স্বার্থ রড়্গা করে একা একা চলার পথ হইতে যাইতেছে৷ এমন হলে একযুগ আসবে গ্রাম্য সমাজ বিলীন হতে থাকবে৷ আর শহরের জন-জীবন আসবে, যেখানে কেউ কাউকে জানে না, শহরের পরিবেশ গ্রাম-গঞ্জে মানায় না৷ শহরের জীবন-যাপন হলো অর্থের পিছনে দৌড়ানো আর গ্রামের জীবন-যাপন হলো স্বনির্ভর অর্থনীতি পরিচালনা করে আমাদেরকে অভাবী করিবে৷ কারণ সড়ক উৎসাহী করে সমাজকে শহর তৈরি করতে, যেখানে উৎপাদন হয় না, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আবার ঐখানে আমদানীকৃত পন্য দ্রব্য বিদেশে এনে বিক্রয় করা হয়, অনেক পন্য দ্রব্য বিলাসিতা মাত্র৷ আর এই বিদেশের তৈরি বিলাস দ্রব্য সমাজে প্রচলিত হয়ে গেলে লোক লজ্জায় মানুষ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়ে থাকে৷ যেমন ৫/৭ টাকায় একটি আলুর চিপস্ প্রচলন ৪০ বৎসর পূর্বে ছিল না৷ সড়ক পথ হওয়ায় এই আলুর চিপস্ আসিল৷ এটা আধুনিকতার নাম ধরে বিলাস দ্রব্য সমাজে প্রচলন করা মাত্র৷ গ্রামের মানুষের জল খাবার দিতে অন্য কিছু ছিল বা এখন ও আছে৷ ফলমুলের ব্যবহার হতো বাহির হওয়ার জন্য কোন টাকা খরছ করিতে হইতো না৷ বিলাস দ্রব্য ব্যবহারে বাড়তি টাকা খরছ করিতে হয় এবং

তার জন্য পরিশ্রম দিতে হয়| আর যদি এলাকার জন্য পন্য দ্রব্য এলাকায় উৎপাদন ও বাজারজাত করা যেতো, তখন বাড়তি টাকা খরছ হতো না| কারণ এলাকায় আমদানি করা হয় নাই| যার উপর খরছ হয় নাই বাড়তি টাকা, আর এলাকার যথেষ্ঠ উৎপাদন ও বাজারজাত হলে কর্মসংস্থান ও আর্থিক নিরাপত্তা আসতো| পূর্বেকার বিকেল বেলার বাজার ছিল ভাল একটি ব্যবস্থা, সড়ক পথ না হলে গ্রাম-গঞ্জ স্বস্থির পরিবেশ নিয়ে থাকতো| সড়ক পথ যতখানি উৎপাদন কমাইয়াছে ততোখানি পূরণ করার জন্য আমরা বিদেশ এসেছি, বিদেশ না আসলে কি অবস্থা হতো| আর এসেই বা কি হলো, আমরা তো আর বাড়ী ফিরতে পারছিনা| আমরা অনেকই বিদেশ বসতবাড়ি করে সম্প দের পিছে দৌঁড়াইতেছি| এই দৌঁড় শেষ করার সীমা রেখা ৪/৫ জন ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন ব্যাপার| এখানে হলো সেই শহরের জন-জীবন অবিরাম একটা প্রতিযোগিতায় থাকা, তবে বিদেশের আয় থেকে যা হয়েছে বা হবে পাড়া-পড়শি ও আত্মীয় স্বজনের সত্যিকারের কোন আর্থিক সহায়তা হয়েছে? আমিতো দেখি না, বরং চি˜ত্মা হয় আগামী দিনে কেমন আসবে, কারণ পৃথিবীর আর অনেক দেশও সমাজের উপর এই প্রকারের চাপ এসে পড়েছে, তারা চিৎকার করে শুনাইতে চায় অন্যান্য জাতিকে সহায়তা করার জন্য কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছে সহায়তা করেও উপায় হবে না| কারণ তাদের উৎপাদন শক্তি হারিয়ে গেছে, জমির উৎপাদন শক্তি রড়্গা করিতে সচেতন ছিল না তারা, বিদেশীদের কারখানা স্থাপনে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল| মানুষকে কাজ দিবে মাহিনা দিবে, উৎপাদনশীল জমি নষ্ট করে শ্রমিক হয়ে থাকছিল| যখন তাদের কারখানা মুনাফা করিতে পারে নাই, তারা বন্ধ করে চলে যায়| পিছনে ইটের জঙ্গল রেখে আসে, কেউ কাউকে সহায়তা করার মত উপায় নাই, তাদের ঐক্য অনেক আগেই কেড়ে নিয়েছিল| তারা টেরও পায় নাই, সাহস করে জিজ্ঞাস করতে পারে নাই| তাই চি˜ত্মা হয় আমাদের সমাজকে কে কোন সময় কি পরামর্শ দিয়ে আমাদের প্রজম্মদেরকে শ্রমিক বানাবে, তার কোন স্বাধীনতা থাকবে না| অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না

থাকলে গাড়ী দিয়ে যাতায়াত কতড়াণ করবে আর অর্থনীতি যদি পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে সবকিছু ক্রয় করে আহার করিতে হয়, তখন কষ্ট লাগব হয় না| আহার যোগাতে সারা শ্রম ব্যয় করিতে হবে| এইজন্য আপনার সেই ৪০ বৎসরের পূর্বের চিন্তাযুক্ত কথার প্রমাণ পাওয়া গেল| আমাদের আশে-পাশের জমি ও ভরাং জলাশয় থাকতো তাহলে ভালই দেখা যেত| শহরের স্বার্থ আর গ্রামের স্বার্থ এক নয়| গ্রামে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়, আর শহরে প্রচুর পরিমাণ বিদেশ থেকে আমদানি করে বাজারজাত করা হয়| তাদের এই স্বার্থ ও মুনাফা বাড়ানোর জন্য সড়ক হয়ে থাকে| মানুষতো সড়ক তৈরি করেনি, বিদেশী সাহায্য করেছে, সুদে টাকা দিয়েছে, আর এই সুদ জনগন বহন করিতে হয়| অদেখা কর মানুষ দিয়ে থাকে সর্বড়াণ| এতে বিদেশীরা সুদ পায় মুনাফ করে, আমাদের তো কোন কষ্ট ছিল না| ৪০ বৎসর পূর্বে, যে আমাদের সড়ক চাই, মানুষ না চাওয়া সত্বেও তাদের স্বার্থে তারা মানুষের জমির উপর দিয়ে সড়ক তৈরি করেছে| আজকাল যাহাই দেখতেছেন গাড়ি-বাড়ী দোকান-পাট ইত্যাদি এতে সমাজের আর্থিক মেরম্নদন্ড নাই| আর্থিক উন্নতির জন্য সমাজে নিজেদের জ্ঞান বিবেক-বিবেচনা করে মেরম্নদন্ড শক্ত করে থাকিতে পারিলে সামাজিক আর্থিক উন্নতিরও নিরাপত্তা পাওয়া যাইবে| সমাজ পরনির্ভরশীল থাকতে হবে না| আর্থিক পরনির্ভরশীলতা রোধ করার জন্য সচেতন হওয়ার জন্য আমাদের বংশধরদেরকে বলার জন্য স্বাড়ী মানিতেছি| আপনাদের এই স্বাড়ী না পাইলে বংশধররা কিছু অনুভব করিতে পারবে না| কোন পথে যাবে দিশা হারা হয়ে পড়বে, তারা ইতিহাস খুঁজে পাবে না, আপনারা এই ইতিহাস বলে গেলে, তারা লিপিবদ্ধ করলে, ভুল পথ সংশোধন করে নেওয়ার জন্য সচেতন হতে পারবে| আমাদের অতীত ভাল ছিল, আমাদের অতীত ঐক্যতায় ভরপুর ছিল| অতীত এতো শ্রম দিয়ে অভাব পূরণ করিতে হয় নাই| বংশধররা অতীতকে ফিরাই আনলে শান্তি ও স্বস্তির সমাজ জীবন-যাপন করিতে পারবে| তারজন্য স্থানীয় পর্যায় মুরবিয়ানদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করিতে আসিলে, বংশধররা

শিখিবার সুযোগ পাবে, মুরবিয়ানরা না শিখালে ইতিহাস পরিপূর্ণ হয় না| গ্রামের গৃহস্থ পরিবারের ছেলেরা সব সময় লেখাপড়া করে খুব সফলতা অর্জন করতে পারেন নাই| কারণ হিসেবে দেখি অনেক সময় মনোযোগী হতে না পারা গৃহস্থতি আছে তাই খামারের মধ্যে অনেক সময় টুকিটাকি সময় দিতে হয়| এই অজুহাতে স্কুলে না যাওয়া বা লেখাপড়ায় মনোযোগ না দেওয়া অথবা আর কিছু কারণ ও থাকতে পারে| গ্রাম-গঞ্জে ভাল শিড়্বাকের অনুপস্থিতিতি এবং লেখাপড়ায় খেলাধুলায় পরিবেশকে ধরে রাখা কিছুটা কঠিন এবং কর্তৃপড়্বা বলতে কেউ নেই| ছেলে-মেয়েদের শিড়্বা নিয়ে যত্নবান কিনা এবং আর্থিক অসুবিধায় আছে কি না| থাকিলে কি প্রকার সাহায্য করা সম্ভব এস ব বিষয় মোটেই লড়্বানীয় নয়| গ্রাম-গঞ্জের মানুষ ব্যবসায়ী চাড়া কয় জনই নগদ টাকা হাতে পায়| আমি চাই গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক সরকার হলে সকল পরিবারের খোজ খরব নিতে পারবে এবং আর্থিক সুবিধা দেওয়া সুযোগ করে দেবে| শ্রমিকদের সুবিধা দেখবে এবং গৃহস্থদের ও সুবিধা দেখবে| ছেলে-মেয়েদের শিড়্বা বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য চেষ্ঠা করবে| গ্রাম-গঞ্জের আর্থিক উন্নয়ন করা মোটেই অসম্ভব নয়, সকলকে সকল প্রকার প্রশিড়্বাণসহ শিড়্বা নিতে উৎসাহ দেওয়া হবে| পশু পালন ও চিকিৎসা এবং ফসল উৎপাদন বাজারজাত করা এবং ফসলকে পন্য হিসাবে বাজারজাত করা সকল বিষয়ে প্রশিড়্বাণ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি প্রকার কাজ করে তা শিড়্বার আওতায় আনা হবে| শিড়্বা অর্জনে আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং পরনির্ভরতা কমানো, অপরকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকা| নিজে নিজেকে আবিস্কার করা, কত প্রকার খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা, তার উপর সরকার যখন একটু আর্থিক সুবিধা দিতে থাকবে| সকলের হাতে টাকাকড়ি আসলে কেনা-কাটা করার সাধ্য বাড়বে| তারপরই সমাজে সচ্ছলতা আসবে| আমি চাই গ্রাম-গঞ্জের মানুষের উন্নত শিড়্বা-দীড়্বা অর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক শিড়্বা অর্জনে নিজেদেরকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে প্রতিবাবান হতে পারবেন| নিজের প্রতিভা অন্যকে প্রতিভাবান হতে সাহায্য

করবে| নিজের কোন কিছুর কমতি হবে না| নিজের পরিশ্রমে নিজে বাঁচা, নিজের পরিশ্রমে আয় করা, নিজের পরিশ্রমে নিজের সংসার পরিচালনা করা ও বড় গৌরবের বিষয়| বাবার কি আছে সে দিক থেকে লড়্গা ফিরাতে পারলেই, নিজের প্রতিভার আবিস্কার হবে| নিজের অর্জিত টাকা খরছ করার স্বার্থ অনেক বেশি এবং তাকে স্বাবলম্বী বলা হয়ে থাকে| নিজের ও পরিবারের জন্য অনেক গৌরব| আমার সরকার সেই ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তুত|

চিঠি-পত্র

আমার সালাম নিবেন, আপনার সাথে পরিচয় হওয়ার সুযোগ আমার হয় নাই| তবুও আজ আপনার প্রশংসা শুনে আনন্দের সাথে লিখতে ইচ্ছা হলো| আপনাদের মত প্রতিভাবান লোক এতো চেষ্ঠা করেও যেন মানুষের স্বস্থিরতা ও আর্থিক দিগ দিয়ে যেন মানুষ মনমরা হয়ে আছে, বহুদিন গত হয় বাগিছা বাজারে বিছালের লড়াই হয়ে ছিল| বহু মানুষ দেখলাম, আর ভাবলাম এতসব মানুষের এটাই কি একমাত্র আনন্দ উপভোগ করার মতো ব্যাপার, তাদের চিত্তোবিনোদনের কথা কেউ ভাবতেছে না| তবুতো কেউ না কেউ একটা কিছু আয়োজন করেছেন| মানুষ দূর-দূরান্থ থেকে এসে একদিনের জন্য চিত্তোবিনোদন করার সুযোগ পেল| গ্রাম-গঞ্জে একত্রে এতো মানুষের দেখা কঠিন ব্যাপার, আমি দেখে তা ভাবলাম| এতসব মানুষের জন্য আর কত আনন্দ উপভোগ করার মত সুযোগ করা যেত| তাতে সকল মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারতো| এরপর আর্থিক সহায়তা লাভ করতে পারতো| মানুষ রিক্সা না টানিয়া, টেম্পু না চালাইয়া উপার্জন করিতে পারতো| চিত্তোবিনোদন একটি গুরম্নত্বপূর্ণ ব্যাপার, তা না হলে মানুষের মনের খাবার হয় না, মন না ভরলে মানুষ সচেতন হয় না| মন মানুষের দেহের শক্তি যোগায়, চিন্থা করিতে শেখায়, ব্যায়াম করিতে শেখায়, খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা সবই মানুষকে সচেতন করে রাখে| যাহা খুবই প্রয়োজনীয়| আমাদের গ্রাম-গঞ্জে সেইমত আয়োজন করার প্রয়োজন আছে| যদি সঠিকভাবে পরিকল্পনা করা

যায়, যাতে করে মানুষ সচেতন হতে পারে, সুস্বাস্থ্য থাকতে পারে| আমাদের গ্রাম্য খেলা অনেক প্রকার আছে, তার মধ্যে স্বাস্থ্য রড়্গা করার মত লেখা খুবই প্রয়োজনীয়| চিত্তোবিনোদনের ব্যবস্থা করা হলে মানুষের আর্থিক সহয়তা হতো| পশ্চিমা দেশ গুলোতে ইউনিয়ন কাউন্সিল এগুলো করে থাকে| নাগরিকদের সচেতন করে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকারে কাজ করে থাকে| নাগরিকগণ তার সুবিধাদি উপভোগ করে থাকে| আমাদের দেশে শহরে, বন্দরে ও রাজধানীতে ও এর সুযোগ-সুবিধা করে দিয়ে থাকেন| কিন্তু গ্রাম অঞ্চলের কথা কেউ ভাবেন না বলে মনে হয়| গ্রাম-অঞ্চলকে অবহেলা করে রাখা হয়েছে| আমাদের নদী, খাল, বিল, হাওর ইত্যাদি মাটিতে ভরে ভরে গেছে| এই মাটি এলাকার সম্পদ, সঠিকভাবে মাটি তুলে পাহাড় বানাইয়া রাখিলে, আমাদের মানুষের কাজে আসতো আর্থিক উন্নয়নের জন্য| আর পানি নিষ্কাশন করা যেত এইগুলো থেকে বা ধরে রাখা যেত আমাদের এলাকার মানুষের জন্য| যাহা থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ এলাকার মানুষ ধরতে পাইতো সারা বৎসর| আর ফসল হানী থেকে রড়্গা পাইতো সবকয়টি হাওর বিল| এইগুলো এলাকার মানুষের সম্পদ| এইসব সম্পদ ও এই সকল নাগরিকদের রড়্গানাবেড়্গাণ ও আর্থিক ড়্গাতিগ্রস্থ হওয়া থেকে প্রতিরোধ করা, চিত্তোবিনোদনের সুযোগ করে দেওয়া, মানুষকে সচেতন করে রাখা সবই সম্ভব হতো| আমাদের দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, আমাদের মানুষ জ্ঞান ও প্রতিভায় আত্মমর্যাদাশীল| আমরা কেন পারবো না? আমরা পশ্চিমা দেশ গুলো থেকে কতকিছু শিখতে চাইতেছি| তাদের নাচ-গান পরিধান কতকিছু অভ্যাস করিতে চাইতেছি| কিন্তু পশ্চিমা দেশের আর্থিক উন্নয়নের কথা গভীরভাবে বুঝতে বা অনুভব করতে কার্পণ্য করে থাকি| একটু সুনজর করলে প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ আগাইয়া আসলে সহজ হয়ে যায়| গ্রাম এলাকার মানুষের চিত্তোবিনোদন করে সুবিধাদি উপভোগ করে আনন্দের মধ্যে আর্থিক উন্নতি করিতে পারতো| তারজন্য ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউনিয়ন কাউন্সিলের নের্তৃত্ব দেওয়া হবে গুরম্নত্বপূর্ণ ব্যাপার| এই

ইউনিয়ন কাউন্সিল দায়িত্ব নিলে হতে পারে তার সমাধান| তবে বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা হলো ইংরেজদের শিখানো শাসন ব্যবস্থা| এই অবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউনিয়ন কাউন্সিল নের্তৃত্ব দিতে পারবে না| যদি এই ইংরেজদের শিখানো পথা চলিতে থাকে| আসলে তাদের দেশে ভিন্নভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলে| ইংরেজদের বা আশে-পাশের দেশগুলো স্থানীয় মানুষের পরামর্শে ও মতামতের রায় ছাড়া কোন চুড়ান্থ সিদ্ধান্থ নেওয়া হয় না| কেউ যদি চায় কোন জায়গায় ১০তলা বিশিষ্ট্য অট্টালিকা তৈরি করতে, তারজন্য এলাকার মানুষের মতামত নিতে হয়| রায় পেলে তৈরি করতে পারে| কোন কিছু পরিবর্তন করতে হলেও জনগনের মতামতের রায় নিতে হয়| ইউনিয়ন কাউন্সিল হলো নিজ নিজ এলাকার উন্নতি সাধন করার কেন্দ্র বিন্দু| যার কাছে আর্থিক যোগান আসে জাতীয় আয় থেকে| আর আমাদের দেশে তার ভিন্ন কোন কিছুর সাথে কিছুর মিল নাই| এমন অমিল হয়ে চলতে থাকলে, আমরা জাতি হিসাবে মাথা দাঁড় করে থাকতে পারবো না| আমাদের দেশের সব মেধাবী লোক বিদেশীরা নিয়ে যাবে| আমাদেরকে নি:স্ব করে দেবে| আমাদের কাছে জ্ঞানী মেধাবী প্রতিভাবান লোক যখন থাকবে না, তখন শক্তি ও থাকবে না কথা বলার জন্য| যার যেমন ইচ্ছা জাতিকে শাসন করবে| নাগরিকদের কান্না কেউ শুনার জন্য রাজধানী থেকে গ্রামে-গঞ্জে আসবে না| কার চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য আছে বা নাই, কারো পড়া-লেখা করানোর খরচ বহন করতে পারতেছে কি না| আরও কতভাবে মানুষ অভাব গ্রস্থ হয়ে আছে| কেউ শুনার মত নাই কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষ আপনাদের মতো জ্ঞানী ও প্রতিভাবানদের প্রতি তাকাইয়া আছে| গ্রামের সহজ সরল মানুষ কিছু পাওয়ার প্রতীড়্গায় দিন গুনতেছে| কিন্তু কি করে তা করা যায়, তা নিয়ে ভাবনা থাকে অহরহ| আমাদের সরকারের প্রবর্তনের নমুনা বা কার্যকলাপ পশ্চিমা দেশের থেকে ভিন্ন| যদি পশ্চিমা ধনী দেশ ও জাতিকে একটু জানতে ও গভীরভাবে অনুভব করতে পারিতাম তাহলে সচেতন করে তোলা যেত| তাহলে হয়তো কোন এক দলের হাতে জিম্মি হয়ে

থাকতে হতো না| এইসব দল সবই একই প্রকারের| তাদের কাছে মানুষের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার মত কোন কর্মসুচি হয় নাই, হবেও না| তাই যদি স্থানীয় পর্যায়ে মুরব্বিয়ানদের নিয়ে নের্তৃত্ব দেওয়া হয়, তখন আর্থিক সচ্ছলতা আনার উদ্যেশ্যে ঐক্য হওয়া সম্ভব, পশ্চিমা দেশ ও সমাজে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকারে| তাই মানুষ স্বস্থিরভাবে দিন কাটায়| আমাদের সমাজেও আর্থিক নিরাপত্তা আনা সম্ভব, যাতে মানুষ উপকৃত হয়ে চিত্তোবিনোদনের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতার নিশ্চয়তা পাবে| তা সম্ভব হবে একমাত্র আপনাদের মতো প্রতিভাবান ও আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে|

“সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান”

আমাদের গ্যাস সম্প দ রপ্তানী না করা ভাল, রপ্তানী হলে গ্রামবাংলার গৃহস্থ পরিবার গুলোর কোন সহায়তায় আসবে না| যেখানে দেশের ৮৫ ভাগ মানুষ বাস করেন| আমাদের উচিৎ হবে ধীরে ধীরে নিজেরা নিজেদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা ছোট ছোট শিল্প, কল-কারখানা তৈরি করে নিজ দেশের

মানুষের আর্থিক উন্নতি ও চাহিদা পূরণ করা, তারপর নিজেদের কর্মশক্তি দিয়ে গ্যাসোলিন তৈরি করে যানবাহন পরিচালনা করা| বিশেষ করে রেল যোগাযোগের উপর যখন সম্ভব হবে| নিজেদের দেশের চাহিদা পূরণ না করে কর্মসংস্থান ও আর্থিক উন্নতি না হলে বাহিরে বিক্রি করা অর্থের বিনিময়ে মোটেই গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না| হা যদি এমন কিছু হত যার বিনিময়ে ৮৫ ভাগ মানুষের আর্থিক উন্নতি হতো| যেমন আমাদের জন্য তারা যা দেবে আমরা তৈরি করতে পারি না কিন্তু অর্থের বিনিময়ে হলে হবে না| আমরা প্রযুক্তি চাই, যেখানে শিল্প, কল-কারখানা করে ৮ হতে ২০ জন নাগরিক কাজ চালাতে পারে এর বেশি নয়| ইউনিয়ন কাউন্সিলের অধিনে রাখিয়া নিয়ন্ত্রন করে নিজ নিজ ইউনিয়নবাসীর আর্থিক সহায়তা আনা| বিদেশীরা আমাদের দেশে বিনিয়োগ করতে না আসা ভাল| তাদের কথায় যুক্তি পরামর্শে কান না দেওয়া আমাদের মানুষের জন্য ভাল| তারা বিনিযোগ করলে কর্মসংস্থান করলে তাদের লাভ হবে একশত গুন বেশি| একশত গুন বেশি লাভ নিয়ে স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে যাবে| কেউ দেখতে পাবে না আর রাষ্ট্র কিছুই পাবে না| তারা আমাদের ভূমি ও শ্রম ব্যবহার করে নি:স্ব করে ফেলবে| আমরা চিৎকার করার শক্তি থাকবে না, কেউ দেখে ও দেখবে না| যদিও মহাবিদ্যালয় গুলোর মধ্যে তর্ক-বির্তক হয় যেমন দেখেছিলাম ১৯৮৩ তে টিভির পর্দায় জাতির অর্থনৈতিক ব্যাপার ছিল| তবে নিজ দেশের জাতির চাহিদা পূরণ না করে যেকোন কিছু রপ্তানী করা জাতির জন্য সহায়ক হয় না| অতীতকে গবেষণা করে পলস্নী গায়ের মানুষ সকল সচেতন সয় রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের নিত্য দিনের ব্যয়ভার কেমন করে পরিবর্তন হয়ে থাকে, মানুষ শহরে বন্দরে এসে বসতি স্থাপন করে আর্থিক অবস্থা উন্নতি করার লড়্যো, কিন্তু তা হয় না, হবার কথা নয়| রাষ্ট্র একটি পরিবারের মত তার নাগরিকদের মর্যাদা দিয়ে দেখলে আর্থিক উন্নতি কথা এবং আর্থিক নিরাপত্তা কি প্রকারে দেওয়া যায় সে নিয়ে বিবেক বিবেচনা ও পরামর্শ করে সমাধান আনা সম্ভব হতো| আর রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকদের সচেতন না হলে, নিজ শিড়্গা গ্রহণে

আগ্রহী না হলে উন্নতি সাধন কঠিন ব্যাপার| তারজন্য বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানের ভান্ডার, অধ্যয়নরত জ্ঞানীজন যা কিছু জানেন তা সকল মানুষ জানেন না| তাদেরকে পরামর্শে এনে জ্ঞান দান করলে, তারা সচেতন হতে পারতেন| কারণ তাদেরকে আর্থিক নিরাপত্তা পেতে হলে সমাজ বিজ্ঞানও রাষ্ট্র বিজ্ঞান জানা ও জানানো প্রয়োজন আছে| রাষ্ট্র তার নাগরিকদের পরামর্শে আনলে সমাজের উন্নতি সাধন হতে বাধ্য আমাদের দেশ ৬৫ কোটি বৈদেশিক মুদ্রায় সুদ ও আসল পরিশোধ করে থাকে| তখন তার সদস্যদের বহু কষ্ট একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের ও করতে হয়, যা আমাদের হইতেছে| ধনী রাষ্ট্র ঋণ দিয়ে, সুদ নিয়ে লাভবান হয়ে থাকে| তাই আমাদের নাগরিকদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন সুদ দেওয়া শেষ হয় না| এই অনেক গভীর হয়ে থাকে, ঋণ দেওয়ার জন্য ধনী রাষ্ট্র অনেক যুক্তি দিয়ে থাকে| আসলে তাদের লাভের অঙ্ক অনেক বড় আকারের করে থাকে| জ্ঞানী সচেতন নাগরিকগন ঐক্য মত হলে এমন হতো না তারজন্য যদি প্রত্যড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় মতামত গ্রহণ করে রায় একত্র করে ফলাফল দেখেন তখন অনুভব করা সম্ভব হতো| আমাদের ঋণ নেওয়া ভাল না মন্দ, ধনী রাষ্ট্র খাদ্য উৎপাদন করিতে হয় না, তারা চায় অনুউন্নতি রাষ্ট্র তাদের জন্য উৎপাদন করে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে| বিনিময়ে বিলাস দ্রব্য দিয়ে পথভ্রষ্ট করে রাখে সমাজকে| আর খাদ্র দ্রব্য উৎপাদনে বিশাল আকারের জমি ব্যবহার করা হয় তাদের জন্য| এই প্রথা আমাদের নাগরিকদের আর্থিক উন্নয়ন আনতে পারবে না| আর্থিক উন্নয়ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের না আসলে সমাজ স্বস্থির হতে পারে না| অধ্যয়ন শেষ করে বড় চাকুরী সকলের হয় না, তখন প্রতিযোগিতা করে কোন না কোন এক চাকুরী হলে কিছু দিনের জন্য নিরপত্তা থাকে| বাকিরা অবহেলায় থাকিয়া আর্থিক নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দিনতিপাত করিতে হয়| সেইজন্য দেখা যায় আর্থিক নিরাপত্তা সমাজে আনতে পারলে স্বস্থিরতা আসে এবং তা সম্ভব| এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় হলো সমাজ বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বেশি সংখ্যায় হলে সমাজের উপকারে

আসে যার মধ্যে নিজের দেশের অর্থ বিজ্ঞান কাজে লাগাইয়া নিজের ও অপরের আর্থিক উন্নতি এনে রাষ্ট্র ও নাগরিকগন সম্প দশালী হতে পারে| বিদেশীদের অর্থ বিজ্ঞান আমাদের সমাজে কোন দিন স্বস্থিরতা এনে দিবে না| সে হউক যে কোন প্রান্থ থেকে| আমাদের প্রাকৃতির সাথে মিল কাহারও মিল নাই| তাই নিজেদের পুরাতন অর্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও কাজে আনা হলে ঋণ করে সুদ দিতে হবে না| রাষ্ট্রের ভিতর সম্প দ থাকলে নাগরিকগন অভাব করবে না, অপরের কথায় কান দিবে না| অপরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ধাপে ধাপে স্বস্থিরতা আসবে| সেইজন্য মহাবিদ্যা অর্জনকারীরা সমাজকের মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝালে একসময় সকল নাগরিক সামাজিক আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ঐক্যমত গড়ে তোলা সম্ভব| যার জন্য মানুষ বিদ্যান ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে আছে| বৈদেশিক ঋণ বা বৈদেশিক বিনিয়োগ সমাজের উন্নয়নের বা আর্থিক মুক্তি লাভের সহায়ক হবে না| বৈদেশিক বিনিয়োগ হলে বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপন গ্রামবাংলার মানুষের আর্থিক স্বাধীনতা হারাবে, বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশিগুনে| মানুষ উৎপাদন করবে কিন্তু ভোগ করতে পারবে না| লোভনীয় পন্যদ্রব্য উৎপন্ন করে সমাজে প্রচলনের রীতি হয়ে থাকে, যার কারণে উচ্চ মূল্য দিতে গিয়ে অভাবী হয়ে থাকে| চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না, সে অনুযায়ী প্রারিশ্রমিক দেওয়া হবে না| একবার সমাজকে আর্থিক স্বাধীনতা থেকে দূরে সরাইয়া নিতে পারলে বিনিয়োগকারীরা একশতগুন বেশি সুদ-আসল আদায় করিতে পারে| সুদে আনা, কর্জ আনা, অন্যকে নিজের ভূমি তাদের স্বার্থে ব্যবহার করিতে দেওয়া, সমাজের নাগরিকদের আত্মমর্যাদা রক্ষা করার ব্যাপার| বর্তমান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারলে আত্মমর্যাদা রক্ষা করা যাবে না| তাই আমাদের গ্রামবাংলাকে শহর বানাইয়া আমাদের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে দিও না| পলস্নী গায়ে যেমন আছে ভাল আছে| আরও ভাল হবে স্বস্থির হবে, নিজেদের জ্ঞান, নিবেক বিবেচনা কাজে লাগাইয়া নিজেদের মত বাচিঁয়া উন্নতি সাধন করে

সকল নাগরিকগের আর্থিক নিরাপত্তা এনে দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করে থাকা| আমাদের সমাজে সম্ভব তিনটি স্তরে উন্নতি করে নেওয়া| নূন্যতম স্তর ১ থেকে ৪০, দ্বিতীয় স্তর ৪০ থেকে ৭০, তৃতীয় স্তর ৭০ থেকে ১০০|

যোগাযোগ ব্যবস্থা

দৃঢ়সংকল্প গড়ে উঠলে কারিগরি বিদ্যা অর্জন করে প্রতিভার বিকাশ হওয়া সম্ভব, যা সব দিন হয়ে থাকে, যদি এই বিদ্যা বিক্রয় করে না দেওয়া হয়| যদি মানুষের সাহায্যে আনার জন্য তৈরি হয়, আর যদি কোটিপতি হওয়ার জন্য জ্ঞান ভান্ডার চুক্তি অনুযায়ী আবদ্ধ হয়ে থাকে| তখনই শিল্পপতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে জ্ঞান ভান্ডারকে| তাদের স্বার্থে ব্যবহার হয়ে থাকে জ্ঞান ও শ্রম| সমাজের মানুষ উৎপাদিত পন্য ভোগ করিতে পারে না| যারা পারে সংখ্যায় কম তারা| আবার এতো ছোট ছোট প্রযুক্তি শিল্পায়নে প্রচলিত হয়, যা থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতে পারে| যেমন শহরে যদি একটা স্থান নির্ধারিণ করা হয়, এখান থেকে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর একটি রেলগাড়ি ছাড়ে শহরকে ঘুরে আসবে ঐ স্থানে তা হলে ১ ঘন্টায় ৪ টা রেল ঘুরে এল| এই ৪ টা রেল ৫ ঘণ্টা চালালে ২০ বার ঘুরে আসতে পারে| পথিমধ্যে ১ মিনিট করে ৩০ বার থামল, যাত্রীগণ উঠানামা কারার জন্য| এমন যদি হতে পারে তা সকল বড় রাস্তা থেকে রেল পথ বানানো যেত| বড় রেলপথ নয় এই রেল বলছি, যা পাকা রাস্তায় লাইন করে বসানো হয়| যা কিনা ট্রাম বলা হয়| পার্কের মধ্যে এক ধরনের ছোট রেলগাড়ি চালানো হয়ে থাকে| এই গুলোকে পরিবর্তন করে পরীক্ষা করার জন্য দেখা গেলে আমাদের জন্য একটি নতুন দিগন্ত আসতো| আর এই ট্রাম সিস্টেম আমাদের শহর গুলোর জন্য খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে| কিন্তু এই সিস্টেম কর্জ করে বিদেশী কারিগর বা কারিগরি উপাদান এনে নয়| যখন আমাদের মেধাশীল ব্যক্তিগণ তৈরি করতে পারবেন| তখন আমাদের সুদ দিতে হবে না| যখন নিজেদের প্রচেষ্ঠায় কিছু হয়ে উঠে| সমাজরে মানুষ গৌরব করে

নিজের সমাজের প্রজম্মদের জন্য| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের কষ্টের লাগব করেছে| আর যদি আমাদের নিজেদের চেষ্টায় যদি আর মানুষের কষ্ট লাগব হয় তা হলে সমাজের মানুষ হতে পারতো লাভবান| শ্রমজীবি মানুষ রিক্সা চালিয়ে বা ডিজেল কিংবা পেট্রোল চালিত টেক্সী চালিয়ে এত কষ্ট করিতে হতো না| এই শ্রম, ডিজেল ও পেট্রোল ঠেলাগাড়িকে কষ্টের লাগব করতে পারতো| মানুষ আমাদের সম্প দ যদি আমরা সুস্থভাবে রাখি| বিদেশীদের কথায় কর্ণপাত করা ভাল নয়, এইসব কায়িক শ্রম পরিবর্তন করে মানব সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য আর অনেক কিছু করার আছে| টমটম (ঘোড়ার গাড়ি) যখন ১০ জন যাত্রী নিতে পারে এই টমটম গাড়িকে যদি আর কোচ সংযুক্ত করে একশত যাত্রী নেওয়া যায় আর ৪ টি ঘোড়া সংযুক্ত হয়| যেমন ৬ বা ৮ টি ঘোড়া টানলো একশত যাত্রী| তা হলে তো ট্রামের মত ব্যবহার সম্ভব| যতদিন আমরা যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারছিনা| এই টমটম গাড়ীকে নতুন প্রযক্তি দিয়া যদি সম্ভব হয় আধুনিক করা| যা পরিচালনা হবে স্থানীয় জনগনের প্রতিনিধিগণ দ্বারা, যেমন ইউনিয়ন কাউন্সিল বা ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা, যেখানে ২০ থেকে ৪০ জন প্রতিনিধি থাকতে পারেন| যেমন প্রতি পাড়া থেকে বা গ্রাম থেকে ২০ বা ৪০ পাড়া বা গ্রাম মিলে একটি কাউন্সিল বা পরিষদ| এতে নাগরিকগণের সুবিধা থাকবে অনেক গুন বেশি| ডিজেল তেল ও মবিল ক্রয় কওে যে খরছ হয় তা দিয়ে ঘোড়াকে পালন করা সম্ভব, এবং আবহাওয়া দূষিত হওয়া থেকে রড়্গা করা সম্ভব| একটি লাইনের ভিতর গাড়ীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়| বিজ্ঞান ও কারীগরি বিদ্যা মানুষকে উন্নতি এনে দিতে পারে যদি কোন মানুষের জ্ঞানকে বাধা দেওয়া না হয় বা ব্যাক্তি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে না আসেন| প্রযক্তি মানুষের কষ্ট লাগব করিতে পারে সমষ্টিগত ভাবে| ব্যক্তিগত ভাবে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার হয়ে থাকে| সমাজে স্বার্থপর গোষ্টি হতে পারে, আবার সমাজে সমষ্টিগত ভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারে| একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া কোন কিছু সম্পুর্ন তৈরি হয় না| একটি ট্রাম বা টমটম তৈরিতে কত

পেশার লোকের প্রয়োজন আছে| তেমন ভাবে সমাজ ও একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল আছে| একজন গৃহস্থ লোক স্বাধীনভাবে গৃহস্থি পরিচালনা করে| একজন কারখানা শ্রমিক অন্যের জন্য উৎপাদন করে অন্যের কাছে সে নিয়ন্ত্রণ হয়| সে ততটা স্বাধীন নয় একজন গৃহস্থ লোকের মতো| এই প্রকারে শহর বন্দর তৈরি হয়েছে মানুষের স্বাধীনতা ও আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে রাখার জন্য| এই নিয়ন্ত্রণের ভিতর থাকিয়া শ্রম দিয়া পন্য উৎপাদন করিয়া সে ভোগ করিতে পারে না| আর যখন সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে তখন তাকে অনেক মূল্য পরিশোধ করিতে হয়| যার জন্য তাকে দিগুন শ্রম দিতে হয়| এই শ্রম দেওয়া শেষ নাই| চাহিদা অপূরণ থেকে যায়| আবার একজন গৃহস্থ লোক স্বাধীনভাবে নিজের মতো কাজ পরিচালনা করিতে পারে| যতড়্গন না বাধাগ্রস্থ না হয়, সেই লোক প্রকৃতির সাথে সম্প র্ক রাখিয়া জীবন যাপন করিতে অভ্যস্থ থাকে| আর তাই নিজের সমাজের মানুষের জন্য এমন এমন প্রযুক্তি তৈরি হলে সমাজ উপকৃত হতো| সম্প দের অভাব হতো না, যথেষ্ঠ সম্প দ হলে সমাজ অভাব করবে না বা তারজন্য দ্বিগুন শ্রম দিতে হবে না| কম শ্রম দিয়ে বেশি সম্প দ ভোগ করা সম্ভব| সড়ক পথ মানুষকে কষ্টকর করে রেখেছে, তাদের কষ্ট লাগব হয় নাই| এইসব সড়ক দিয়ে মানুষের সম্প দ অন্যেরা নিয়ে যায়| সড়ক না হলে লোভ দেখাইয়া প্রতারিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হতো|

িিি.রিঃঃবভধয়.পড়স.নফ/ঃৎধফব/২০১৫/১০/০৬/৩৮৫২৩থঢ়ৎরহঃ.যঃসষ

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনায় বড় বিনিয়োগের প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এর আওতায় ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাগুরা ও যশোর জেলার সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে নেয়া হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সাড়ে চার কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।

সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি ঋণপ্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে এডিবির প্রধান কার্যালয়। এতে নেদারল্যান্ডস সরকার অনুদান হিসেবে দেবে ৭০ লাখ ডলার। সব মিলে প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪০৪ কোটি টাকার সহায়তা পাওয়া যাবে।

মঙ্গলবার এডিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, দেশের দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থাপনায় এটি এডিবির দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থায়ন। এর আগে ২০০৫ সালে এ খাতে ২ কোটি ডলার দিয়েছিল এডিবি। ওই সময় নেদারল্যান্ডস সরকারের তহবিল থেকে অনুদান বাবদ পাওয়া গিয়েছিল ১ কোটি ২৫ লাখ ডলার।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, এডিবির সহায়তা সামনে রেখে সম্প্রতি প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)।

প্রকল্পের আওতায় পাঁচ জেলার ১৬ উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে ১১ টি উপ প্রকল্প। এতে মোট ৪৮২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় হবে ৭৮ কোটি টাকা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। কাজ শেষ করতে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, এডিবি ও নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক সহায়তায় একই ধরনের একটি প্রকল্প এর আগে নড়াইল জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির সফলতায় এডিবি নতুন করে একই ধরনের প্রকল্পে অর্থায়নে উত্সাহ প্রকাশ করে।

একনেকের অধিনে কোন প্রকার জাতির প্রকল্প গ্রহন ও বাস্থবায়ন না করে এইসব ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ মিলে জনগনের উপস্থিতিতে ইউনিয়নের নাগরিকদের প্রয়োজন মিটানো হবে| এমন সব প্রকল্প শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ গ্রহণ করবেন| তবেই নাগরিকগন উপকৃত হবেন| নয়তো তাদের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না| শুধু ব্যাঙ্কাররা উপকৃত হবেন| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সেই প্রকার জনগনের অংশগ্রহণে সকল প্রকার প্রকল্প গ্রহণ করবে| এই জন্য সকল এলাকার সচেতন নাগরিকগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের এলাকার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার চিন্থা-চেতনা নিয়ে জাগতে হবে| সাহস ও শক্তি মনোবল যোগাতে হবে নিজেদের জন্য| নিজেদের বাঁচার জন্য অন্য কেউ সযত্নে এসে আমাদের সমাজে আমাদের সন্থানদের বাঁচান| এই আহ্বান শুনার মতো মানুষ তৈরি হয় নাই| আর যা ছিল তা ঋণে গিয়ে নি:শ্বেষ হয়ে গেছে| আর কেউ থাকলে না শুনার ভান করে আছে| এই আহ্বান করেছেন মো: সাইফুর রহমান যুগান্থর ১০/০৭/২০১৫ এক সময় চিল বইয়ের বোঁঝা কমাতে হবে দাবি নিয়ে

সংগ্রাম করেছিলাম| স্বাধীনতার পর আমাদের আর বইয়ের বোঁঝা বাড়তে থাকে| আগের চেয়ে চার পাঁচ গুন বেড়ে গেছে| কারণ হলো আমাদের সরকার গঠনে যে সব দূর্বলতা ছিল তা সব সময়ই রয়েছে| আর দেশ ও মানুষকে ভাল বেসে কেউ দেশ পরিচালনায় নেই| আমরা যা দেখতেছি সবই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং তাদের সীমাবদ্ধ দলের মধ্যে সমৃদ্ধি আদায় করে চলতেছে| তাদের কোন প্রকার মায়া মমতা নেই ঐ বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য| ঐ বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য সুচি~ত্মা করার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তন আনা হলে এবং তাদের রড়্গনাবেড়্গণ ও সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থায় আনা হলে তখনই দেশও দেশের মানুষকে মায়া মমতা দিয়ে ভালবাসতে পারে|আর ভালবাসলে তখনই জনগণ উপকৃত হবে| আর তখন যদি লেখা হয় আমাদের স~ত্মানদের বাঁচান, তখনই তারা শুনবে| বারবার শুনবে এবং তার প্রতিকার করতে কালড়্গেপন করবে না| কোন অজুহাত দাড় করবে না| আজ যারা ঐসব ব্যবস্থার জন্য কাজ করতেছে তাদের স~ত্মানরা ঐ সমাজে বাস করতেছে না| এইজন্য তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার দুচি~ত্মা নেই| আর একটি লেখার আহ্বান শিড়্গিত যুব বেকারত্ব বিপজ্জনক পরিনতি ডেকে আনতে পারে যুগা~ত্মর ০৭/১০/২০১৫| আমাদের শিড়্গা ব্যবস্থার মধ্যে এমন সব দূর্বলতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা সহজে কেহই ধরতে পারবে না| এই যুব সমাজকে এমন প্রকার বোকা করে লালন পালন করে গড়ে তোলা হয়েছে, চাইলে যে কোন জন্য তাদেরকে ব্যবহার করতে পারে| এই পর্য~ত্ম তৈরি করে রাখা হয়েছে| আর পার্শ্ববর্তী দেশ গুলো ঐসব যুব সমাজকে লড়্গ্য করে মাদক দ্রব্য পাচার করে তাদেরকে আসক্ত করতে সকল প্রকার চেষ্ঠা চালাতেছে এবং তা চলতে থাকবে| সকল স~ত্মরের নাগরিকগন আক্রা~ত্ম হতে পারে এবং ঐসব নেশাগ্রস~ত্মদের চোয়াছে রোগে| তারপর তো ঐ লেখঅর মধ্যে অনেক কিছু আছে| যা পড়ার মতো লোক নেই| প্রতিকারের মতো লোক নেই লেখা গুলো শুধু আহ্বানের মধ্যেই সীমিত থাকে দিনের পর দিন যুগের পর যুগ| এই থেকে পরিত্রাণ

পাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা প্রশিড়্গণ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা আমার গবেষণায় এসেছে একটি জাতির মহাপরিষদ গঠন করা| এইজন্য এই ব্যবস্থা যে তারা সকল প্রকার আহ্বান তারা সকল প্রকার অভাব অভিযোগ জাতির জন্য বিপজ্জনক পরিনতি, সন্স্থানদের বাঁচান| আর কত প্রকার আকুতি মিনতি সমাজে কত প্রকার অবড়্গায় হইতেছে| এইসব বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন| সরকারকে দিগ নির্দেশনা দিতে সহায়তা করবেন, এবং আইন প্রণয়নে সহায়তা করবেন| সকল প্রকার জনস্বার্থ রড়্গা করার জন্য তারা সর্বচ্ছ ভূমিকা রাখবেন| সেই মতো করে নাগরিকদের গড়ে তোলা সম্ভব হবে, আর বেশি বেশি করে| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল মনে করে ড়্গমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে সকল অর্থ রাজস্ব থেকে ইউনিয়ন পরিষদের হাতে দিয়ে দেশ পরিচালনা করিলে সকল শ্রেণীর নাগরিকগন উপকৃত হবেন| সহনশীল সমাজে বাস করতে শিখবো| যার যার সাবধানতার প্রতি সম্মান করা যায়| তার অন্স্থরে শান্স্থি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব| একটি কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি মধ্যে দিয়ে| আমি আহ্বান করি সকল শ্রেণীর নাগরিকদের প্রতি আসুন আরও গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে আমার লেখা পড়ে দেখেন| আমি বুঝতে চেষ্ঠা করিতেছি তা এতো কঠিন বিষয় নয়| লোভ লালসা থেকে বিরত থাকা ও কঠিন নয়| যদি সমঅধিকার তৈরি করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়| যা আমি চাই বাস্স্থবায়ন হউক|

<u>অ্যাঞ্জেলা গোমেজ</u>

আপনি যা করেছেন তা একটি উন্নত রাষ্ট্রের ইউনিয়ন পরিষদ এই কাজ গুলো করে থাকে রাষ্ট্রীয় অর্থে রাষ্ট্র অর্থ ব্যয় করে তার নাগরিকদের “বাঁচতে শেখা” এর মতো করে প্রশিড়্গণ দিয়ে থাকে সর্বড়্গণ, সকল প্রকার সেবা প্রদান করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ, উন্নত রাষ্ট্র গুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড গুলোর অর্থ দিয়ে সকল প্রকার প্রকল্প গুলো বাস্স্থবায়ন করার আইনি অধিকার

প্রতিষ্ঠা করেছে| তাদের সংসদ সদস্য ঐসব বিষয়ে জড়িত থাকেন না| সংসদ সদস্যগণ টাকা নিয়ে ঝামেলায় থাকেন না| আপনি যা করেছেন এতো বৎসব পর শুনতে পেলাম আমার খুব ইচ্ছা হয় আপনার প্রতিষ্ঠানটি "বাঁচতে শেখা" দেখে আসি| একটি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চান| আর সম্ভব হয়ে উঠতেছে না তা হয় না| আপনি যে অনেক অনেক সৈনিক তৈরি করেছেন তাদেরকে দিগ নির্দেশনা দিয়ে বলেন| গ্রামীন পরিবেশে চন-বন, বাঁশ, গাছ ও কাদা মাটি দিয়ে শুরম্ন করতে এমন বিশ্ববিদ্যালয় হবে আমরা চেয়ে থাকবো| সবকিছু হবে নিজস্ব উপায়ে| আর আপনাকে পারতে হবে|

যঃঃঢ়://িিি.নফ-ঢ়ৎধঃরফরহ.পড়স/ৎঢ়বপরধষ/২০১৫/০৯/৩০/১০৮৯৫৮/ঢ়ৎরহঃ

৬৩ বছরেও অবিচল অ্যাঞ্জেলা গোমেজ

শরীরে ক্যান্সারের বাসা। ব্রেন স্ট্রোকও হয়ে গেছে একবার। বয়স ৬৩। তারপরও সকাল-বিকাল অফিস করছেন নিয়মিত। ছুটছেন গ্রামে-গঞ্জে, হাটে, মাঠে-ঘাটে। এখনো লক্ষ্যে সমান অবিচল। তিনি অ্যাঞ্জেলা গোমেজ। শেষ তিন দশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক কোটি নারী ও শিশুকে বাঁচতে শিখিয়েছেন তিনি, তার প্রতিষ্ঠান বাঁচতে শেখার মাধ্যমে। যাদের বেশির ভাগই ছিলেন সমাজ ও পরিবারে অবহেলিত, নির্যাতিত ও সুবিধাবঞ্চিত। আজ তাদের সবাই স্বাবলম্বী। তারা এখন অধিকার নিয়ে সম্মানের সঙ্গে পরিবারে আছেন, সংসার করছেন। তিন দশকের এই অসাধারণ কীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, কিট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট উপাধিসহ পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা।আগের কথা : ১৯৫২ সালের ১৬ জুলাই। গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার মাল্লা গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অ্যাঞ্জেলা গোমেজ। পিতা অগস্টিন গোমেজ ও মা ইসাবেলা গোমেজের ৯ সন্তানের মধ্যে তিনি সপ্তম। বাবা নাম রেখেছিলেন ফুল। সবাই আদর করে ডাকত ফুলকুমারী। পরে তার নাম রাখা হয় কেলিসিতা (আনন্দদানকারী), ভালো নাম রাখা হয় অ্যাঞ্জেলা (স্বর্গীয় দূত)।ছোটবেলায় ছিলেন প্রচণ্ড ডানপিঠে। বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে মঠবাড়ী মিশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন তিনি। এরপরই অভিভাবকরা তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তিনি স্কুলের শিক্ষক ফাদার বার্কম্যানের সাহায্য চাইলে তিনি অ্যাঞ্জেলাকে ওই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কাজ দেন। এর ফলে সে যাত্রা বাল্যবিয়ের হাত থেকে রক্ষা পান তিনি। একই শিক্ষকের সহায়তায় বাড়ি থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দূরে নাগরি মিশনের পাঞ্জুরা বোর্ডিং স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হন অ্যাঞ্জেলা। এরপর ঢাকা হলিক্রস স্কুলে টিচার্স ট্রেনিংয়ের শর্ট কোর্সে ভর্তি হন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ওই কোর্স সম্পন্ন করে মঠবাড়ী স্কুলে শিক্ষকতা

শুরু করেন। এরপর কুষ্টিয়া ভবেরপাড়া মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। এখানকার মাদার পিরিনা তাকে খুবই ভালোবাসতেন। মাদার পিরিনা কুষ্টিয়া থেকে যশোর বদলি হলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন অ্যাঞ্জেলা। চিঠি লেখেন মাদার পিরিনাকে। মাদার পিরিনা অ্যাঞ্জেলাকে যশোর চলে আসতে বলেন। শহরের সেক্রেড হার্ট স্কুলের বোর্ডিংয়ে অ্যাঞ্জেলার থাকার ব্যবস্থা করে দেন তিনি। একই সঙ্গে ওই স্কুলে তাকে অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবেও নিয়োগ দেন। এখানে শিক্ষকতার পাশাপাশি অ্যাঞ্জেলা নিজের পড়াশোনাও অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৮ সালে এসএসসি, ১৯৭২ সালে এইচএসসি এবং ১৯৭৪ সালে বিএ পাস করেন।শুরুর কথা : শিক্ষকতার পাশাপাশি ছুটির দিনগুলোতে সহকর্মীদের নিয়ে অ্যাঞ্জেলা গোমেজ ঘুরে বেড়াতেন যশোর ও ঝিনাইদহের গ্রামগুলোতে। এসব এলাকার নারীদের মানবেতর জীবনযাপন তাকে যারপরনাই ব্যথিত করে। লক্ষ্য স্থির করে ফেলেন তখনই। বদলাতে হবে এ অবস্থা। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নারীর অধিকারভিত্তিক ক্ষমতায়ন।১৯৭৬-৭৭ সালে সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও বরিশালে গিয়ে হস্তশিল্পের ওপর নিজে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর যশোর ও ঝিনাইদহের গ্রামে গ্রামে গিয়ে নারীদের দলবদ্ধ করে সেগুলো শেখাতে শুরু করেন। অবহেলিত, নির্যাতিত নারীরা স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। এরই মধ্যে ১৯৭৯ সালে বদনামের ভয়ে চার্চ থেকে বের করে দেওয়া হয় অ্যাঞ্জেলাকে। রাস্তায় নেমে পড়েন তিনি। পরের বছর যশোর শহরের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার তিন নারী আমেনা, সালেহা ও রোকেয়া আপার সঙ্গে পরিচয় হয় তার। তিনি তার স্বপ্নের কথা তাদের বলেন। তারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৮১ সালে সমাজকল্যাণ অফিসে নিবন্ধনের মাধ্যমে তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বাঁচতে শেখার যাত্রা শুরু। ১৯৮৬ সালে যশোর শহরের আরবপুর এলাকায় ১৬ বিঘা জমিসহ একটি পরিত্যক্ত ভবন ক্রয় করেন। সেখানে জঙ্গল কেটে শুরু করেন কৃষিকাজ। মজা পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষ করেন। হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের খামার করে এটিকে সমন্বিত কৃষি খামারে পরিণত করেন। এটিই এখন বাঁচতে শেখার প্রধান কার্যালয়। ১৯৯২ সালে নরওয়ে দূতাবাসের সহায়তায় এই কার্যালয়টি তৈরি হয়। অফিস ছাড়াও এখানে আছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, ক্লাসরুম, ১০০ প্রশিক্ষণার্থী থাকার ডরমেটোরি ও লাইব্রেরি।পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ : অ্যাঞ্জেলা গোমেজ ও তার বাঁচতে শেখার আজকের অবস্থানে পৌঁছানোর পথটি মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। একে তো খ্রিস্টান, তার ওপর কুমারী। গ্রামে-গঞ্জে এমনকি শহরেও কাজ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। অ্যাঞ্জেলা গোমেজ বললেন, প্রথম দিকে অনেকেই আমাকে মেনে নিতে পারেনি। আমার শরীরে মল ছুড়ে মেরেছে। কটু কথা বলেছে। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সেঁটেছে। একের পর এক মামলা করেছে। আমি দমে যাইনি। ভালো মানুষও অনেক আছেন। তাদের পাশে পেয়েছি। তাদের সহযোগিতাতেই এতদূর আসতে পেরেছি। শুরু থেকেই অ্যাঞ্জেলা গোমেজ তার সংগঠন বাঁচতে শেখার মাধ্যমে গ্রামের অসহায় নির্যাতিত গরিব মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদেরও শিক্ষা প্রদান করা হয় এ প্রকল্পে। ঝরেপড়া শিশু-কিশোরদের (ড্রপআউট

চিলড্রেন) ও কিশোর শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় এনে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্প থেকে প্রায় তিন লাখ ৬০ হাজার কিশোর শিক্ষাসুবিধা লাভ করেছে। মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, প্রসূতি সেবা ছাড়াও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। শিশুদের ছয়টি মারাত্মক রোগের টিকাও প্রদান করা হয় এ প্রকল্পে। এ প্রকল্পে প্রায় তিন লাখ মা ও শিশু উপকৃত হয়েছেন। নারী-পুরুষের সমান অধিকার, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে বাঁচতে শেখার অবদান দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। আইন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিকল্প পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এ ছাড়া মহিলাদের ভোট শিক্ষা প্রকল্প, প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা, হস্তশিল্প, কৃষিক্ষেত্র, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, মৌচাষ, রেশম চাষ, মৎস্য চাষ, ঘূর্ণায়মান ঋণের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি প্রশংসনীয় সাফল্য দেখিয়েছে।কর্মের স্বীকৃতি : নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষায় নিজের জীবনের সবকিছুই উৎসর্গ করেছেন অ্যাঞ্জেলা গোমেজ। এসবের স্বীকৃতিও পেয়েছেন অনেক। ১৯৯৯ সালে এশিয়ার মর্যাদাশীল ম্যাগসাইসাই পুরস্কার লাভ করেন তিনি। ২০১৪ সালে ভারতের উড়িষ্যার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কিট বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে। এ ছাড়া ১৯৮৮ ও ২০০১-এ পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে বেগম রোকেয়া পদক, ১৯৯৭ সালে পাক্ষিক অনন্যা পুরস্কার, হস্তশিল্পে জাতীয়ভাবে ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে স্বর্ণপদকসহ আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা জমা পড়েছে তার ঝুলিতে।অ্যাঞ্জেলা বলেন : 'আমার যখন ক্যান্সার ধরা পড়ল, প্রচুর বমি করতাম। চোখ দিয়ে পানি বের হতো। বমি থামলেই আমি হাসতাম। ডাক্তাররা অবাক হয়ে প্রশ্ন করতেন। আমি বলতাম, চোখের কাজ পানি ঝরানো, ঝরিয়েছে, কিন্তু মুখের কাজ হাসতে থাকা, তাই সে হাসছে। ... অনেক কিছু করেছি। আবার অনেক কিছু করতে পারিনি। সব পুরস্কারের অর্থ বাঁচতে শেখাকে দিয়ে দিয়েছি। শুধু ম্যাগসাইসাই পুরস্কারের অর্থটা ফিক্সড করে রেখেছি একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। যেখানে সুবিধাবঞ্চিতরা বিনা খরচে পড়তে পারবে। কিন্তু বাস্তবে করতে গিয়ে দেখলাম এ জন্য প্রচুর টাকা দরকার। জানি না এ স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা। টাকার জন্যে তো অনেক কিছুই করতে পারি না। মৃত্যুর পর আল্লাহ যদি স্বর্গে স্থান দেন, আল্লাহকে বলব আমাকে যেন সুপার পাওয়ার দিয়ে আরেকবার পৃথিবীতে পাঠায়। সেই সুপার পাওয়ার দিয়ে আমার সব ইচ্ছা পূরণ করব। টাকার জন্যে অন্তত কোনোকিছু আটকে থাকবে না।... আমি মরে গেলে আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নিয়ে মারামারি, গণ্ডগোল হবে না। কারণ আমার কোনো সম্পদই নেই। সবই বাঁচতে শেখাকে দিয়ে দিয়েছি। বাঁচতে শেখার একটি রুমে ভাড়া দিয়ে থাকি। বাঁচতে শেখার ক্যান্টিনে খাই টাকা দিয়ে। ২৬০ টাকার শাড়ি পরি। লিডারশিপ নিজের কাছে আটকে রাখিনি। অনেক অ্যাঞ্জেলা গোমেজ তৈরি করেছি। তারাই সংগঠন চালাবে। আমি মরে গেলেও বাঁচতে শেখা মরবে না।

অন্ধকারে আলোর দিশা মিরসরাইয়ের জাহাঙ্গীর মাষ্টার

যঃঃঢ়ং://ীীী.পঃমঃরসবং.পড়স/২০১৫/১০/ধৎপযরাবং/৬১৮৯৯

সমাজে ভালো মানুষের বড়ই অভাব। অনেক মানুষ শত কোটি টাকার মালিক হয়েও অসহায় দরিদ্র মানুষের খবর নিচ্ছেনা। আবার কিছু কিছু নিবেদিত নিঃস্বার্থ সমাজসেবী মানুষ সামান্য টাকার মালিক হয়েও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অবহেলিত, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত নিজেকে উজাড় করে দেয়। এমনই একজন শিক্ষানুরাগী, নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক পরোপকারী জাহাঙ্গীর হোসাইন (মাষ্টার)। মিরসরাই উপজেলার মঘাদিয়া ইউনিয়নের শেখের তালুক গ্রামে জন্মগ্রহন তিনি। তার পিতার নাম মরহুম জহরুল হক। তিলে তিলে সংগ্রাম করে বেড়ে উঠা এ মানুষটি অসহায় ব্যক্তিদের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। তিনি অজপাড়া গাঁয়ের সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়ে বিদেশে ব্যবসা করে শহরের অট্টালিকায় বসবাসের সুযোগ থাকলেও মিশে গেছেন যে মাটিতে বড় হয়েছেন সে গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে। আলোর কোন সীমানা নেই। অন্ধকার দুর করাটাই আলোর ধর্ম। তেমনি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সেবায় ব্রত হয়ে নিজ কর্ম গুনে সমাজের নারী পুরুষ সব বয়সের মানুষের কাছে সমান প্রিয়। দলমত, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের জন্য অবদান রেখে নিজেকে সব সময় জড়িয়ে রাখেন। একদিন অন্ধকার দুর হয়ে সমাজ আলোকিত হবে,সব মানুষ একসাথে হাসবে। সমাজের দরিদ্র অসহায় মানুষের জয় হবে এমনই স্বপ্ন এ গুনী মানুষটির। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে অসহায়, দরিদ্র, অবহেলীত মানুষ ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অসহায় মানুষরা ছুটে আসেন তার কাছে। দানের মাধ্যমে সমাজের মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব নয়। এ কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলছেন তিনি। মনিষীদের বানী আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি একটি শিক্ষিত জাতি দেবো।

এ শিক্ষিত মা তৈরির জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক পড়া লিখার খরচ চালিয়ে আসছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন নোয়াপাড়া জামে মসজিদ, বদিউল্লাহপাড়া (শরিয়তপাড়া) ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, বহদ্দারগ্রাম (ইছাখালী) ফোরকানীয়া মাদ্রাসা সহ একাধিক ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি চট্টগ্রামস্থ মিরসরাই এসোশিয়েশনের পৃষ্টপোষক ও আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, চট্টগ্রাম নাবিক কল্যান সমিতির উপদেষ্টা সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। ইতমধ্যে তিনি গত ২ সেপ্টেম্বর সমাজসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় ও জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম সম্মাননা পদক পেয়েছেন। পিছিয়ে পড়া অবহেলিত জনপদের অসচ্ছল,অসহায় জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে তাদের এগিয়ে নিতে ছোট ভাই মরহুম বেলায়েত হোসাইনের নামে প্রতিষ্ঠা করেন বেলায়েত হোসাইন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জাহাঙ্গীর হোসাইন মাষ্টার একক প্রচেষ্টায় মঘাদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহযোগীতা করে আসছেন। বেলায়েত হোসাইন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর চলার পথ অনেক দুর লক্ষ একটাই দারিদ্রতা , যৌতুক ও মাদকের ছোবল থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখানো এবং ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌছে দেওয়া। ফাউন্ডেশনের অধিনে এলাকার গরীব মেয়েদের বিয়েতে আর্থিক সহায়তা, মেধা বৃত্তির মাধ্যমে প্রতিভাবান গরিব ছাত্র- ছাত্রীদের লেখা পড়ার খরচ প্রদান, দুস্থদের আর্থিক সহায়তা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান অনুদানের মাধ্যমে এ ফাউন্ডেশন তাঁর লক্ষ পুরনে স্বনির্ভর সমাজ গঠনের জন্য অবদান রাখছে। আমাদের সমাজে যাদের অভাব অনটনের সংসার। একবেলা খেলে আরেক বেলা খাবার জুটেনা। এমন অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে রয়েছে এ প্রতিষ্ঠান। তার কাছে গিয়ে কেউ কোনদিন খালি হাতে ফেরেনি। মঘাদিয়া ইউনিয়নের অনেক মসজিদে অনুদান দিয়েছেন তিনি। এছাড়া মক্তব, মাদ্রাসা, মন্দির, অসহায় মানুষের চিকিৎসা, গরীব মেয়ের বিয়েতে অনুদান দিচ্ছেন নিয়মিত। যে প্রতিষ্ঠান গুলোতে তিনি অনুদান দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শেখের তালুক হামিদ মুহুরীবাড়ী জামে মসজিদ ২ লাখ টাকা, মজুমদার হাট জামে মসজিদ ১ লাখ টাকা, খোরমাওয়ালা জামে মসজিদ ১ লাখ টাকা, সরকারটোলা ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ১ লাখ

টাকা, মিরসরাই রেল স্টেশন জামে মসজিদ ১ লাখ টাকা, কাজীর তালুক জামে মসজিদ ৫০ হাজার টাকা, কাজীর তালুক মাদ্রাসা ৫০ হাজার টাকা, সাধুর বাজার জামে মসজিদ ৫০ হাজার টাকা, শেখটোলা জামে মসজিদ ৫০ হাজার টাকা, শেখটোলা ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ২০ হাজার টাকা,গাজীটোলা জামে মসজিদ ৫০ হাজার টাকা, সারেংপাড়া মাদ্রাসা ৩০ হাজার টাকা, সারেংপাড়া জামে মসজিদ ২০হাজার টাকা, আবুতোরাব ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ২৮ হাজার টাকা, হাদী নগর তোরাব আলী হাজী মসজিদ ২০ হাজার টাকা, হাসিমনগর ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ৫০ হাজার টাকা, আবুতোরাব জগন্নাথ ধাম ২ লাখ টাকা, শফিউল্লাহ পাড়া জামে মসজিদ ২০ হাজার টাকা, শফিউল্লাহ পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০ হাজার টাকা,মঘাদিয়া ইউপির সামনে মসজিদ ১৮ হাজার টাকা, সমিতিরহাট মসজিদ ২০ হাজার টাকা, জাফরাবাদ ফোরকানীয়া মাদ্রসা ২০ হাজার টাকা, তিনঘোরিয়াটোলা মসজিদ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, উকিলটোলা জামে মসজিদ ৫০ হাজার টাকা, আবুতোরাব উত্তর বাজার মসজিদ ১০ হাজার টাকা।প্রচার বিমুখ এ মানুষটি নিজের নাম প্রকাশ না করে আড়ালে থেকে নিরবে নিভৃর্তে কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন। এছাড়া তিনি প্রায় এক হাজারেরও বেশি বেকার মানুষকে বিদেশে নিয়ে কর্মসস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। তার মধ্যে মিরসরাইয়ের প্রায় আড়াইশ।যারা দেশে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করেছেন এখন তাদের প্রায় অনেকে এখন স্বচ্ছল। মানুষ মানুষের জন্য,জীবন জীবনের জন্য এ বাস্তব উপলব্ধী তিনি মনে প্রাণে লালন করেন। যারা শত কোটি টাকার মালিক তারাও যেন সেবার মানসিকতা নিয়ে জাহাঙ্গীর হোসাইন মাষ্টারের মত সমাজের হত দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিভাবান ফুলের মত শিশু গুলোকে ঝরে পড়ার আগে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে এগিয়ে আসেন। জাহাঙ্গীর হোসাইন মাষ্টার বলেন, জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা আর মনোবল আজকে আমাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন তাই আমি সমাজদের অসহায়, অস্বচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। ব্যবসার কারণে দেশের বাইরে থাকলেও প্রতিনিয়ত আমার মন পড়ে থাকে গ্রামে। তাই দুই-একমাস পরপর গ্রামে ছুটে আসি। তিনি আরো বলেন, সুবিধা বঞ্চিত অসহায় মানুষ গুলোর মলিন চেহারা আমাকে কষ্ট দেয়। সমাজের সেই সব মানুষ গুলোর হাতে কিছু টাকা দিলে হয়তো একবেলা ভালো করে বাজার করে পরিবার নিয়ে খাবে। কিন্তু পরদিন থেকে আবার অভাব তাদের পিছু নিবে। এভাবে সমাজে কোনদিন পরিবর্তন আসবেনা। যদি একজন একজন করে প্রতিটি পরিবারে শিক্ষার আলো পোঁছানো যায়। তা হলে একটি পরিবার, একটি গ্রাম একটি ইউনিয়ন এভাবে একদিন সমগ্র মিরসরাই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে। অভাব- দারিদ্রতা, মাদক, যৌতুক ও অপসংস্কৃতি এসব অন্ধকার দুর হয়ে যাবে। আমি যতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকব ততদিন এ সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের কল্যানে নিজেকে উজাড় করে দেব।

“আসুন, আপনাদেরকে নিয়ে নতুন অধ্যায় শুরন্ন করে এবং গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দলকে নিয়ে সরকার গঠন করি”

ঘরে ঘরে শিড়্গার আলো পৌঁছে দেওয়া একজন ব্যক্তি বিশেষের জন্য অনেক বড় অবদান অনেক ত্যাগ শিখার করা| আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি| তারপরও বলিতে হয় যুগে যুগে এই রকম অনেক ব্যক্তি বিশেষের আর্বিভাব হয়| যতদিন তিনি আছেন ততদিন ভাল দেখাশুনা হবে| তাই বলে সমাজের পিচিয়ে পড়া পরিবার গুলোর সমস্যার সমাধান হয় নাই| কারণ এই পরিবার গুলোর পর আর পিচিয়ে পড়া পরিবার তৈরি হইতেছে প্রতিদিন এবং হতেই থাকবে| এইজন্য প্রয়োজন হয়েছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র তার নাগরিকদের যত্ন সহকারে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে লালন-পালন করিবে| যদি আমাদের দেশে কল্যাণ রাষ্ট্র আইনি ভাবে স্বীকৃতি পেতো তখনই আপনার মতো লোকজনের কাজ রাষ্ট্রীয় খরছে সমাজের সকল শ্রেণীর নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সারাটি দেশের মানুষের স্থানে স্থানে শান্তির ছোয়া আসতো| আমি বিশ্বাস করি রাষ্ট্রের কৃতিত্ব অনেক বড় ও স্থায়ী| সরকারের সব থাকবে এবং তার কৃতিত্ব বজায় রাখবে| যদি সরকার হয়ে থাকে বিশাল মানুষের জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনা করার আইনি ব্যবস্থা মেনে সরকার পরিচালনায় আসে| সরকার আইনের মাধ্যমে সকল নাগরিকদের সার্বিক উন্নতি করার এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের বাসস্থান, শিড়্গা, চিকিৎসা, কর্মজীবি হওয়া ইত্যাদি যথাযথ ভাবে প্রশিড়্গাণ দেওয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে পরিচালনা করতে পারে| আর সেই স্তর হবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ| আপনি যা করেছেন তা এক একটি ইউনিয়ন পরিষদের কাজ| আর আমি চাই আগামীতে সরকার গঠন করিবো আপনাদের মতো লোক নিয়ে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করি দেশের আনাচে কানাচে অগনিত মানুষ এই প্রকার কাজ করে সমাজের মানুষের জন্য কত প্রকার

অবদান রাখতেছেন| তাদের সকলের প্রতি আহ্বান জানাই| আসুন আমরা সকলে মিলে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করি| আপনাদের মত মানুষই পারবে|

যঃঃঢ়ং://িিি.পঃমঃরসবং.পড়স/২০১৫/১০/ধৎপযরাবং/৬১৮৯৯

রাঙ্গুনিয়ায় নদী ভাঙ্গন থেকে স্কুল রক্ষার দাবিতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

যঃঃঢ়://পঃমঃরসবং.পড়স/২০১৫/০৯/ধৎপযরাবং/৬১২১৩

"আসুন সবাই মিলে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করি"

দেশের আনাচে কানাচে সকল নদী ভাঙ্গন রোধ করার ব্যবস্থা নিবে গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক সরকার ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃর্ত্বে এবং জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্থবায়ন করা হবে| ভিটা বাড়ি হারানো থেকে রড়্যা করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে| ইউনিয়ন পরিষদকে পরিকল্পিত বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাদের প্রয়োজন| কৃষি জমিকে রড়্যা করার জন্য বড় আকারে আইন প্রণয়ন করিতে হইবে|

রোববার খুলছে বগুড়া মেডিকেল

যঃঃঢ়://ীীী.নধহমষধসধরষ২৪.পড়স/হবংি/১১০৮৭৬

দেখিতে অতি সুন্দর লাগিতেছে এইমত সুন্দর সুন্দর মানুষ গুলো যদি তাদের সকল রোগিকে মন দিয়ে যত্ন সহকারে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যান, তাহলে খুশি হবো| সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে এবং খরছ টাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে| তাই গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকার গঠন করিলে হাসপাতালের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং রোগিদেরকে বিনামূল্যে সকল প্রকার চিকিৎসা সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হবে| যাহাতে মানুষকে অত্যাধিক চিকিৎসা ব্যয় বহন করিতে যেন না হয়| তখনই মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে সমাজে বসবাস করিতে থাকিবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবে|

চট্টগ্রামে বেহাল চিকিৎসা সেবা

আজকের খবরে চট্টগ্রামের খররটা পড়িলে ঋদ্বয়টা কেমন ব্যতিত হয়|

গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকার গঠন করিলে এই মানুষ গুলোকে এই ধরনের ঠেলা গাড়ি চালাতে বারণ করা হবে এবং অন্য ধরনের কাজের জন্য প্রশিড়্গাণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে|

আনন্দ আপার পাঠশালা

আনন্দ নিকেতনের শিড়্গাকদের যে প্রকার প্রশিড়্গাণ দেওয়া হয়েছে| এই প্রকার সারাটি দেশে প্রশিড়্গাণের ব্যবস্থা করা হলে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য শিড়্গা ব্যবস্থা সহজ হয়ে আসবে এবং শিশুদেরকে সহজ করে শিড়্গা-দীড়্গা দিয়ে আগামী দিনের জন্য তৈরি করতে পারবো| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকার গঠন করি এবং আমাদের জীবন যাপন সহজ করি|

সত্যকে গোপন করে রেখে দিয়েছে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা| যারা প্রশাসন করতেছে তাদেরকে দেশের বড় বড় একশ্রেণীর প্রশাসক তাদের অনেক দূরদর্শী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশের প্রশাসকদের খুব বেশি করে লোভ-লালসা দেখিয়ে রাজি হতে বাধ্য করে| আর তাদেরক দিয়েই আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ, গ্রাস করে তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী যেখানে সড়ক হওয়ার প্রায়োজন ছিল না সেখানে সড়ক হয়েছে| যেখানে হাওর খাল-বিল রেখে আমাদের জীবন-জীবিকা করা হইতেছিল, তা নষ্ঠ করে সেখানে বড় বড় সড়ক তৈরি করতে হয়েছে| সেই সব এলাকার লোকজন আমাদের দেশীও গ্রামীন অর্থনীতির মধ্যে জীবন-যাপন করতেছিল| যেখানে আমরা মোটামুটি অভ্যস্থ হইতে ছিলাম, সেই ছিল নিজের কাজ নিজে করে নিজের উৎপাদন দিয়ে জীবিকা করতে হতো| বিলাসিতা খুব বেশি ছিল না এবং আয়ও খুব বেশি হতো না| তারপরও মানুষ স্বাধীন ভাবে জীবন-যাপন করতো| এই স্বাধীনতাকে নষ্ঠ করে দেওয়ার জন্য কর্মকর্তারা হাওরের মধ্যে সড়ক তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন| কারণ একবার একটি সড়ক তৈরি করলেই, এই চিত্র পরিবর্তন হতে থাকবে, জলাবদ্ধতা তৈরি হতে থাকবে| তারপর শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠবে, ছোট বড় অনেক সড়ক হবে| হাট-বাজার হবে, এখন রিক্সা, টেম্পু ইত্যাদি যানবাহন চলবে| স্বাধীন অর্থনীতি থাকা আর মুক্ত অর্থনীতি গ্রহণ করা সহজ বিষয় নয়| সারা পৃথিবী জুড়ে একের পর এক মুক্ত অর্থনীতি বা মুক্ত বাজার ব্যবস্থা, সব কিছু অর্থ বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং হতে থাকবে| আমাদের গ্রাম-গঞ্জের মানুষ তা বুঝতে আর শত বৎসর লাগবে বা হাজার বৎসরও লাগতে পারে| কারণ সেই অঙ্ক বুঝানোর জন্য শিড়্গা দেওয়া হবে না, হইতেছে না এবং কি হবেও না| যদি না মানুষ তাদের নিজের ইচ্ছায় না শিখে অথবা কোন দেশ প্রেমী মানুষ না আসা পর্যন্ত্ম দেশ ও জাতিকে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা কেউ বুঝাতে আসবে না| আমাদের দেশে যে সব উন্নয়ন হতে দেখা যাচ্ছে| তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়| এই উন্নয়ন সাধারণ মানুষের শ্রম বিক্রয়ের উত্তম ব্যবস্থা হবে| বড় বড় সড়ক দিয়ে মুক্ত বাজার ব্যবস্থার পরিসর বাড়বে| যারা যানবাহন বিক্রয় করবে তাদের লাভ হবে বেশি| আর যারা আমদানি করবে তারা লাভবান হবে বেশি| কিন্তু আমাদের সমাজে যারা গৃহস্থ্য পরিবার ছিল, তাদের সমস্যা হয়ে যাবে এবং হতে থাকবে| যারা শ্রম বিত্রয় করবে, তারা যে নূন্যতম পারিশ্রমিক পাবে তার নিরাপত্তা নেই| গৃহস্থ পরিবারের উৎপাদিত পন্যের দাম পাওয়ার বা পন্য বিক্রয়ের চুক্তি নাই| আর এই সবের জন্য চিন্ত্মা-ভাবনা করে এমন একটি সরকার এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা চাই| বর্তমান সরকার গুলো দেশ শাসন শুধুমাত্র কিছু মানুষকে সন্তুষ্ট রেখে শাসন কাজ পরিচালনা করার জন্য| এইজন্য দেশের আনাচে-কানাচে যেসব সড়ক হয়েছে, তা স্থানীয় জনগনের কাছ থেকে কোন মতামত গ্রহণ করা

হয় নাই। স্থানীয় জনগনের মতামতকে প্রাধান্য দিলে আমাদের জাতির জন্য এই সর্বনাশ হতো না। সেই ৩০ বৎসর, ৫০ বৎসর আগ থেকে কত লেখকগন লিখেছেন। সমস্যা তুলে ধরেছেন, তা'ছিল আকাশে ও বাতাশে। কারণ একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কোন কর্তৃপড়্গা আছে বলে মনে হয় না। এক লেখা পড়েছিলাম, আমাদের দেশ আজ সড়কের দেশ। দেশ আজ জলাবদ্ধতার দেশ। আজ যে লেখাটি পড়লাম তা ৩০ বৎসর পর আবার পড়লাম চলনবিলের মূল পানির উৎসহ হলো আত্রাই ও বড়াল। আজ চলনবিল তার গৌরব রড়্গা করিতে পারে নাই। তারমধ্যে কত রকমের পরিবর্তন এনে সড়কের পর সড়ক তৈরি করতে চলতেছি আমরা। যদি আমাদের প্রাশাসনিক ব্যবস্থার সকল ড়্গমতা জনগনের কাছে থাকতো, তা হলে তা ইউনিয়ন পরিষদের কাছে থাকতো সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং তারা জনগনকে সাথে নিয়ে জীবন-যাপন সহজ করার জন্য উন্নয়ন কর্মসুচি গ্রহণ করতেন। তখন চলনবিলের মধ্যস্থলে সড়ক হতো না। চারপাশ দিয়ে সড়ক তৈরি হতে পারতো এবং পানি চলাচলের জন্য অনেক বড় বড় প্রস্থ্যতা রেখে কাঠের ব্রীজ তৈরি করে রাখতে পারতাম, এতে আমাদের পরিবেশ বান্ধব হয়ে থাকতো। আজ এই হাহাকারের মধ্যে পড়তো না। যে কোন উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগনের পরামর্শ জরম্নরি। কর্তৃপড়্গা ভাল-মন্দ কিছুই জানে না। তারা চায় প্রকৃতিকে নষ্ঠ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা শুনে টাকা নিয়ে হাওর, খাল-বিল, নদী-নালা ভরে ফেলী, আয় দেশকে মরম্নভূমি বানিয়ে দেই। পরে শুধু মোটর গাড়ি চালাবো মরম্নভূমির মধ্যে। যদিও মুক্ত বাজার অর্থনীতির মধ্যে থাকতে হবে। এক ঘরে হয়ে থাকা যায় না, যাবেও না। তাই অর্থবিজ্ঞানকে আরও বুঝানোর দরকার আছে। শুধু আমেরিকান অর্থবিজ্ঞান পড়ালে ভাল হবে না। আর অন্যান্য দেশ ও জাতির কাছ থেকে জানতে হবে। তারপর আমাদের প্রাকৃতিক সম্প দ নিরাপদ রেখে আমরা প্রতিযোগিতা করবো শহরে-বন্দরে থেকে। আমাদের গ্রাম-গঞ্জকে হাওর, খাল-বিল, নদী-নালা সবগুলোকে প্রাকৃতিক সম্প দ বলে নিরাপত্তার জন্য উন্নয়নের ধারা থেকে বাহিরে রাখবে। আর যে গুলো হবে শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের অধিনে হতে থাকবে। একেই বলে স্থানীয় সরকার। একেই বলে জনগন দেশের মালিক। যখন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য স্থান নির্ধারণ করা হবে। তখন শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ ও সাধারণ জনগন দ্বারা স্থান নির্ধারণ করা হবে। কারণ ভাল-মন্দ, লাভ-ড়্গাতি তাদেরকেই বহন করতে হবে। সরকার বহন করবে না। তার শুধু পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করে বাকী লাভ গুলো বিদেশে নিয়ে যাবেন বা দেশের কোথাও অট্টালিকা বানিয়ে বসে থাকবেন। মানুষের দুঃখ দূরদর্শী দেখে লাগব করার মতো কাজ তারা করতে আসবেন না। পরিকল্পনা হতে হবে শত বৎসরের জন্য, শুধু আজকের জন্য কাজ করে লাভ নিয়ে গেলে দেশ ও মানুষের ড়্গাতি আর ড়্গাতি হতে থাকবে। আমরা আমাদের স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিসর্জন দিয়ে পরাধীন হতে চাই না। সকল লেখার মধ্যেই ছিল অভিজ্ঞ মহলের ও অনেক লেখকের আহবান দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রড়্গা করার জন্য। গ্রাম-গঞ্জ এলাকার কৃষি জমি তার সাথে সকল প্রকার জলাশয় ডোবা, হাওর, বিল, নদী-নালা ইত্যাদি যা আমরা তৈরি করি নাই। প্রাকৃতিক পরিবেশে

উজান থেকে পানি এসে তৈরি হয়েছে| তার মধ্যে আমরা উপকৃত হইতেছিলাম| সড়ক তৈরির জন্য সকল সময় দেখা গেল হাওর বা জলাশয়, ডোবা ইত্যাদির মধ্যস্থল দিয়ে সড়ক তৈরি করে চলে গেল| আমরা জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা ও করলো না| আমাদের জমি আমাদের এলাকা আর ড়্গতিগ্রস্ত্ম হবে আমরা মুখ বুঝে সইতে থাকবো আর কতদিন| আমরা প্রতিবাদ করতে হলে কার কাছে করবো| কে বাধা দিবে এই বেপরোয়া কাজ| আর বার বার প্রতিবাদ, বার বার যুদ্ধ করাটাও কি সহজ| কিন্তু সব থেকে মুক্তি পেতে হলে একমাত্র উপায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা| আর এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা একমাত্র আমার পড়্গে সম্ভব এইজন্য আমি একটি দল গঠনের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আহ্বান জানাইতেছি এবং এককোটি কর্মী বাহিনীকে প্রশিড়্গণ দিতে চাই| রাজনৈতিক শিড়্গা-দীড়্গা দিয়ে গড়ে তুলতে চাই আগামী দিনের জন্য| আমি যে প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইতেছি তা আমাদের জন্য নতুন বিষয়বস্তু| কিন্তু এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিবে এবং কি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিবে| আমাদের দ্বারপ্রান্তে্ম আমাদের প্রশাসন থাকবে তা হলো ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় মহাপরিষদ| একবার তৈরি করতে হলে আমাদেরকে প্রচলিত ধারায় সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচনে আমাদের দলকে জয়ী হতে হবে| সমস্যা হলো বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ টাকা খরছ করে আসন ক্রয় করতে হয় এবং এটাই হয়ে গেছে আমাদের দেশের প্রথা| যতদিন পর্যন্ত্ম বাংলার বিশ কোটি মানুষ উপলব্দি করতে না পারবে, এই সংসদীয় ব্যবস্থা হলো তাদের কতৃর্ত্ত জনগনের কোন কর্তৃত্ত নেই| জনগন শুধুমাত্র দেখার অধিকার রাখে| এইজন্য প্রয়োজন হলো সারা বাংলার জনগনের কার্য পরিচালনা করার অধিকার আদায় করার নামই হলো গণতন্ত্র| আজ আমাদের দেশে উন্নয়নের নামে যে ধরণের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে তা হলো দেশের একটি বড় অঙ্কের অপচয় এবং দেশকে ধ্বংষ করে নিয়ে যাচ্ছে| এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে হবে, তারজন্য শিড়্গিত শ্রেণীকে পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড দেখা এবং অনুভব করার প্রয়োজন করি| হরেক রকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে| সে সব থেকে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন, শিমাব্ধতা থেকে বের হওয়া প্রয়োজন| কবির ভাষায় বলে.. থাকবো না কো বব্ধ করে, দেখবো একবার জগৎ টাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ, যুগান্ত্মরের ঘুন্নি পাকে| এইজন্য আমি আহ্বান করতেছি অর্থ ব্যয় না করে সকল শ্রেণীর জনগণের স্বার্থে আমাদের জনগণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে হবে এবং তা হবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে| এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হবে| শিড়্গা, চিকিৎসা, বাসস্থান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, আইনি ও বিচারিক নিরাপত্তা, সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হবে ইউনিয়ন পরিষদ| এইজন্য আমি আহ্বান করি, আমাদের দলে যোগ করাতে পারলেই তা সম্ভব| আমার উদ্দেশ্য একটি কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি করতে পারলে আমাদের যত অভাব অভিযোগ আছে তা সমাধান করার মত পরিস্থিতি আসবে| আর তা আসবে নাগরিকদের নিজ নিজ

আন্তরিকতার মধ্য থেকে| আর আমি সেই মহৎ পরিবেশ তৈরি করার জন্য, জনসেবা করা জন্য, রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন| রাজনৈতিক দল না হলে দেশ ও সমাজের সৃষ্টিশীলতা আসে না| দেশ ও জাতিকে নিয়ে গৌরব করার সুযোগ থাকে না| এইজন্যই আমাদের সকলের রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রচুরভাবে নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়| তা না করা হলে কোন দিনও আমরা সমাজে শান্তি পাবো না| এর জন্য অনেক বৎসর কাজ করতে হবে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে দিতে সহজ হয়ে আসবে| আমাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর মানুষকে আগাইয়া আসতে হবে| ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে| গণজাগরণ তৈরি করে শৃঙ্খলা বন্ধ হয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে| নিজের দেশের জন্য নিজের এলাকার মানুষের জন্য| নিজের এলাকার সৌন্দর্য রক্ষা করার জন্য| মানুষের কত মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, অন্ধব্যক্তি শিক্ষক হয়ে শিক্ষা দিতেছেন কিশোরদেরকে| আর এক ব্যক্তি গ্রামবাসীর জন্য লাইব্রেরী দিয়েছেন,| আরও এক ব্যক্তি লক্ষ মানুষকে জীবন যুদ্ধ করা শিখিয়েছে| আরও কতজন কত প্রকার মহৎ কাজ করে সমাজের সাহায্য করতেছেন| আর আমি চাই শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করি| মহৎ কাজ করার জন্য যে কাজ সকলের জন্য মঙ্গল হবে| রাজনীতির মধ্যে দিয়েই করতে হবে| রাজনীতির মধ্যে দিয়ে করিলে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি কাজ হয় এবং চলতে থাকে| আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোন দল সংঘটিত হয় নাই| আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারে| আমার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা করিবার জন্য এমন সব নেতা তৈরি করতে চাই যারা অভাব গ্রস্থ নয়, যাদের চাহিদা খুব সীমিত এবং লোভ-লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন| এইসব ব্যক্তি দ্বারা হতে পারে নেতৃত্বে | কারণ তাদের হাতে থাকবে জনগনের আমানত এই আমানত জনগনের জন্য ব্যয় করতে হবে নিজের জন্য নয়| আর এই কাজ হতে হবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে| গ্রামবাংলার মানুষ নিজের স্বার্থের বিরূদ্ধে যেতে পারে না| গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিজমি ক্ষেত খামার, হাওর-বিল, ডোবা, জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল সবকিছুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে| বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে নিজেরা নিজেদের স্বার্থের বিরূদ্ধে চক্ষু বন্ধ করে দাঁড়াতে থাকবে যুগ যুগ| তা হতে দেওয়া যায় না আমাদের জাগাতে হবে| ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে| ব্যক্তি প্রভাবকে বিসর্জন দিতে অভ্যস্থ্য হতে হবে| ব্যক্তি বিশেষের লোভ-লালসা, সামাজিক প্রভাবশালীতা, ব্যক্তি স্বার্থ| এই প্রকার অনেক অভ্যাস সমাজের অন্য অংশের মানুষকে অসুস্থ্য করে রাখে| দেশও সমাজের স্বার্থে তাদেরকে এই সব অভ্যাস বিসর্জন দিলে দেখবেন সমাজ কত সুন্দর, কত আনন্দময় মানব সমাজ| প্রাকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকা এক আনন্দ| বার মাসের চিত্র মনে করে চিত্র অঙ্কন করে দেখেন, কত সুন্দর পৃথিবী| এই পৃথিবী থাকবে ব্যক্তি থাকবে না, ব্যক্তি বিশেষ থাকবে না| নিজের শান্তি নিজেকে ধরে রাখতে হবে অন্যকে ব্যতিত করা যায় না| অন্যকে আক্রান্ত করা যায় না| সমাজ বাঁচতে হবে, দেশও সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে এবংকি শান্তিতে থাকতে হবে| গত ৩০ বছর থেকেই কত বড় বড় ব্যক্তিবর্গ লেখালেখি করেছেন সকল সময়ই একটি দুচিন্তায় থাকার কথাই প্রকাশ পাইয়াছে|

আজও সেই দুচিন্তার কথাই পড়িতেছি৷ কোন সরকারই দেশও জাতিকে নিজের মত করে স্বাধীন হয়ে থাকতে দিবে না৷ এইজন্য কথা আসে বিড়ালের গলায় ঘন্টা কে পরাবে৷ আসলে জনগনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারলেই বিড়ালের গলায় ঘন্টা পরানো যাবে৷ তারপূর্বে জনগনকে নিজেদের অধিকার ও করনীয় সম্বন্ধে জানতে হবে৷ গণতান্ত্রিক ভাবে কাজে কর্মে অভ্যস্থ্য হতে পারলে৷ সকলের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কাজ সমাধান করা সম্ভব হবে৷ কুটনৈতিক ব্যাপার হবে আসল, আমরা নাগরিকগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের রূপরেখা প্রকাশ করে ব্যাখ্যা দিতে থাকলেই আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হবে৷ ইউনিয়ন পরিষদের নেত্রীর্ত্বে আমাদেরকে থাকতে হবে৷ এখন থেকে সকল উন্নয়ন মূলক কাজে এলাকার জনগনের স্বার্থের বিরূদ্ধে কোন প্রকার ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে৷ নেত্রীবৃন্দকে প্রতিটি গ্রাম থেকে নেতৃর্ত্বের জন্য আসতে হবে৷ চক্ষু বন্ধ করে থাকলে সুদিন আসবে না৷ নিজেদের চেষ্ঠায় সুদিন আনতে হবে৷

সারা বাংলার সকল গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কাছে আহ্বান জানাই আগামী যেকোন সময় যদি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আসে, তা হলে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের জন্য সংগ্রামী পদড়্গেপ গ্রহণ করম্নন৷ নিজেদের মধ্যে নেত্রীর্ত্বে গড়ে তুলুন এতে টাকা খরছ করার কিছু নাই৷ আর যদি হয় সকলের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে সদস্য ফি গ্রহণ করেন এবং একটি একাউন্টে জমা করম্নন৷ নিজের মধ্যে সমতা গড়ে তুলার মধ্যে সমাজে শান্তি বজায় থাকে৷ এইজন্য প্রয়োজনের বাহিরে টাকা ব্যয় না করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কাজে যুক্তি যুক্ত তর্থ্যগুলো নিয়ে আলোচনার প্রশিড়্গণ নিতে থাকেন এবং লড়্গ সামনে রাখেন গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল সরকার গঠন করিবেন৷ কি প্রকার নাগরিকদের অংশগ্রহনে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা করিবেন তা যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে৷ তারপরও আমি আছি সারাড়্গণ আপনাদের পাশে৷ এইটা হবে বাংলার মানুষের জন্য স্বাধীনতার প্রথম প্রাপ্তি৷ এখন থেকে সকল ড়্গমতা আদায় করার একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ৷ এই সুযোগ হাত ছাড়া করিবেন না৷ প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে যোগ্যতা সম্প র্ণ ব্যক্তিবর্গ আছেন৷ যারা লোভ-লালসা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে গ্রাম-গঞ্জের মানুষের তথা নিজের ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নতুন রূপে বাস্তবায়ন করিবেন৷ প্রথমে সবকিছু পাইবেন না৷ কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে পারিবেন৷ ইউনিয়ন পরিষদকে জয় করতে পারলেই গ্রামবাংলার মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ এবং অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক দল গঠনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করিবেন৷ এই প্রকার সংগঠন আমাদের দেশে কোনদিন অতীতে হয় নাই৷ যাহা হয়েছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করা হয়েছে৷ দেশের প্রাকৃতিক সম্প দ ধ্বংষ করে দেশের জনগনের উপর কত প্রকার কর আদায় করে হরিলুট করা হইতেছে৷ তাই জনগনের অংশগ্রহনে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধ্য থাকিবে ইউনিয়ন পরিষদ৷ জেলা পরিষদ, জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় মহাপরিষদ৷ লাগাম টেনে ধরার একমাত্র প্রশাসনিক পন্থা ইউনিয়ন পরিষদ৷ এখানে আমার লিখিত সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হবে৷ বর্তমান ব্যবস্থায় টাকা দিয়ে ড়্গমতা ক্রয় করা হয়৷ আমি

চাই মহৎ কাজ করিবার জন্য ক্রয় -বিক্রয় এবং বাহিরে থাকা বাঞ্চনীয়| ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মহৎ কাজ করা সম্ভব হবে না| এটা মাত্র ৫/৭ জনের স্বার্থ আদায়ের ব্যাপার| আমি বলছি নিজের ও নিজের এলাকার মানুষের দূরদর্শাগ্রস্থ জীবন-যাপনকে উন্নয়নের আওতায় আনা| আবাসন ব্যবস্থা, শিড়্গা, চিকিৎসা, সামাজিক, বিচারিক, আইনি নিরাপত্তা, আর্থিক নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক সম্প দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা পরিকল্পিত জনগনের অনুমতিক্রমে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড সাধন করা ইউনিয়ন পরিষদের নেত্রীর্ত্ব দেওয়ার জন্য জেগে উঠো বাংলার মানুষ| আমি মনেকরি আমাদের গ্রামীন সমাজে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার জন্য হাজার হাজার শিড়্গিত নাগরিককে প্রশিড়্গাণ ও ব্যায়াম শিড়্গা দিয়ে সৈনিকের মতো করে গড়ে তুলিতে পারলে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারতাম| সকল গ্রামে-গঞ্জে অনেক মহৎ কাজ করার লোক গড়ে উঠবে এমনই একটি প্রতিড়্গা| শিড়্গিতদের মধ্যে গ্রামীণ সকল প্রকার অভ্যাস থাকাসহ উচ্চ শিড়্গা গ্রহণ করে মহৎ কাজ করা ভাল| এতে যেসব অভিজ্ঞতা থাকবে সেটা জীবন পরিপূর্ণ করে তুলবে| মানব-জীবন মানবদের সাহয্যের জন্য বাড়াইয়া দিলে অন্যরা যে সাবলম্বী হয়ে থাকবে অন্যের উপর বোঁঝা হয়ে থাকবে না বা পরিবার কাহারও উপর নিরর্ভরশীল হবে না| মানুষের অলসতা দূর করার জন্য সৈনিকদের মতো প্রতিদিন নাগরিকদের প্রশিড়্গাণ দিয়ে নাগরিকদের উচ্চ মনোমানসিকতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব| আমাদের কৃষি ভিত্তিক জীবন জীবিকা করতে না চাইলে ও প্রাকৃতিক কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন জীবিকা ধ্বংশ করে দিতে পারেন না| আমি চাই এই ব্যবস্থা নিরাপদ রাখা| আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে জীবন জীবিকা করি তাতে অসুবিধা নেই| প্রাকৃতিক সম্প দ আমরা বাহিরে বিক্রয় করিব না, বিশেষ করে আমাদের দো-আঁশ মাটি|
এইজন্য দেশের সর্বস্থরের মানুষের কাছে আবেদন করি| আসুন আমার কর্মসুচি বাস্থবায়ন করে দেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি করি|

রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতা ও সহনশীলতা

১| এই তিন ধাপের দায়িত্বশীল সরকার গঠন|
২| সকল ছোট ও মধ্যম গৃহস্থ্য পরিবারকে যেকোন দূর্যোগে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া|
৩| অন্যান্য ছোট ও মধ্যম কল-কারখানার গৃহস্থ্য পরিবারের সমতুল্য যেকোন দুর্যোগে আর্থিক নিরাপত্তার দেওয়া|
৪| মধ্যবিত্ত সকল পরিবারকে আর্থিক ও কর্মজীবন নিশ্চিত করার লড়্গ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করিবে|

৫| এই নীতিমালা অন্যকোন দল ব্যবহার করে নাগরিকদের উক্ত নীতিমালাকে বিভ্রান্তি না করিতে পারে এইজন্য আমি **টহরঃবফ ঘধঃরড়হ ভড়ৎ ঃযব চড়ষরঃরপং** নাম করিলাম|

এই নাম আমার পরিবারের জন্য নয়| আমার পরিবার কোন সময় তার কাছে ও যাবে না| এটা হলো সকল নাগরিক সুস্থ্য থেকে জীবন-যাপন করার লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ করা| সকল নাগরিকগন আর্থিক নিরাপত্তা পাইলে আমার পরিবার ও পাবে| আমিও গৃহস্থ্য পরিবার হয়ে আর্থিক নিরাপত্তা পাওয়ার নিশ্চিত হইব| টহরঃবফ ঘধঃরড়হ ভড়ৎ ঃযব চড়ষরঃরপং আমার জীবনে কাজ করিতে পারি অথবা না পারিলাম, এতে দুঃখিত হইবো না, তবে এই নীতিমালা লিখায় আমি কাহার ও সহায়তা নেই নাই| প্রায় সময় আমি চিন্তিত হয়ে থাকিতাম এই বয়স হওয়া জীবনের এক পরিক্রমা হয়| ভূল-শুদ্ধ দেখে অনুভব করার সুযোগ হয়েছে| তাই আমি দৃঢ়তার সাথে লিখিলাম এই নীতিমালা| এক সময় এইসব লিখার পর ভাবলাম এই প্রকার কিছু আছে কি জানিতে গেলাম লাইব্রেরীতে একটা বই আনিলাম অনেক কিছুর মিল পাইলাম এরপর আমি যত বই-পুস্তক ক্রয় করিয়াছি সবকিছুতে আমার সাথে মিল আছে| তাই আমি কৃতজ্ঞ| তাই কথা আসে ইতিহাস না পড়ে জানা যায় না, কত প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা হতে পারে| বর্তমানে রাষ্ট্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হলো ১৫ ভাগের জন্য আর আমি লিখিলাম ১০০ ভাগের জন্য| এই ১০০ ভাগ নাগরিক সমান স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে পারিবে| এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আনিতে পারিলে| তবে এই বয়সে কাজ করে যেতে পারিলে হয়তো অনেক ব্যাপার কাজে রূপ নিতে সহায়তা হতো| তাই এটা আমার একাকার কাজ নয়, দেশবাসীকে সমাজ ব্যবস্থা বুঝানো সহজ কথা নয়| বুঝানো একেবারেই সহজ যদি বুজানোর চেষ্ঠা করা হয়| আর যদি কৃপনতা করা হয় তখনই নাগরিগন বুঝবে না| তাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে কেন?

সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে মেয়র দেখতে চান ভোটাররা

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী অনেক টাকার মালিক হলে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন| কোটি কোটি টাকার খেলা তারপর সৎ ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না| তারপর ব্যবসা ছাড়া কোন হিসাব নেই| ব্যবসা মানে লাভ আর লাভ| সরকারী সনদ হলেই যেকোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করা সহজ হয়| আর আমরা সারা জাতি বন্ধী হয়ে আছি ভয়ভীতির শাসনের মধ্যে| এর ভিতর থেকে বের হতে হবে| নির্বাচন ব্যবস্থা পরিহার করে| একমাত্র প্রত্যড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে| প্রত্যক গ্রামে প্রাঞ্চায়েতের মাধ্যমে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা এবং ৪০টি গ্রামের ৪০ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের জন্য বসিবেন (সাথে সরকারী কর্মকর্তারা তারা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বাস্ত্মবায়ন করিবেন) এবং তারা একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন| সকল নির্বাচিত সদস্যদের মেয়াদকাল হবে এক বৎসরের জন্য এবং সর্বোচ্চ তিন বার একই পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন| সকল নির্বাচিত প্রাঞ্চায়েত সদস্যগন মিলে (যেমন:- আমার সংসদীয় আসনে ২৮টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে| যদি একটি ইউনিয়নে ৪০ জন প্রাঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য থাকে তাহলে ২৮টি ইউনিয়নে প্রাঞ্চায়েত সদস্যের সংখ্যা হয় ৪০ গুনন ২৮ = ১১২০ জন)| এই প্রতিনিধিগণ সংসদ সদস্য নির্বাচিত করিবেন| সকল দলের মধ্য থেকে প্রতিযোগিগণ প্রতিযোগিতার জন্য অংশগ্রহণ করিবেন নির্ধারিত স্থানে| বিজয়ী প্রার্থীকে ৬০ ভাগ (শতকরা) ভোট পেতে হবে এবং নির্ধারিত নির্বাচনকালীন স্থানে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে| উক্ত সংসদ সদস্যের মেয়াদকাল হবে ৩ বৎসরের জন্য এবং দুইবারের অধিক উক্ত পদের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না| সকল জনপ্রতিনিধিগণ মিলে জাতীয় মহাপরিষদের সদস্য নির্বাচিত করিবেন| প্রতিটি জেলা থেকে ২ জন প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় মহাপরিষদ গঠন করা হবে| বর্তমান ৬৪টি জেলা থেকে ২ জন করে জনপ্রতিনিধিসহ মোট ১৪২০ জন তারাই নির্বাচিত করিবেন জাতীয় মহাপরিষদের সদস্য এবং জাতীয় সংসদ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করিবেন| প্রেসিডেন্ট হবেন জাতীয় মহাপরিষেদের প্রধান| যেসব যুক্তিতে আমি দুই কড়োর কথা বলিতেছি| আমি যে সকল বই পড়েছি এবং যেসব দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্প র্কে জেনেছি সকল গণতান্ত্রিক দেশে দুই কড়া বিশিষ্ট্য সংসদ এবং জনগনের অংশগ্রহণে নির্ধারিত আইন প্রণয়নের ড়ামতা সকল ইউনিয়ন

পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে| আমি আমাদের দেশের উপর যেভাবে গবেষণা করেছি| যদি জনসাধারণকে বুঝাতে সক্ষম হই, আর নাগরিকগণ মেনে নিতে রাজি হয় তখনই সম্ভব হবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করা| প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে কর্ম-প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং কর্মসংস্থান আবিষ্কারের জন্য সুযোগ করে দেওয়া হবে| সেইজন্য সরকারকে সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতার আহ্বান জানাই| গ্রামবাংলা গণতান্ত্রিক দল গঠন করে দেশও নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করব| আমাদের যুব সমাজের বেকারত্ব আমাদের দেশও সমাজকে উধম্পীন্ন করে রেখেছে| এই যুব সমাজ যাহা করতেছেন তার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দায়ী করি| রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনই যে এই অভাব গ্রস্থদের থেকে যথেষ্ঠ পরিমাণ লাভ আদায় করিতে ব্যতি ব্যস্ত| তা আমার সরকার নিয়ন্ত্রণে আনবে| এই যে পৌর নির্বাচন হবে এটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই না| টাকা রোজী ছাড়া আর কিছু না| সমাজ ও দেশের কোন উপকারে আসে নাই আসবে ও না| এই হলো কিছু কর্মহীন এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কোন কিছু পাওয়া আশা করে না| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া-লেখা করার কোন পরিবেশ নাই সর্বত্র| একটি মহামারী অবস্থায় সমাজটি পড়ে গেছে| উচ্চ শিক্ষা পেতে সকল প্রকার সুযোগ বাড়ানো হবে| আমাদের সকল বুদ্ধি জীবিদের নিয়ে গেছে আমাদের দেশের জন্য, জাতির জন্য বুদ্ধিজীবি গড়ে তুলতে হবে এবং সকল প্রকার নিরাপত্তা দিতে হবে| অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দিতে আমার সরকার বদ্ধপরিকর| বেকারত্বকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সকল প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হবে| এই হবে বাংলার মানুষের জন্য এক নতুন জীবন সংগ্রাম| আসল জীবন সংগ্রাম, এতোদিন নকল সংগ্রামে জীবন-যাপন হয়েছে| এই থেকে বের হতে হবে| আমাদের গণমানুষের নীরবতা পালন হবে ঐক্যের পরিচয়| কোন কিছুতে উলস্নাস না দেখালে তা হবে এক প্রকার প্রতিবাদ| আমার সরকার বর্তমান প্রশাসন পরিবর্তন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অনেক কমাতে পারবে| যাতে করে নাগরিকগণ নিজ নিজ কর্মসংস্থানে মনযোগী হতে পারে| আমাদের দেশের ভিতর অনেক সম্প দ আছে| আমাদেরকে সহজ উপায়ে কর্মসংস্থান পাওয়া ও দেওয়া পর্যাপ্ত পরিমান পারিশ্রমিক দেওয়া এবং নাগরিকদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ থাকিলে তা জীবন-জীবিকা সাচন্দ করিতে অর্থ ব্যয় করিবে এবং তখনই সর্বস্তরে খাওয়া-দাওয়া, বিনোদন ইত্যাদিতে অর্থ ব্যয় বাড়িবে| টাকা পঁয়সা জমিয়ে রাখার ইচ্ছা কমে আসবে| আয় থেকে ব্যয় করিতে ইচ্ছা থাকা নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য ভাল| আমাদের খাদ্যভ্যাস নতুনত্বের মধ্য দিয়ে রম্নচিশীল করিতে পারিবো| মানুষ দেশ স্বাধীন করে শান্তি পায় নাই| এখন দেশের মানুষ বড় অনিরাপদ সময় অতিবাহিত করতেছে| এমন হলো কেন? এই সবের উত্তর পাওয়া কঠিন| তবে আমি মনেকরি শত্রম্নরা টাকা দিয়ে দেশকে টাকার বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে এবং এর সাথে নেশা

জাতীয় দ্রব্য দিয়ে বিষাক্ত করে ফেলেছে৷ কোন সুস্থ্যতা দেখা কঠিন ব্যাপার৷ জনসংখ্যা বেড়েছে তার সাথে লালন-পালন করার বিষয়টি কোন প্রকারে প্রধান্য পায় নাই৷ বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থা হলো দলীয়ভাবে ড়্গমতায় গিয়ে লুটপাট করে নিজেদের কোটিপতি বানানো৷ এই ব্যবস্থা থেকে আমাদের প্রশাসনকে বের করতে হলে আমাদের জনসাধারণ সচেতন হলে প্রতড়্গ গণতন্ত্র ব্যবহার করে আমাদের প্রশাসনকে জনসেবার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রে আনতে পারি৷ আমি যে প্রকার চক তৈরি করেছি তা আছে সুইজারল্যান্ড এবং আমেরিকার কোন কোন দেশে ও ইউরোপের মাঝে আছে৷ আমি আমাদের দেশের মত করে বানিয়েছি৷ যাহা আমরা বুঝিতে পারি ও গ্রহণ করিলে সমাজের সকল স্ত্মরের জন্য শান্ত্মি প্রতিষ্ঠা হবে৷ এই লুটপাট বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ না হলে সমাজ বলে কিছু থাকবে না৷ জাতি বলে কিছু থাকবে না৷ থাকবে কলঙ্ক৷ দিন রাত মিথ্যা কথা শুনার রাজনীতি থেকে মুক্তি চাই৷ রাহাজানী থেকে সমাজ মুক্তি চায়৷ আমার এই পদ্ধতিতে ভোট হলে নাগরিকগণ পাঞ্চাঁয়েত সভাতে ভোট দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত করিলেন এবং তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যাবে৷ নাগরিকগণ নির্বাচন করার পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করতে পারেন৷ তার চিন্ত্মা-চেতনা, শিড়্গাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, গ্রামীন অর্থনীতি, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান কি প্রকার কাজ করে এবং প্রাকৃতিক সম্প দ বলতে যাহা বুঝি তাহা বুঝেন কি না এবং তাহা সংরড়্গণ করতে পারবেন কিনা এবং কতটুকু অভিজ্ঞতাই আছে৷ শিড়্গা-দীড়্গা নিয়ে তার কতটুকু চিন্ত্মা-চেতনা কাজ, আবাসন, স্বাস্থ্য সেবা, কর্মসংস্থান সব কিছু নিয়ে যে ব্যক্তি যোগ্যতার প্রমাণ বা অভিজ্ঞতা আলোচনায় প্রকাশ করে মন জয় করতে পারেন গ্রামবাসীর তিনি নির্বাচিত হবেন৷ এখানে বর্তমানে টাকা যাহা হাতে থাকে সেই ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে যান বা পেশী শক্তি দিয়ে ভয় ভীতি ব্যবহার করে সমর্থন আদায় করেন৷ তার কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না৷ টাকা হলে মূর্খ্য লোকটাও প্রতিনিধি হয়ে যায়৷ এই সব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার এই গবেষণা৷ তারপর তারা যে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করিবেন তারা আলোচনায় সংসদ প্রার্থীদেরকে নিয়ে জনসভা করবেন৷ এখানে প্রশ্ন করা হবে, উত্তর পাওয়ার জন্য বক্তিতা-ভাষণ শুনাবার জন্য নয়৷ জনগনের মন জয় করতে হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিগণ তাদের ভোট প্রয়োগে নির্বাচিত হবেন৷ এখানে টাকার খেলা হবে না এইজন্য যে প্রথা দেখা যাবে জনগন থাকে তাদের প্রতিনিধি করেছে সে লোভী বা অমর্যাদাশীল ব্যক্তি কি না তাদের নির্বাচন যদি ভূল প্রমাণ হয় তাহলে সে ব্যক্তি টাকার লোভে নিজেকে বিকিয়ে দেবে৷ আর তার প্রমাণ পাবে দুই তিন বৎসর পর তার চলাফেরার আয় ব্যয়ের মধ্য দিয়ে (হয়তো বা)৷ তবে আমি মনেকরি পাঞ্চাঁয়েতের মধ্য দিয়ে জনগন এমন ভূল করতে পারে না৷ এইজন্য এই প্রতিনিধিগন সংসদ সদস্য নির্বাচিত করিলে ভূল হবে না৷ তারপর কথা হলো সকল আর্থিক

কর্মকান্ড সংসদের কাছে রইল না| সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ইউনিয়ন পরিষদের কাছে আসিবে| তাই আসল প্রত্যড়া গণতন্ত্র ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হলে ইউনিয়নের জন্য এখান থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হলো প্রশাসনের লাগাম ধরার ব্যবস্থা| সেই অনুযায়ী জেলা পরিষদের কর্মকান্ড হবে সকল অর্থ আসবে ইউনিয়ন পরিষদে এবং এখান থেকে সকল প্রকার ব্যয় বহন করা হবে| জেলা পরিষদকেও টাকা দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ তাদের কার্যক্রমের জন্য| তাই কথা আসে আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্থবায়ন করার জন্য আমার দলকে সরকার গঠনে যেতে হবে| তা না হলে এই রূপরেখা কেউ করবে না| বরং উনারা তাদের লুটপাটের পদ্ধতিতে থাকার সংগ্রাম করবে| তাদেরকে মানানো যাবে না| এইজন্য যারা শান্থি চাও তারা সচেতন হলে ধীরে ধীরে তাদেরকে দূর্বল করা যাবে| আসল পদ্ধতির কথা সকল সময় ফলিতে থাকলে এক সময় দূর্বল হবেই| তাই সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এই সব কর্মকান্ডের জন্য বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন| আর সংসদের উপর জাতীয় মহাসংসদ থাকিলে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার নিরাপত্তার বিষয়| আর তা না হলে সংসদ বা প্রধান মন্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে সকল অধিকার ও আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে যাবে তাদের হাতে কিছুই দিবে না| আজ যেমন আছে কালও তেমনি থাকবে| বর্তমান ব্যবস্থায় লোকজন এত ব্যতিব্যস্থ হয়, সবাই নেতা-নেত্রী হয়ে সেবা করতে চায়| কিন্তু কেন? নিজের খেয়ে পরের সেবা করা সহজ বিষয় নয়| এইটা কঠিন ব্যাপার| আর একটি কঠিন কাজটি করেন| যখন মানুষের কাছে অন্য পথ খোলা থাকে না যেমন:- (নদী পথে বিদেশ যাত্রা একটি উদাহরন)| সব সময় লেখা পড়ি শুধু আবেদন নিবেদন জাননো হয় তা শুধু কাগজে কলমে এতোদূর পর্যন্থ থাকে| অপকর্মকে শৌধরাবার জন্য বলা হয়, অপচয়কে রোধ করতে বলা হয়| এই বলাতে কিছু থাকে না| শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করিতে আইনের শাসনে আইনের শাসন সকলের জন্য শক্ত হলে সবাই মানবে| আর যদি বলি আমার পকেটে কত উকিল মোক্তার নিয়ে ঘোরি| তাহলে কোনদিন আইনের শাসন আসবে না| প্রার্থীর প্রতিশ্রম্নতি না শুনে নিজেদের অধিকারের কথা শুনাও| তারা প্রতিশ্রম্নতি দিয়ে মানব উন্নয়ন করতে পারবে না| সমাজের উন্নয়ন করতে পারে না| শুধু নিজের উন্নয়ন হয়ে থাকবে| কোন দলই লুটপাটের ব্যবস্থা থেকে সরে আসবে না| অনদেরকে ও লুটপাট বন্ধ করতেও দিবে না| এটাই হলো তাদের রীতিনীতি| কিন্থ আমরা নাগরিকগণ কি করতে পারি| আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্প দ ধ্বংস করে দিতেছে| আমরা যে প্রকারে প্রাকৃতিক সম্প দ ব্যবহার করে জীবন-জীবিকা করতে ছিলাম তাও থাকবে না উন্নয়নের নামে সড়ক পথ হবে| আর হাওর, নদী, ভূমি, কৃষি উপরায়ন ইত্যাদি হারাতে থাকবে| পরিবেশে সারা জাতিকে শ্রমিক হয়ে খেতে হবে| শিল্প-কারখানায় কাজ করে জীবন-যাপন করতে হবে| আর শিল্প-

কারখানা বা কতকাল চলবে| যদি কোন সময় এই পট পরিবর্তন হয়ে যায়| তখন কি হবে, এইজন্য পরিকল্পিত ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা আসে| সরকার বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বহুতল ভবন তৈরি করে বিক্রয় করবে| এখানে অনেক ব্যয় বহুল ব্যাপার গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কোন কাজে আসবে না| গ্রাম-গঞ্জের মানুষের যেসব সমস্যা আছে তা তারা ও সমাধান করতে পারেন না কারণ অনেক ড়্গেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ বাধা হয়ে দাঁড়ায়| গ্রাম-গঞ্জে কোন দিন কোন প্রকার পরিকল্পনা প্রণোয়ন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় নাই| এইসব কারণ সমাধান করার জন্য গ্রামীণ জনসাধারণদের নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা করবে ইউনিয়ন পরিষদ| ইউনিয়ন পরিষদ হবে স্থানীয় জনগনের মতামতের ভিত্তিতে সরকারী কলা-কৌশল ও কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রদান করে চালাতে পারবেন|

আমি ঝঃবাবহ খ. ঊধুষড়ৎ এর একটি রাজনৈতিক বই পড়ছিলাম, তখন এই উক্তিটি আমার বইয়ের মধ্যে যোগ করিতে ইচ্ছে হইল পাঠকদের উদ্দেশ্যে| তিনি নৈতিক, সামাজিক ও সরকারী সংগঠন সংস্থা গুলো পর্যবেড়্গাণ করার লড়্গ্যে তিন বৎসরের জন্য হাঙ্গেরী, তুরস্ক, জার্মান ও ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ করেছিলেন| ড়্গমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্যে তিনি সংসদের ড়্গমতা দুই ভাগে বিভক্ত করার পড়্গে যুক্তি দিয়েছেন| আমেরিকায় আছে **"হাউস অব কংগ্রেস"**, ইংল্যান্ডে আছে **"হাউস অব লর্ড"** আর ফ্রান্সে আছে **"হাউস অব সিনেট"**|

ঈঐঅজখঊঝ-খঙটওঝ উঊ ঝঊঈঙঘউঅঞ,

ইঅজঙঘ উঊ গঙঘঞঊঝছটওঊট

অ সধহ ড়ভ ঃযব ঊহষরমযঃবহসবহঃ

ঙযড়ংব ৎধঃরৎরপধষ রসঢ়ৎবংংরড়হং ড়ভ চধৎরংরধহ ংড়পরবঃু বিৎব ধপঁঃবষু ড়নংবৎাবফ, ঈযধৎষবং-খড়ঁরং ফব ঝবপড়হফধঃ, ইধৎড়হ ফব গড়হঃবংয়ঁরবঁ রিষষ নব ৎবসবসনবৎবফ নবংঃ ধং ধ যঁসবষু রহভষঁবহঃরধষ ঢ়ড়ষরঃরপধষ ঢ়যরষড়ংড়ঢ়যবৎ.

গড়হঃবংয়ঁরবঁ ধিং নড়ৎহ রহ ১৬৮৯ ধঃ খধ ইৎবফব, হবধৎ ইড়ৎফবধীঁ, ঋৎধহপব. ঐব ংঁফরবফ ধহফ ড়িৎশবফ ধং ধ ষবমধষ পড়ঁহপরষষড়ৎ নবভড়ৎব রহযবৎরঃরহম রহ ১৭১৬ ভৎড়স যরং ঁহপষব ঃযব ঃরঃষব ইধৎড়হ ফব খধ ইৎবফব বঃ ফব গড়হঃবংয়ঁরবঁ ধহফ ঃযব ষবমধষ ৎড়ষব ড়ভ ঢ়ৎবংরফবহঃ ধ সড়ৎঃরবৎ রহ ঃযব ইড়ৎফবধীঁ চধৎষরধসবহঃ, ধু ভড়ৎস ড়ভ ধঢ়ঢ়বধষ পড়ঁৎঃ.

ওহ ১৭২১ গড়হঃবংয়ঁরবঁ ঢ়ঁনষরংযবফ চবৎংরধহ খবঃঃবৎ, ঃযব ভরৎংঃ ড়ভ যরং ঃড়ি সড়ংঃ হড়ঃধনষব ড়িৎশং. ডৎরঃঃবহ রহ ঃযব ভড়ৎস ড়ভ ধ ংবৎরবং ড়ভ ষবঃঃবৎং ৎবপড়ঁহঃরহম ঃযব বীঢ়বৎরবহপবং ড়ভ ঃড়ি চবৎংরধহ হড়নষবসবহ লড়ঁৎহবুরহম ভৎড়স ওংভধযধহ ঃড় চধৎরং, ঃযব ড়িৎশ রং নড়ঃয ধ নরঃরহম ংধঃরৎব ড়হ ঃযব সড়ৎবং ধহফ ভধংযরড়হং ড়ভ পড়হঃবসঢ়ড়ৎধৎু চধৎরং ধহফ ধ সড়ৎব ংড়নবৎ ৎবভষবপঃরড়হ ড়হ ঃযব ৎড়ষব ড়ভ মড়াবৎহসবহঃ, ৎবষরমরড়হ, ষধ িধহফ ঃযব হধঃঁৎব ড়ভ ঢ়ড়বিৎ.

ওহ ১৭২৫ গড়হঃবংয়ঁরবঁ মধাবঁ ঢ় ঃযব ঢ়ড়ংঃ ড়ভ ঢ়ৎবংরফবহঃ ধ সড়ৎঃরবৎ ধহফ ভড়ষষড়রিহম যরং বষবপঃরড়হ ঃড় ঃযব অপধফবসরব ঋৎধহপধরংব রহ ১৭২৮, **বসনধৎশবফ ড়হ ধ ঃড়ঁৎ ড়ভ ঐঁহমধৎু, ঞঁৎশবু, এবৎসধহু ধহফ উহমষধহফ**, ংঢ়বপরভরপধষষু ঃড় ড়নংবৎাব ঃযবরৎ ষবমধষ, ংড়পরধষ ধহফ মড়াবৎহসবহঃ রহংঃরঃঁঃরড়হং.

ঐব ৎবঃঁৎহবফ ঃড় ঋৎধহপব রহ ১৭৩২ ধহফ নবমধহ যরং সড়ংঃ পবষবনৎধঃবফ ড়িৎশ ঞযব ঝঢ়রৎরঃ ড়ভ ঃযব খধংি. চঁনষরংযবফ রহ ১৭৪৮, ঃযব ঃৎবধঃরংব ধৎব ধ ড়িৎশ ড়ভ ঢ়ড়ষরঃরপধষ, ংড়পরধষ ধহফ ষবমধষ ধহঃযৎড়ঢ়ড়ষড়মু ধহফ ঢ়যরষড়ংড়ঢ়যু. ঙভ মৎবধঃবংঃ ংরমহরভরপধহপব ধৎব গড়হঃবংয়ঁরব্বঁং ঃযবড়ৎরবং ড়হ মড়াবৎহসবহঃ. ঐব ধংংবৎঃং ঃযবৎব ধৎব ঃযৎবব ঃুঢ়বং: সড়হধৎপযরপধষ, ফবংঢ়ড়ঃরপ ধহফ ৎবঢ়ঁনষরপধহ মড়াবৎহসবহঃ. ঞযরং ভরৎংঃ মড়াবৎহং ঁহফবৎ ধ ংবহংব ড়ভ যড়হড়ঁৎ, ঃযব ংবপড়হফ নু ভবধৎ ধহফ ঃযব ঃযরৎফ, নু ধ পড়হংঃরঃঁঃরড়হ. ঋঁৎঃযবৎসড়ৎব, রহ ড়ৎফবৎ ঃড় **ঃড়ঢ় ধহু ধনঁংব ড়ভ ঢ়ড়বিৎ যব ধৎমঁবফ ভড়ৎ ঃযব ংবঢ়ধৎধঃরড়হ ড়ভ ঃযব বীবপঁঃরাব, ঃযব ষবমরংষধঃঁৎব (যিরপয ংযড়ঁষফ, যব ঢ়ৎড়ঢ়ড়ংবফ, নব সধফব ঁঢ় ড়ভ ঃড়ি যড়ঁংবং) ধহফ ঃযব লঁফরপরধৎু- ঃযরং দংবঢ়ধৎধঃরড়হ ড়ভ ঢ়ড়বিৎ্ রং ধ পড়ৎহবৎংঃড়হব ড়ভ ঃযব টঝ ঈড়হংঃরঃঁঃরড়হ.**

বর্তমান সংসদ ব্যবস্থার কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত্ম নিতে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন হয় না| সরকার প্রধান মনস্থ করিলেই মন্ত্রী সবায় প্রস্ত্মাব পাস হয় এবং কাজ আরম্ভ হয়ে যায়| আর আমার সরকার ব্যবস্থায় সরকার প্রধান মনস্থ করিলে প্রস্ত্মাব আনিবে| এই প্রস্ত্মাব মহাপরিষদে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে| এই জন্য যে এই প্রস্ত্মাব দেশের নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে সহায়ক হবে কি না| এই প্রকল্প করিলে যদি নাগরিকগন অতিরিক্ত কর দিতে হয় প্রত্যড়্গা বা পরোড়্গা ভাবে| তাহা সত্যই কি প্রয়োজনীয়? আমাদের দেশ ভাটির দেশ| কাঁদা মাটিতে ভরপুর অনেক প্রকল্প মানায় না, এইসব বিষয় নির্ভয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে মত প্রকাশ করে

রাষ্ট্রপ্রতি রায় দিতে পারবেন| সকল অর্থ এবং আইন প্রণোয়ন এবং সকল প্রকার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া হলে সকল বিরোধী মনোভাব শুনার ও বলার অধিকার দেওয়া হবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে| গরিবের জন্য হাতি উপহার মানায় না| আমাদের দেশে রাস্ত্মা যে প্রকার দ্রম্নতগতিতে গাড়ি চালাবার জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে, তা কোন সময় নিরাপদ থাকতেছে না| দূর্ঘটনা ঘটতেছে অহরহ প্রাণহানি ঘটতেছে প্রতিনিয়ত| এই ধরনের দূর্ঘটনা রোধ করার জন্য সরম্ন রাস্ত্মা করতে হবে| মাত্র দুই লাইন ভাল| এইসব বিষয়ে জতীয় মহাপরিষদে আলোচনা ও গবেষণা করে মত প্রকাশ করতে পারেন| এখন যারা সরকারে উদ্দেশ্যে লেখা-লেখি করেন, তখন এই সব বিষয় যক্তি সংগত হলে আলাপ করতে পারেন| আমরা ভবিষৎ প্রজম্মের জন্য একটি মেধাশক্তি নাগরিক শ্রেণী গড়ে তুলতে চেষ্ঠা করিতে চাই| আগামী দিন কঠিন হয়ে আসবে| কখন কি হয় রাজনৈতিক পটভূমি| যদি আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমার এই রূপরেখা বাস্ত্মবায়ন করতে পারি এবং অভ্যস্ত্ম হয়ে যাই| এই প্রকার প্রশাসন ব্যবস্থায় তখন কোন আগ্রাসী শক্তি অতি সহজে আমাদেরকে হারাতে পারবে না| আমার এই প্রশাসন ব্যবস্থায় অনেক কিছু আছে, যাহা ভারত বর্ষে নাই| ভারত বর্ষ কল্যাণ রাষ্ট্র চায় না| আমাদের দেশের নাগরিকগন যদি এই কল্যাণ রাষ্ট্র সূচনা করে দেয়, তাহলে নাগরিকগন আগ্রাসনী শক্তি থেকে রড়্গা পেয়ে যাবে|